লেখিকা অরুন্ধতী রায় রাষ্ট্রদ্রোহ অভিযোগের সম্মুখীন
পৃষ্ঠা ৩০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
19 October 2023, Thursday, 7th Year, Issue 344, 40 Pages

সুর-সংগীতে একজন নিরুপমা
পৃষ্ঠা ২৫

১৯ অক্টোবর ২০২৩, ৩ কার্তিক ১৪৩০, ৪ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৪, পৃষ্ঠা : ৪০

রাজপথে আমেরিকার মানুষ

গাজায় ইসরায়েলের হামলা

মানবিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত নন যুদ্ধের ক্রীড়নকরা : রক্তের বন্যায় বিপন্ন মানবতা।

বিশেষ প্রতিনিধি

অবরুদ্ধ গাজায় বেসামরিক মানুষের ওপর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করছে বলে মনে করছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর। হাইকমিশনারের মুখপাত্র রাবিনা শামদাসানি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, গাজায় প্রতিদিন যুদ্ধসংক্রান্ত আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারেই ফিলিস্তিনের গাজার একটি হাসপাতালে ইসরায়েলের বোমা হামলায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে ৫০০ হয়েছে। মধ্য গাজার আল–আহলি আরব নামের হাসপাতালে এই হামলা চালানো হয়। এর আগে ইসরায়েলি হামলায় আহত শত শত রোগী ও গৃহহীন অসংখ্য বাসিন্দা ‘নিরাপদ’ ভেবে ওই হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরাইলের মাটি স্পর্শ করার আগেই আরব বিশ্বের নেতাদের সাথে তাঁর শীর্ষ বৈঠক বাতিল হয়ে গেছে।

হাসপাতালে বোমা হামলায় অন্তত ৫০০ জন নিহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন অনেকে। হামলার ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, বিস্ফোরণের পর হাসপাতালের বহুতল ভবনটি জ্বলছে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মরদেহ। ধ্বংসস্তূপ থেকে ভেসে আসছে আহত ব্যক্তিদের আর্তচিৎকার। জাতিসংঘসহ মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলো হাসপাতালে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও এই হামলার নিন্দা জানাচ্ছেন।

হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন এক হামলা চালায়। এরপর থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

গাজার হাসপাতালে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ। একে ‘গণহত্যা’

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

দখলদারিত্বকে প্রতিরোধ করা মানবাধিকারের অংশ, এমন স্লোগান দিয়ে মানবতাবাদী ইহুদীরাও যুক্ত হচ্ছেন প্রতিবাদ সমাবেশে। ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে আমেরিকার রাজপথে মানুষ। নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ার এলাকায়।
ছবি : সৈয়দ মাসুদুল কবির

মার্কিন পার্লামেন্ট ভবন থেকে ৩০০ ইহুদি আটক

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় ইসরায়েলি সহিংসতার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে গতকাল বুধবার ক্যাপিটল হিলে প্রবেশ করে বিক্ষোভ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাঁরা এক যোগে ক্যাপিটল ভেতরে ঢুকে মার্কিন পার্লামেন্টের একটি ভবনের দখল নিয়ে নেন। এ সময় আইন প্রণেতা এবং বাইডেন প্রশাসনকে গাজায় যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেওয়ার জোরালো আহ্বান জানান তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের পরিহিত কালো টি–শার্টে লেখা—‘ইহুদিরা বলছে যুদ্ধবিরতি চাই’ এবং ‘আমাদের দোহাই দিয়ো না’। বিক্ষোভকারীরা একটি ভবনের মেঝেতে বসে হাততালি ও গান গেয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের হাতে একটি বড় ব্যানার লেখা ছিল, ‘যুদ্ধবিরতি’ এবং ‘গাজাকে বাঁচতে দাও’।

মার্কিন ক্যাপিটল পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে বলেছে, ‘আমরা বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য সতর্ক করেছিলাম। এরপরও তাঁরা তা মেনে না নিলে তাঁদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করি।’

ক্যাপিটল পুলিশ জানিয়েছে, ভবনের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

‘অক্টোবর সারপ্রাইজ’ এখন সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রে

বাংলাদেশের রাজনীতি

আড়াই মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু বড় দুই দলের হুমকি পাল্টা হুমকিতে নানা আলোচনা।

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকার রাজনীতিতে 'অক্টোবর সারপ্রাইজ' কথাটি ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট রিগান নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার জন্য ইরানের সাথে গোপন চুক্তি করেছিলেন। এরপর থেকেই আমেরিকার নির্বাচনের মাস নভেম্বরের ঠিক আগের মাসে আচমকা সব ঘটনা ঘটলেই বলা হয় অক্টোবর সারপ্রাইজ। দল বা প্রার্থীর সব হিসেব এসব ঘটনায় পালটে যায় বলে অক্টোবর সারপ্রাইজ আমেরিকার রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে আসছে।

এবার বাংলাদেশেও কি 'অক্টোবর সারপ্রাইজ' ঘটতে যাচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারেন? কোন শর্ত ছাড়াই রাজনীতির বিবদমান পক্ষ আলোচনায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সংলাপ কতদূর!

আলেয়া হাজেরা

নির্বাচন। সংলাপ। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রতি পাচঁ বছর পর পর এই দুটি শব্দ ফিরে আসে বাংলাদেশে। যেন একে অপরের সমার্থক। আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন । রাজনীতির মাঠ গরম। বাংলাদেশের মানুষের মুখে একটি কথা বড় দুই দল কি সংলাপে বসবে ? সংলাপ কতদূর। অনেকে মনে করছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক মনোভাব কম। তাই বড় ধরণের কোন ঘটনা না ঘটলে কোন সংলাপের সম্ভাবনা নেই।

সংলাপের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে মাকির্ন নির্বাচনী দল আইআরআই দল পরিদর্শনের সময়। সে সময় বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজেরে প্রতিনিধিরা একবাক্যে বলেছেন, চলমান রাজনৈতিক সংকটের একমাত্র সমাধান

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

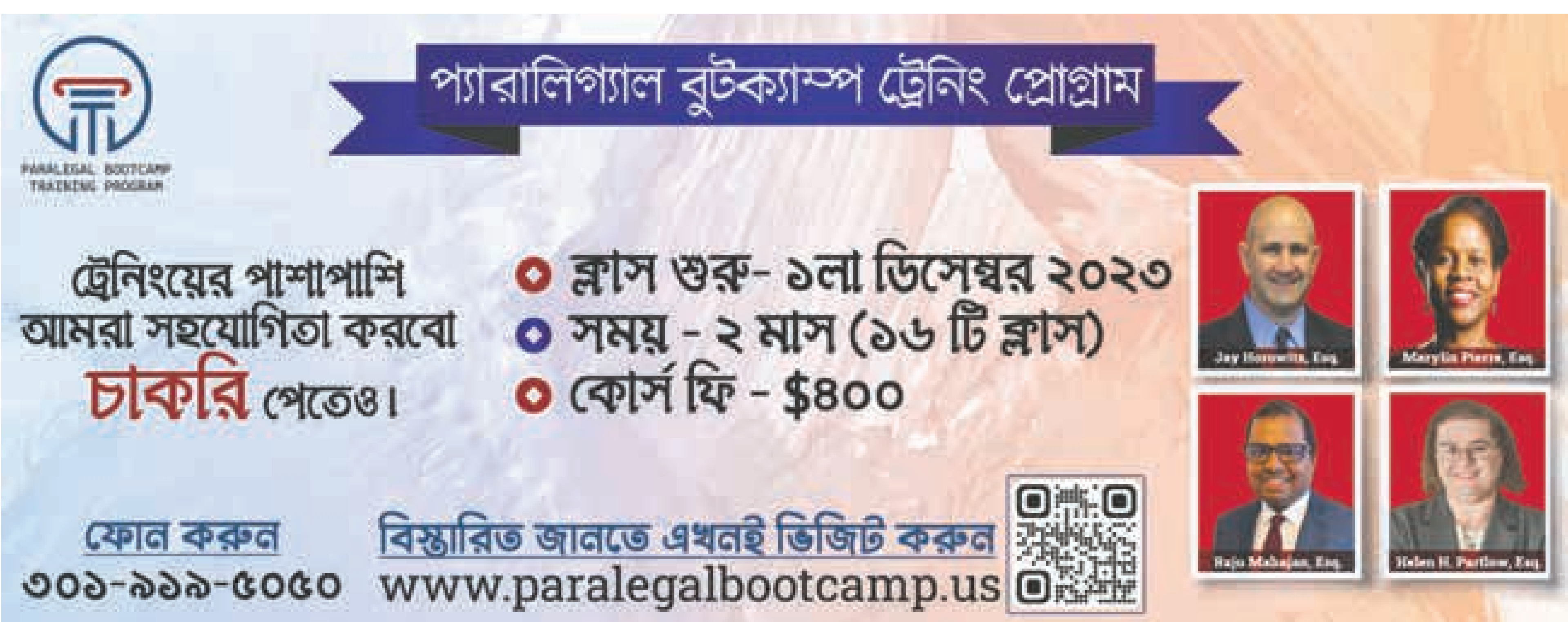

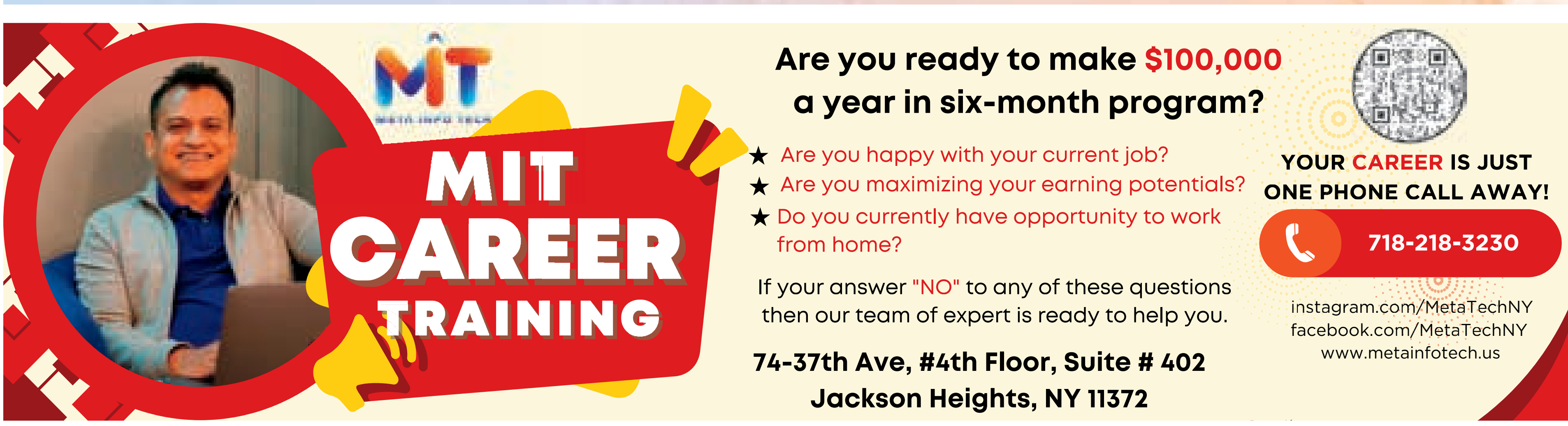

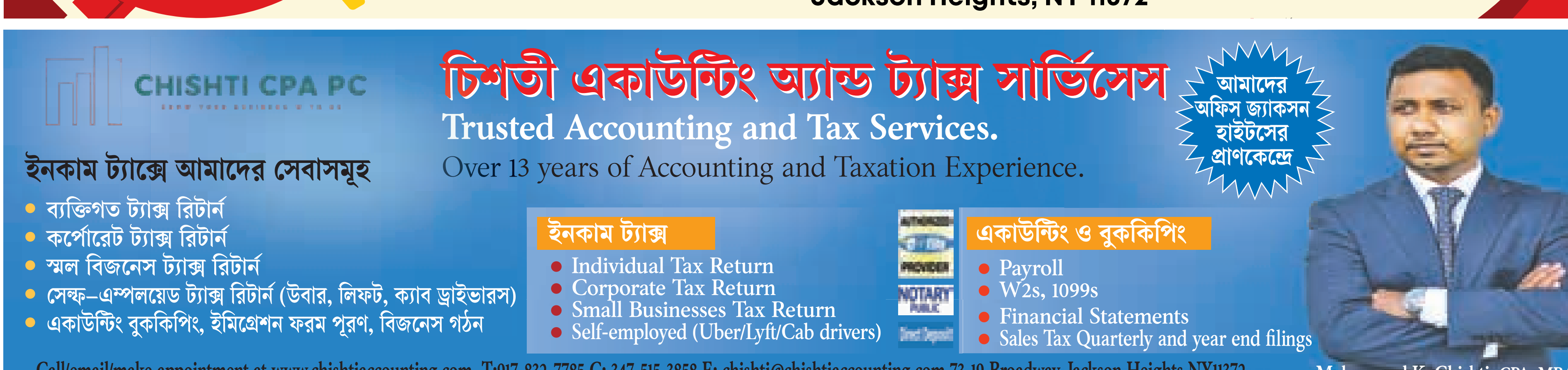

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফ্রিতট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

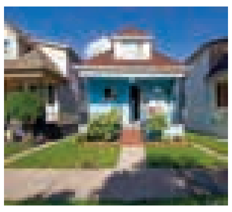

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

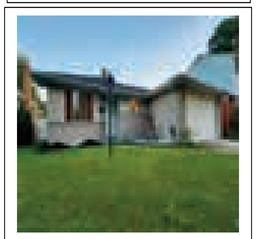

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

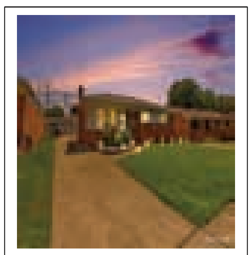

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি , এ জব
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/রিনিউ
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. জেইক রেন্টুরি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)----------(শনিবার-বৃহস্প তিবার)------------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------------রবিবার -------------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------------মঙ্গলবার ---------------(দু ১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ------------------- ----------শনিবার-------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্রাভস এন্ড ট্রাভেলস --(ম্যাসাচুসেটস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

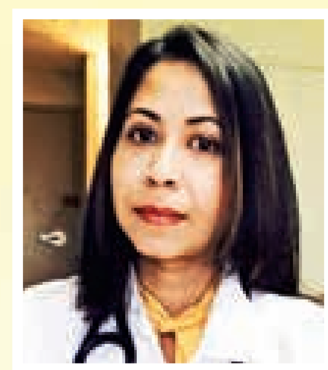

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates

ATTORNEYS AT LAW

www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য
WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
NYS
Department of
Health CDPAP
হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
www.lovetocarehc.com

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো
অভিবাসন ফি ৮০ হাজার, খরচ হয় ৬ লাখ

ঢাকা অফিস

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ভাগ্য বদলাতে গত এক বছরে অন্তত ৩ লাখ বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। এই হিসাবে একদিকে খুশি হলেও অন্যদিকে নাখোশ দেশের মধ্যবিত্ত তরুণেরা। কেননা, ভিসা-বাণিজ্য ও মালয়েশিয়ার প্ল্যাটফর্ম ফিসহ নানা জটিলতায় সে দেশে অভিবাসনে ব্যয় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আর বাড়তি অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর এরই মধ্যে স্বপ্ন ভাঙতে শুরু হয়েছে বাংলাদেশি কর্মীদের। এ অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি উল্লেখ করে পদ্ধতি সংশোধন করতে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বলছে, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সব কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে কর্মীদের জন্য বাংলাদেশ থেকে নির্ধারিত ব্যয় প্রায় ৮০ হাজার টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। তবে মালয়েশিয়া প্রান্ত থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ায় অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার সরকারি সিস্টেমে ক্লিয়ারেন্সের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মীপ্রতি ১০০ রিঙ্গিত দিতে হয়। তবে মূল সমস্যা ভিসা-বাণিজ্য। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে প্রতিটি ভিসা ৪ থেকে ৫ হাজার রিঙ্গিত দিয়ে কিনতে হয়; যা বাংলাদেশি টাকায় গড়ে ১ লাখের বেশি।

ছাড়া মালয়েশিয়ান প্ল্যাটফর্মের জন্য দিতে হয় ১ লাখ ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এসব অর্থ আবার পাঠাতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে এ দেশ থেকে কর্মী নিয়ে তারা ওই কর্মীর কাছ থেকেও কয়েক গুণ বেশি অর্থ নিয়ে থাকে। অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী, যাতায়াতের বিমানভাড়া নিয়োগকর্তার বহন করার কথা থাকলেও বাস্তবে সেটি কর্মীকেই বহন করতে হচ্ছে; যা আবার বর্তমানে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। সব মিলিয়ে অভিবাসন ব্যয় পৌঁছায় ৬ লাখ টাকার বেশি।

জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বায়রার তথ্য অনুসারে মালয়েশিয়া থেকে কাজের চাহিদাপত্রগুলো ভারত, নেপাল কিংবা পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আনতে হয়।

ড. ইউনূসের পদত্যাগ চান কর্মীরা

গ্রামীণ কমিউনিকেশনস

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের কর্মীরা ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা অফিস

অনিয়ম-নির্যাতনের অভিযোগ এনে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের চেয়ারম্যান এবং নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। তাঁরা জানান, ড. ইউনূসের পদত্যাগ ও আট দফা দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি পালন করবেন। গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের কর্মীরা গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের কর্মী ও সংগ্রাম পরিষদের নেতা রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ৬০ বছরের বেশি বয়সী কোনো লোকের প্রতিষ্ঠানে চাকরি থাকার কথা নয়। কিন্তু ড. ইউনূস নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে একাধিক ৬০-ঊর্ধ্ব বয়সী লোককে প্রতিষ্ঠানে রেখেছেন। রেজাউল বলেন, 'আমরা ইউনূসসহ এই লোকদের পদত্যাগ চাই। ইউনূস এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে চেয়ারম্যান, তিনি শ্রমিকদের রক্ত চুষে খাচ্ছেন। তাঁর নির্দেশে শ্রমিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। আমরা তাঁর পদত্যাগ চাই।'

রেজাউল করিম আরও বলেন, 'আমরা গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের নির্যাতিত শ্রমিক। এটা গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস আলাদা প্রতিষ্ঠান। কেননা, গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। আমরা প্রায়

৯৩৫ শ্রমিক চাকরি হারানোর ভয়ে আছি। আমাদের চাকরি থেকে সরানোর পাঁয়তারা করা হচ্ছে কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা ছাড়া। আমাদের দাবি হচ্ছে, ন্যায্য অধিকার দিয়ে চাকরিচ্যুত করতে হবে। অসময়ে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।' গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি লুটপাটের পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এখানে প্রায় এক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করেন। এখন প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা চাইছেন ৯৩৫ জন, যাঁরা মাঠে কাজ করেন তাঁরা চলে যাক। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের অনেক সহকর্মীকে কোনো নোটিশ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে অনেক দুর্নীতি আছে, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা আছেন। আমরা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিচার চাই। সাবেক এমডিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য নতুন কো-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর পেছনে ৩-৪ লাখ টাকা খরচ হয়।'

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউনি গ্লোবাল ইউনিয়নের সভাপতি আমজাদ আলী খান বলেন, 'গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের এই কর্মীদের পাশে আমার অবস্থান পরিষ্কার। আমি আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে মেহনতি এই মানুষদের পাশে দাঁড়াব। আমি আশা করব, যেন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের কর্মীদের দাবিগুলো পূরণ হয়।'

পুনরায় অডিট করে শ্রম আইন মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, শ্রমিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শুরু থেকে বকেয়া প্রদান, শ্রম আইন মোতাবেক ওভারটাইম ভাতাসহ সব অর্থ পরিশোধ, ট্রেড ইউনিয়ন করার দায়ে চাকরিচ্যুত আট শ্রমিকের পুনর্বহালসহ কর্মী ছাঁটাই হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ কমপক্ষে ১০ বছরের ক্ষতিমূল্য দেওয়ার দাবি জানান গ্রামীণ কমিউনিকেশনের কর্মীরা।

আপনার অধীনে নির্বাচন মানে ভোটার, দেশের জনগণের এবং বিরোধী দলেরও দরকার নেই

ঢাকা ডেস্ক

রুহুল কবির রিজভী

আপনার অধীনে নির্বাচন মানে কি সেটা তো আমরা জানি। সেই নির্বাচনে ভোটারের, দেশের জনগণের দরকার নেই এবং বিরোধী দলেরও দরকার নেই- বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে। ১৩ অক্টোবর শুক্রবার বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জিয়াউর রহমান আর্কাইভের (জেডআরএ) উদ্যোগে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিত্রকর্মশালা ও কবিতাপাঠ' অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, উনি (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) তার মন্ত্রীদেরকে দিয়ে বলাচ্ছেন যে, পৃথিবীর সব দেশ ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে গেছে মানে আপনার অধীনে নির্বাচন? আর আপনার অধীনে নির্বাচন মানে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৩টি তে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাকিগুলোতে উপস্থিত ছিল ৫ শতাংশ। আর ২০১৮ সালের নির্বাচন করেছেন রাতে। ভোর হওয়ার আগেই ব্যালট বক্স পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে তো নিম্ন আয়ের মানুষ কিনে খেতে পারতো না। এখন সেটা মধ্যবিত্ত পর্যন্ত চলে এসেছে। কারো কাছে হাতও পাততে পারছে না তারা, পারছে না ভিক্ষাও করতে।

তাদের যে আয় সে আয় দিয়ে কোন কিছু কিনে খেতে পারছে না। একটি ডিম কিনতে যদি ১৭ টাকা লাগে তাহলে ফ্লাইওভার দেখিয়ে আপনি (প্রধানমন্ত্রী) কি করবেন?

জিয়াউর রহমান আর্কাইভের সম্পাদক সঞ্জয় দে রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন চিত্র শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জল, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম. ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি রাশেদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খান প্রমুখ।

'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সততা দিয়ে তৈরি করেছি

শ্যাম বেনেগাল

ঢাকা অফিস

১৩ অক্টোবর শুক্রবার 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমাটি

দেশের ১৫৩টি হলে মুক্তি পেয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার এই চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন শ্যাম বেনেগাল। নির্মাতা জানিয়েছেন, অনেক পরিশ্রম করে সততা দিয়ে চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছি। সংবাদমাধ্যমকে শ্যাম বেনেগাল বলেন, 'ভালো লাগছে। আমার যা করার ছিল, তা করেছি। এবার বাংলাদেশের দর্শক বলবেন সিনেমাটি তাদের কেমন লেগেছে। আমরা অনেক পরিশ্রম করে চলচ্চিত্রটি বানিয়েছি। আমাদের কাছে সিনেমাটি অবশ্যই ভালো'। তিনি আরও বলেন, 'দেখা যাক বাংলাদেশের দর্শক কেমন প্রতিক্রিয়া জানায়। তার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) পরিবারের সবার কী রকম লাগে। তারই অপেক্ষায় আছি'। সুস্থ না থাকায় ঢাকায় আসেননি এই পরিচালক। জানিয়েছেন, এখন মুম্বাইয়ে আছেন তিনি। ঢাকায় আসার কোনো পরিকল্পনা নেই তার।নির্মাতা বলেন, 'আমরা সততা দিয়ে সিনেমাটি বানিয়েছি। এখন দর্শকের ভালো লাগবে নাকি খারাপ লাগবে, সেটাই বড় কথা।' সিনেমাটির অভিনয়শিল্পীদের বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে লম্বা ভ্রমণ ছিল। তাদের সঙ্গে কাজ করে দারুণ মজা পেয়েছি। খুবই উপভোগ করেছি। অভিনেতা হিসেবে তারা অত্যন্ত ভালো। সিনেমার অনেকটা অংশের শুটিং মুম্বাইয়ে হয়েছে, বাংলাদেশেও শুটিং করেছি। সব মিলিয়ে ভালো অভিজ্ঞতা।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশি অভিনেতা আরিফিন শুভ। ফজিলাতুন নেছা মুজিবের চরিত্রে নুসরাত ইমরোজ তিশা, শেখ হাসিনার চরিত্রে নুসরাত ফারিয়া, তাজউদ্দীন আহমদের চরিত্রে রিয়াজ আহমেদ।অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, চঞ্চল চৌধুরী, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ, মিশা সওদাগরসহ শতাধিক শিল্পী।সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন অতুল তিওয়ারি ও শামা জাইদি। এতে অ্যাকশন ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন ম্যাম কৌশল, মিউজিকে ছিলেন সান্তনু মৈত্র। চলচ্চিত্রের পোশাক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পিয়া বেনেগাল। নির্মাতার প্রত্যাশা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এবং দর্শকদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আনকাট সেন্সর পাওয়া এ সিনেমাটি। ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

মেয়র আরিফের নাগরিক সংবর্ধনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। মেয়র থাকাকালীন দুই মেয়াদে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নগর উন্নয়নে সদা সচেষ্ঠ ছিলেন- বলেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে দেয়া নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। টানা দুই মেয়াদে নগরের উন্নয়ন ও নাগরিক সেবা দানের সকল ব্যর্থতার দায় নিজের কাধে নিয়ে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্পীতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে নির্মূহভাবে কাজ করার চেষ্ঠা করেছি। গত দশ বছরে সিলেটকে একটি জনবান্ধব নগর প্রতিষ্ঠায় যেটুকু অর্জন হয়েছে তা নগরবাসিকে উৎসর্গ করছি।

তিনি বলেন, মেয়র না থাকলেও সিলেটের উন্নয়নে সব সময় সক্রিয় থাকবো। বিদায়ী মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাদের হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। সিলেটের সম্প্রীতির সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে তিনি বলেন, 'আমি গর্বিত এইজন্য যে, এই সিলেটের মানুষ রাজনৈতিক সম্প্রীতিতেও বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছে। যার বহিঃপ্রকাশ আজ আরেকবার ঘটল এই নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ না করলে উন্নয়ন সম্ভব নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'সিলেটের উন্নয়নে আমি সমন্বিতভাবে কাজ করেছি। আমি সবসময় বলে এসেছি, কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি আমাদের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি এবং আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিষ্টাচার, রাজনৈতিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি যদি বজায় না থাকে।

নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির আহবায়ক কাউন্সিলর শান্তনু দত্ত সনতু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিসিকের প্যানেল মেয়র-১ কান্সিলর মোহাম্মদ তৌফিক বকস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সদর উদ্দিন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল হক, বিশিষ্ট রাজনীতিক বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, মদন মোহন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক আতাউর রহমান পীর, সিলেট ডায়বেটিস সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট রাজনীতিক লোকমান আহমদ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন, সিলেট জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি অশোক পুরকায়স্থ, রামকৃষ্ণ মিশন সিলেটের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ মহারাজ, সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চের ফাদার ডিকন নিঝুম সাংমা, প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. নাসিম আহমদ, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ রেনু ও সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ দিদার আলম চৌধুরী নবেল।

নাগরিক সংবর্ধনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সিসিক কাউন্সিলর মো. আজাদুর রহমান আজাদ ও কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে দেয়া মানপত্র পাঠ করেন জনসংযোগ কর্মকর্তা আব্দুল আলিম শাহ। প্রধান অতিথি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড .এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ও সিসিকের কাউন্সিলরগণ নাগিরক সংবর্ধনা পাওয়া মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর হাতে মানপত্র, সম্মাননা স্মারক ও নগর ভবনের একটি প্রতীকি চাবি তুলে দেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে মেয়র কাউন্সিলরগণ সম্মাননা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন জামে মসজিদের ইমাম মুফতি মাওলানা জসীম উদ্দিন, গীতা পাঠ করেন সিসিকের কর সহকারি কর কর্মকর্তা জ্যোতিষ চক্রবর্তী।

ভারত ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়েছে ইউএসআইপি

ঢাকা অফিস

১৩ অক্টোবর শুক্রবার শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইউনাইটেড স্টেট ইনস্টিটিউট ফর পিসের (ইউএসআইপি) প্রতিনিধিদল। বৈঠকে ভারত ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতে হিন্দুত্ববাদের জাগরণ নিয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান কী, সেটি জানতে চেয়েছে ইউএসআইপি।

বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ বলেন, 'ভারত আর চীনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জানতে চেয়েছে ইউএসআইপির প্রতিনিধিদল। বাংলাদেশের ফরেন পলিসি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই উপমহাদেশের যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যাচ্ছে—এসব বিষয়ে বাংলাদেশের কী ভূমিকা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কী চিন্তা করছে, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' আমরা আমাদের বিষয়গুলো জানিয়েছি। বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি, আমাদের জাতির পিতা যেটা দিয়ে গেছেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব—কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়।

তিনি বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তারা কোনো প্রশ্ন করেনি, আমরাও কোনো উত্তর দিইনি।'

এটাই ফোকাস করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক বলেন, 'তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে, চীন একটি ইকোনমিক পাওয়ার। চীন আমাদের অর্থনৈতিক পার্টনার। তারা জানতে চাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন। আমরা জানিয়েছি, ইন্ডিয়া আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের দুর্দিনে ১৯৭১ সালে ভারত যেভাবে আমাদের পাশে ছিল, সেটাকে আমরা সম্মানের চোখেই দেখি।'

শাম্মী আহমেদ বলেন, 'মিয়ানমার আমাদের ওপর ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা চাপিয়ে দিয়েছে। তারপরও আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছি। শুধু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নয়, গ্লোবাল ভিলেজে আমরা আলোচনা মাধ্যমে সবগুলো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। অন্য কোনোভাবে আমরা করি না। পররাষ্ট্রনীতিকে আমরা ফলো করি। এই বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে।'

এদের আগ্রহ ছিল ইন্দো-চায়না রিলেশন নিয়ে, ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে একটা ব্যাপার ছিল। একই সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের রিলেশন নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিল বলে জানান শাম্মী আহমেদ।

আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক বলেন, 'ভারতের হিন্দুত্ববাদ জাগরণ নিয়ে তারা একটা প্রশ্ন করেছে। আমরা উত্তর দিয়েছি, আমরা কারও ইন্টারনাল বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা কারও ইন্টারনাল ব্যাপারে কথা বলি না। আমার অন্য দেশের মতবাদকে সম্মান দিই। ইন্ডিয়াতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, চায়নাতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, এটা তাদের দেশের জনগণের বিষয়। আমাদের দেখার বিষয় না।'

তিনি বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তারা কোনো প্রশ্ন করেনি, আমরাও কোনো উত্তর দিইনি।'

বিকেল ৪টার দিকে ইউএসআইপি প্রতিনিধিদল কার্যালয়ে পৌঁছালে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মুহাম্মদ ফারুক খান। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইনাম আহমেদ চৌধুরী, আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য খালেদ মাসুদ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিন ও যুদ্ধ - যে সংঘাতের গল্পের শেষটা অজানা, অন্ধকার

স্থানীয় সময় ৭ অক্টোবর শনিবার ভোরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সবচাইতে ‘ভয়ংকরতম ও সফল’ ‘অপারেশন আল আকসা স্টর্ম’ হামলা করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। মূল হামলাটি হয়েছে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইসরায়েলের বৃহত্তম শহর ও দেশটির অর্থনৈতিক, প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র তেল আবিবে। শুধু তেল আবিবই নয়; দেশটির রাজধানী জেরুজালেমেও পৌঁছেছে হামাসের রকেট। ইসরায়েলের ক্রমাগত দখল ও নির্যাতনের হাত থেকে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা অর্জন এ অভিযানের লক্ষ্য বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র এই সংগঠনটি।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক বৈরিতার বিষয়টি নতুন করে বলার কিছু নেই। এই বৈরিতায় গত দেড় দশকে কেবল পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলে ১৪ হাজারের বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সবশেষ গত প্রায় দেড় বছরের বৈরিতায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ভূমধ্যসাগর পাড়ের শহর গাজা ও তেল আবিবের মানুষগুলো। গত বছরের মাঝামাঝি থেকেই হামাস ও পিআইজেসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক সংঘর্ষ চলছে। এই সংঘর্ষে গাজার বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রতিনিয়তই ড্রোন ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এই হামলাগুলোতে অনেক সাধারণ মানুষের মৃত্যুর খবর প্রায়শই দিয়ে আসছিল ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে ইসরায়েলি বাহিনীও অধিকৃত ভূখণ্ডে হামাস ও পিআইজের হামলার খবর প্রচার করেছে নিয়মিতই। এরই জেরে এপ্রিলে গাজা সীমান্তে ফিলিস্তিনিদের যাতায়ত বন্ধ করে দেয় ইসরায়েলিরা। ফলশ্রুতিতে দুপক্ষেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বেশ। তাই একটি সংঘর্ষ অনেকটা অনুমিতই ছিল। কিন্তু হামাস যে এতবড় আকারে হামলা চালাতে পারে সেটি আঁচ করতেই পারেনি ইসরায়েলিরা।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে পাওয়া ‘ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষে দুপক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক’– এ নিছকই সংখ্যা নয়। মানবতার বিপর্যয়ও। দুই দেশের অনুমিত এই যুদ্ধ ভূমধ্যসাগরের পাড়ে দুপক্ষেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে বেশ। ফিলিস্তিন অধিকৃত গাজা থেকে যেমন মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পুড়ে যাওয়া ঘর ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে; একই অবস্থা ইসরায়েল অধিকৃত তেল আবিবের দক্ষিণাংশেও। সেখানকার হাজারো মানুষ কেবল কম্বল ও খাবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে যাচ্ছে– এমন ভিডিও প্রচার করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

ইসরাইলের অভ্যন্তরে ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের আকস্মিক ও নজিরবিহীন হামলার জবাবে ‘কঠিন প্রতিশোধ’ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে দেশটি। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা উপত্যকাকে ‘জনমানবশূন্য দ্বীপে’ পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এরপর আর কী বলার থাকে! সাড়ে সাত দশক ধরে ইহুদিবাদীদের গোলাগুলি, বোমা, রাসায়নিক অস্ত্রে বেঘোরে মরছেন ফিলিস্তিনিরা। উচ্ছেদ হচ্ছেন নিজ বাসভূমি থেকে। ফিলিস্তিনিদের আরেক আবাসস্থল পশ্চিম তীরও ইসরাইলি বাহিনীর হামলার লক্ষ্য। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু ফিলিস্তিনিদের আত্মিক, ন্যায্য ও আইনসঙ্গত দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আজ বিশ্বজনীন মানবমুক্তির স্বার্থে সে দাবি আরও উচ্চকিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্ব এমন একটি শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে যে কেনো যুদ্ধ-সংঘাত রক্তপাত আর দুটি পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, ছড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধরত পক্ষ বা দেশের বিপরীত অঞ্চলেও। তবে যুদ্ধ কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না। সহনশীলতা, মানবিকতা এবং আলোচনার মধ্য দিয়েই বিবাদ কমানোর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। চলমান হামাস-ইসরাইল সহিংস পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারাও হামাস-ইসরাইল সংঘাত অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরাইলের পাশে অবস্থান নিয়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা অনেক দেশ। তবে এ সংঘাতের অবসানে ইসরাইল-ফিলিস্তিন আলাদা দুই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে চীন ও রাশিয়া। দুটি পরাশক্তি বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ফিলিস্তিন-ইসরাইলের বর্তমান উত্তেজনা ও সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনায় দেশ দুটি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বিশ্বের অন্য যুদ্ধগ্রস্ত দেশগুলোর মতোই মৃত্যুর এই সংখ্যাগুলো হয়তো অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করবে না। কিন্ত যারা আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্থ তারাই কেবল বলতে পারবেন– লাশেদের এই সংখ্যার ভয়াবহতার গল্প।

টানা পাঁচ দিন ধরে ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং অবরোধের মধ্যে থাকার পর গাজার মানবিক পরিস্থিতি ক্রমে অবনতি হচ্ছে। গাজার হাসপাতাল যেনো এক মৃত্যুপুরী, তিল ধারনের ঠাঁই, লাশের স্তুপ চারিদিকে। উপত্যকার একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে হাজার হাজার আহত রোগীতে পূর্ণ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের ওষুধ শেষ হয়ে আসছে।

গাজা উপত্যকায় ত্রাণ এবং ওষুধ সরবরাহ করার জন্য নিরাপদ করিডর দেয়ার বিষয়ে ইসরায়েলের উপর চাপ বাড়ছে। একই সাথে ফিলিস্তিনিদের নিরাপদে গাজা ত্যাগের করিডর দেয়ারও দাবি উঠেছে।

ভবিষ্যৎ তাহলে কী? এক কথায় বলতে গেলে, খুব সহসা এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান মিলবে না।

ভবিষ্যতের যেকোনো শান্তি চুক্তির আগে দুপক্ষকে জটিল সব সমস্যার সমাধানে একমত হতে হবে। সেটি যতদিন না হচ্ছে, দুপক্ষের এই সংঘাত চলতেই থাকবে।

ইসরায়েল–হামাস সংঘাতে টান পড়বে পকেট

ফজলুল কবির

যেকোনো সংঘাতই জনজীবনে পরিবর্তন আনে। আর সেই সংঘাত যদি যুদ্ধের মাত্রায় হয় এবং একের পর এক গোলার আঘাতে হাজার হাজার মানুষ মরতে শুরু করে, তখন তার প্রভাবের বলয়টা আরও বড় হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে না সাধারণ মানুষও। বিশ্বের যে প্রান্তেই যুদ্ধ হোক না কেন, তার প্রভাব পড়ে সব মানুষের ওপর।

বিশ্ব অনেক দিন ধরেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে নানা অস্থিরতা ও সংঘাতের মধ্যে তাই যখন ইউক্রেন–রাশিয়া যুদ্ধ হাজির হয়, তখন সারা বিশ্বের মানুষের কপালেই ভাঁজ পড়েছে। সে ভাঁজ এখনো আছে। এর মধ্যে গত ৭ অক্টোবর নতুন করে শুরু হয়েছে আরেক যুদ্ধ। মানুষ যথারীতি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে তর্ক করছে, পক্ষ নিচ্ছে, আলোচনা করছে। এটা মানুষ স্বভাব। আর এই করতে করতে সে ভুলে যাচ্ছে যে, যেখানেই যুদ্ধ হোক, তার ব্যয় তার পকেট থেকেই মেটাতে হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো সংকটই আর ঘরোয়া নেই। সংকটও এক বিশ্বায়িত পণ্য, যা মুক্তবাজারের বহুবিচিত্র গলিঘুপচি দিয়ে ঠিকই ঢুকে পড়ে ভেতরমহলে। অনেকটা অজান্তেই থালায় সাজানো খাবারে ভাগ বসায়, পকেটে দেয় টান।

কীভাবে? সহজ উত্তর—বাজারে চোখ বোলান। কী দেখছেন? সবকিছুর দাম বেশি? হ্যাঁ, এটা শুধু আপনি নন, সবারই বাস্তবতা। এ ধরনের চরম অস্থির সময়ে আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অধিকাংশ মানুষকে হিমশিম খেতে হয়। মনে হয় দ্রব্যমূল্যের মুখোশে এক বিরাট পাথর যেন চেপে বসছে বুকের ওপর।

কেন হয় এমন? সোজা বাংলায় ‘অনিশ্চয়তা’। অনিশ্চয়তা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আজকের বাজার অর্থনীতির যুগে এর সবচেয়ে বড় শিকার বাজার। যেকেনো সংঘাতের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা সবার আগে ভর করে বাজারে। অবশ্য বাজারের সব পণ্যের ওপর একসাথে নয়। এখানেও ধারা থাকে। প্রথম আক্রান্তের তালিকায় থাকে জ্বালানি তেল, সোনা ইত্যাদি।

ইসরায়েল–হামাস সংঘাতের প্রথম খবরেই তাই প্রথম অস্থিরতা দেখা দেয় জ্বালানি তেলের বাজারে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার দ্বিতীয় দিনে সৃষ্ট উত্তেজনার জেরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ে। এ ধারা এখনো অব্যাহত। বাণিজ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট লাইভমিন্টের তথ্যমতে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিরতার কারণে সর্বশেষ ১২ অক্টোবরও ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮৭ ডলার ২ সেন্ট হয়েছে, যা আগের দিনের তুলনায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি।

গত মাসে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৯০ ডলার পেরিয়ে যাওয়ার পর আবার কিছুটা কমেছিল। তখনই বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারীরা ঘোষণা দিয়েছিল, সম্মিলিতভাবে তাদের তেল উৎপাদন হ্রাসের সিদ্ধান্ত ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মূলত রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে রাশিয়ার জ্বালানি তেল বিক্রি বাধাগ্রস্ত হলে সৌদি আরবের সাথে দেশটি একটি সমঝোতায় আসে। সমঝোতা অনুযায়ী তারা তেল উৎপাদন কমিয়ে দেয়। এতে বিপাকে পড়ে পশ্চিমা দেশগুলো।

যুদ্ধ বা এ ধরনের সামরিক সংঘাতের সময় আসলে জ্বালানি তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে কম উৎপাদনের পাশাপাশি কাজ করে সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রতিবন্ধকতা। সাথে যুক্ত থাকে নানামাত্রিক ভূরাজনীতি। এতে অবধারিতভাবেই দাম বেড়ে যায় জরুরি এই পণ্যের।

বাজার বিশ্লেষকদের আশঙ্কা হচ্ছে, যে হারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে এবং মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব আর কোথায় পড়ে? যুদ্ধের বা এ ধরনের অস্থিরতার প্রথম ভুক্তভোগীর তালিকায় আরও রয়েছে পুঁজিবাজার ও সোনার দাম। যেকোনো অনিশ্চয়তা প্রথমেই নানা উদ্বেগের ফেরি করে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে পুঁজিবাজারে। যদিও নাসদাকে প্রকাশিত এক নিবন্ধে মুদ্রা বিনিময় ও পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ মার্টিন টিলিয়ার অভয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হামাসের হামলার পরপর প্রভাবশালী কয়েকটি পুঁজিবাজারে দরপতন অন্য কথা বলছে। এটা স্বাভাবিকও। কারণ, মানুষ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে নতুন করে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। সে তখন নিরাপদ বিনিয়োগের রাস্তা খোঁজে। আর ইতিহাস সাক্ষী নিরাপদ বিনিয়োগের কাতারে সবার ওপরে এখনো সোনা।

ফলে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে একদিকে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পুঁজিবাজারে, অন্যদিকে বাড়ে সোনার দাম। মানুষ নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা কিনতে শুরু করে বলে অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী চাহিদা–জোগানের অসাম্য থেকেই দাম বেড়ে যায় পণ্যটির।

এই কেনাকাটার সংকট কোথায়? সংকট হলো—এই কেনাকাটার মধ্য দিয়ে একটা বড় অঙ্কের অর্থ বন্দী হয়ে পড়ে। সোনায় মোড়ানো সেই টাকা অর্থনীতিতে কোনো প্রবাহ তৈরি করে না।

এর সাথে আছে ধাতুসহ সামরিক খাতের জন্য জরুরি বিভিন্ন কাঁচামালের চাহিদা বেড়ে যাওয়া। যুদ্ধ মানেই অস্ত্রের ঝনঝনানি। ফলে আরও আরও বেশি অস্ত্রের উৎপাদন তখন অবধারিত হয়ে পড়ে। অন্য খাত থেকে বিনিয়োগ সরে যেতে থাকে ক্রমেই। ফলে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। আর যুদ্ধ বা আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে সরবরাহ ব্যাহতের বিষয়টি তো রয়েছেই। এই সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতি এক নিদারুণ বাস্তবতা হিসেবে হাজির হয়। এতে যুদ্ধরত বা এর সাথে সরাসরি যুক্ত বিভিন্ন পক্ষগুলো আক্রান্ত হয় বেশি। বিভিন্ন পণ্যের বাজারদর বল্গাহীন ঘোড়ার মতো শুধু ছুটতে থাকে। আর বিশ্বায়নের বদৌলতে এই ঘোড়া ঢুকে পড়ে অন্য দেশগুলোতেও। ফলে আক্রান্তের কাতারে থাকে আসলে সবাই।

তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে এ সম্পর্কিত বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো একের পর এক সতর্কতা দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মুখ্য অর্থনীতিবিদ পিয়েরে অলিভারের কথার দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া যাক। মরোক্কোতে চলতি সপ্তাহে বিশ্বব্যাংকের সাথে যৌথসভায় তিনি বলছেন, ‘বৈশ্বিক অর্থনীতি এই মুহূর্তে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে, ছুটতে পারছে না।’

একই সভায় বিশ্বব্যাংকের প্রধান অজয় বাঙ্গা আরও সোজাসুজি কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, ‘এটি (ইসরায়েল–হামাস সংঘাত) একটি মানবিক সংকট এবং অর্থনীতির জন্য এক বড় ধাক্কা, যা আমরা চাই না।’

এটা কেমন? আগেই বলা হয়েছে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি একটি বড় ইঙ্গিত। সিবিসি নিউজের তথ্য বলছে, হামাসের হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত ব্যারেলপ্রতি ৫ ডলার বেড়েছে। একই সাথে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইসরায়েলের অর্থনীতি। এই ধাক্কা কিন্তু ইসরায়েলে আটকে থাকবে না। এটি ছড়িয়ে পড়বে।

এ বিষয়ে কানাডাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফল ইন্টারন্যাশনাল গভরন্যান্স ইনোভেশন ইন ওয়াটারলুর প্রেসিডেন্ট পল স্যামসন সিবিসিকে বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনো কিছুর প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার উচ্চঝুঁকি থাকে।’

কী রকম প্রভাব? একটু বিশেষজ্ঞ মতের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যাক। মিসরিয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ আল–এরিয়ান বলছেন, ‘যদি এই সংকট আরও বাড়ে এবং এর সাথে আন্তর্জাতিক অন্য পক্ষগুলোও জড়িয়ে পড়ে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতি আরও দুর্বল হবে। ভীষণভাবে বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতির চাপ। সে ক্ষেত্রে বাজারের পক্ষে এর কোনো সমাধান শুধু কঠিনই নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

আর সংঘাত বাড়ার প্রতিটি চিহ্ন তো এখন দৃষ্টিগ্রাহ্যই। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কথা ও কাজে অন্তত তেমন আলামতই মিলছে। ট্যাংকবহর নামানো হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ‘যুদ্ধের নিয়ম মানার’ জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানালেও এরই মধ্যে সব ধরনের সহযোগিতা তাঁর দেশ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে বরাবরের মতো আগুনে ঘি ঢালার কাজটি নিষ্ঠার সাথেই করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত, যা এই সংকটের ডালপালা মেলবার ইঙ্গিতবাহী। কারণ, আমেরিকার আরও বেশি করে যুক্ততা ময়দানে আরেকটি ছায়াযুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে টেনে আনবে নিশ্চিতভাবেই।

ফলে এই সংকট যত গাঢ় হবে, ততই এটি অর্থনীতির ওপর চেপে বসবে। বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতি, যা সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলিয়ে ছাড়বে। কারণ যুদ্ধের মূল্য শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকেই শোধ করতে হয়, সেটা মরেই হোক, আর না খেতে পেয়েই হোক। তাই আসুন আমরা খালি পেটে “জয় যুদ্ধবাবার জয়” বলে গলা চড়ানোর প্রস্তুতিটা এখনই শুরু করে দিই।

প্রিয় কবি রুদ্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রুশা চৌধুরী

তখন স্কুলে পড়ি। নতুন নতুন লেখক, কবিদের চিনতে শুরু করছি। হঠাৎ অদ্ভুত সুন্দর চোখের এক কবির কবিতা পড়লাম, যা নাড়া দিয়ে গেল ভেতরটাকে!

‘চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন করা আর্দ্র রজনী
চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে
আমার না-থাকা জুড়ে।’

জানলাম, মাত্র ৩৪ বছরেই বিদায় নিয়েছেন।

অনেক প্রচার, অপপ্রচার, রটনা, খুব ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মাতামাতি দিয়ে কবি রুদ্রকে ঢেকে রাখার নানা চেষ্টা দেখতাম। একসময় সেই দেখাটা একদম পারিবারিক গণ্ডিতে চলে এল যখন বৈবাহিক সূত্রে তাঁর পরিবারের অংশ হয়ে গেলাম।

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর পরিবারটি ছিল একদম মাটির কাছাকাছি। বাবা মোংলা পোর্টের ডাক্তার ছিলেন, আর মা ছিলেন সেই অঞ্চলের জমিদারের একমাত্র কন্যা। সেই সময়ে কন্যাকে পুত্রের সমতুল্য ভাবার মানসিকতা ছিল সেই পরিবারের। মায়ের বাড়ি মিঠেখালি ছিল তাঁর বেড়ে ওঠার এবং জীবনের অনেকটা সময় কাটানোর স্থান।

কবি ছিলেন ১০ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। একদম গল্প, উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা আদর্শ বড় ভাই যেমন হয়। ভাইবোনদের নখ-চুল কাটা থেকে পড়াশোনা, সুন্দর করে কথা বলা, হাতের লেখা, স্কুলের বাইরের বই পড়া, টেবিল ম্যানার্স—সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

বাবা ছিলেন ডাক্তার আর অত্যন্ত ধার্মিক। বাবার কড়া শাসনের সবটুকুই প্রায় তিনি একাই সহ্য করেছিলেন। বাবার দেওয়া সনাতন নাম ‘মুহম্মদ শহিদুল্লাহ’র আগে ‘রুদ্র’ যোগ করে নিজে যেমন বদলে নিয়েছিলেন নিজের নাম, তেমনি সব ভাইবোনেরটাও বদলে দিয়েছিলেন তিনিই। যেমন ‘আবদুল্লাহ’ থেকে ‘আবীর আব্দুল্লাহ’, ‘সারাফাত’ থেকে ‘সুমেল সারাফাত’, ‘মরিয়ম’ থেকে ‘মেরী’।

নিজে যখন ঢাকায় গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই একেকজন ভাইবোনকে মফস্বল শহর থেকে ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট ভাইকে বাবা যখন মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে চেয়েছেন, তিনি যুদ্ধ করে তা প্রতিহত করেছিলেন।

কবির জীবনের আরেকটা বড় বিষয় আছে তা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ। হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে পোর্ট এলাকার একমাত্র ডাক্তার রুদ্রের বাবা শেখ ওয়ালিউল্লাহকে ধরে নিয়ে যায়। সে সময় ১৫ বছরের রুদ্রকে তাঁর শয্যাশায়ী মা কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেননি। এই যন্ত্রণা তাঁর বিভিন্ন লেখায় বারবার খুঁজে পাই। তবে আজ শুধু পারিবারিক রুদ্রের কথাই বলছি।

সেই অবরুদ্ধ সময়ে রুদ্র তাঁর পিঠাপিঠি বোন বীথিকে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র শুনতেন, স্লোগান দিতেন, পড়তেন ডায়েরির পাতায় বোনের লেখা যুদ্ধ দিনের কথা, গোপনে সাহায্য করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। দেশ স্বাধীনের খবর পেয়ে তিনি ভাইবোনদের নিয়ে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছিলেন।

পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজকে তিনি নানান কাজে উৎসাহিত করতেন, তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন।

জীবনের একটা সময় বিচ্ছেদ, ভালোবাসা, নানান দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি মিঠেখালি গ্রামে অনেকটা সময় কাটান। পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজকে তিনি নানান কাজে উৎসাহিত করতেন, তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। অসম্ভব সাহসী রুদ্র, সেই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত আজহারকে একা মেরে শায়েস্তা করেছিলেন।

নিভৃতে বসে সবার প্রিয় ‘কবি সাহেব’ তৈরি করেছিলেন গানের দল ‘অন্তর বাজাও’। তারা আজও ভরা পূর্ণিমায় গান গায়, স্মরণ করে সেই অভিমানী কবিকে।

হাসপাতাল থেকে সুস্থতার ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে, পরের দিন ভোরেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন না-ফেরার দেশে। এই দুঃসহ কষ্ট আজও বয়ে বেড়ায় তাঁর পরিবার।

সেই অসম্ভব মায়াবী চোখের কবি আজও তাঁর প্রতিটি ভাইবোনের মাঝে মিশে আছেন। কারও কথায়, কারও সাহসে, কারও লেখনীতে, কারও ভালোবাসার শক্তিতে আর প্রত্যেকের চেহারায় ও মনে তিনি আছেন। তাঁর লেখার মতোই বলতে হয়:

‘আমি টের পাই,
মাঝরাত্রিতে আমাকে জাগায় স্মৃতি...’

রুদ্রদাও তাঁর তীব্র শক্তিশালী ভালোবাসার স্মৃতি দিয়ে তাঁর পরিবারটিকে বেঁধে রেখেছেন। নিজের সন্তান নেই তাতে কী! তাঁর ভাইবোনেরা আছে, তাদের সন্তানেরা আছে। তাদের সবার চোখে সেই মায়া, যেই মায়া একসময় রুদ্রের চোখে খেলা করত।

এক আশ্চর্য, সাহসী আর ভালোবাসায় ভরা কবির জন্মদিন গেছে। তাঁকে অনিঃশেষ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাই তাঁর সেই অবিস্মরণীয় গানের কলির মধ্য দিয়ে:

‘ভালো আছি ভালো থেকো
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো
দিও তোমার মালাখানি
বাউলের এই মনটারে...’

রুশা চৌধুরী, আবৃত্তি শিল্পী

বিভক্ত বিশ্ব : রক্তাক্ত ফিলিস্তিন

ইব্রাহীম চৌধুরী

আবারও বৈশ্বিক রাজনীতির খেলার মাঠ হয়ে উঠেছে প্যালেস্টাইন। রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠা পক্ষগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছে। আমেরিকা সহ বিশ্বের শক্তিধর পশ্চিমা মোড়লরা সরাসরিই ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ইরান সহ বৈশ্বিক রাজনীতির কিছু চেনা দেশ দাঁড়িয়েছে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে। পরিস্থিতিত ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। রক্তের বন্যায় ইতিহাসের পাতা ভেজানোর সব আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের আর্ত চিৎকার ক্রীড়নকদের পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সশস্ত্র সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভেতরে নজিরবিহীন হামলা চালায়, নারকীয় এ হামলার পর ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা শুরু করে। গত শতাব্দী থেকে ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের চলমান উত্তেজনা পুনরায় রূপ নিয়েছে যুদ্ধে। দ্রুতই সমগ্র বিশ্ব দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র একমুহূর্ত বিলম্ব না করেই ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ করছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইল সফর করে কাঁধে হাত রেখে পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের স্থল অভিযানের ফলে প্রচুর বেসামরিক মানুষ হতাহত হতে পারে, যা হবে 'একেবারেই অগ্রহণযোগ্য'। পুতিন বলেছেন, হামাসের অভূতপূর্ব হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তিনি দ্রুত অস্ত্রবিরতি কার্যকর এবং পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। পুতিন বলেন, 'রাশিয়া গঠনমূলকভাবে সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে প্রস্তুত।' রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত অবসানে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে এগোনো উচিত। এতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মিখাইল বাগদানভ আজ মস্কোয় নিযুক্ত লেবানিজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বর্তমান সংকট নিয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বৈঠকে লেবানন ও ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে এই সশস্ত্র হামলা ছড়িয়ে পড়া হবে একেবারে অগ্রহণযোগ্য। এতে মানবিক সংকট দেখা দেবে এবং ফিলিস্তিন থেকে দলে দলে শরণার্থীর স্রোত দেখা দেবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। হামাসের হামলার পরপরই বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে ইসরায়েলের প্রতি তাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন। ইসরায়েলের সমর্থনে বিমান বহনকারী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড ও মিসাইল ক্রুজার যুদ্ধবিমান ও চারটি মিসাইল বিধ্বংসী যান ইসরায়েলের কাছে ভুমধ্যসাগরে পাঠানো হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ইসরায়েলকে আরও অস্ত্র সহায়তা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বৃহস্পতিবার ইসরায়েলে যান। ব্লিঙ্কেনের পরিস্কার বার্তা হল, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে রয়েছে- সেটা আজ, আগামীকাল এবং ভবিষ্যতেও। ব্লিঙ্কেন কোন যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাননি। বরং তিনি হামাসের বিরুদ্ধে জোরদার এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দেবে বলে জানিয়েছেন।

ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইরানের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনের ওই সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। হামলার সাথে নিজেদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে ইরান। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি বলেছেন, "এই বিপর্যয়ের জন্য ইহুদিবাদী শাসকদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড দায়ী।" ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দোল্লাহিয়ান সাম্প্রতিক এই সহিংসতাকে 'বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা অপরাধ আর হত্যার সমুচিত প্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়ে শনিবার তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করেছেন।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চীন নিজেদের নিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। দেশটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। চীন সরাসরি কোন পক্ষ সমর্থনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়নি। তবে তারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে 'শান্ত' থাকতে এবং শিগগির যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানায়। মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিশেষ দূত ঝাই জুন এরই মধ্যে মিশরকে প্রস্তাব দিয়েছেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিরসনের জন্য চীন মিশরের সাথে সমন্বয় করে মধ্যস্থতা করতে চায়। ফিলিস্তিনে ক্রমশ অবনতি হতে থাকা নিরাপত্তা ও মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে মি. জুন বলেছেন, "ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা অপরিহার্য।"

» ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাজ্যের অবিচল সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। হামলার পরদিন মি. সুনাক ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে টেলিফোনে আলাপকালে বলেছেন, ব্রিটেন "দ্ব্যর্থহীনভাবে" ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্ব যেন এক সুরে কথা বলে সেজন্য কাজ করছে লন্ডন।

বেইজিংয়ের ইসরায়েলি দূতাবাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ইউভাল ওয়াকস বলেছেন, তার দেশ চীনের কাছ থেকে হামাসের বিরুদ্ধে "কঠোর নিন্দা" আশা করছিল। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তারা শুরু থেকেই ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে।

সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকার কথা জানিয়েছেন। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে ফোনালাপে যুবরাজ মোহাম্মদ বলেন, তার দেশ "ফিলিস্তিনি জনগণের একটি স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার রক্ষা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সবসময় তাদের পাশে থাকবে।," হামাসের হামলার পর এক বিবৃতিতে সৌদি আরব এই উত্তেজনার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে। সৌদি আরব বলেছে এটি "ফিলিস্তিনে অব্যাহত দখলদারিত্ব, সেখানকার মানুষদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং এর তাদের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর বারবার আঘাতের কারণে সেখানকার পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।"

ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাজ্যের অবিচল সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। হামলার পরদিন মি. সুনাক ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে টেলিফোনে আলাপকালে বলেছেন, ব্রিটেন "দ্ব্যর্থহীনভাবে" ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্ব যেন এক সুরে কথা বলে সেজন্য কাজ করছে লন্ডন। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানাতে বুধবার দেশটিতে সফর গিয়েছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব জেমস ক্লিভারলি। ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের জন্য যুক্তরাজ্য সমর্থন দেবে বলে তিনি জানান। লন্ডনে ইহুদিদের প্রার্থনালয় সিনাগগে সুনাক তার বক্তব্যে বলেন, 'যারা হামাসকে সমর্থন করে তারা এই ভয়াবহ হামলার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তারা যোদ্ধা নয়, তারা সন্ত্রাসী।'

গাজায় ইসরায়েল যেভাবে বিমান হামলা চালাচ্ছে সেটিকে 'গণহত্যা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। এরদোয়ান বলেন, হামাস ইসরায়েলে যে হামলা চালিয়েছে সেটির জবাবে ইসরায়েল মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করছে গাজায়। এর আগে মি. এরদোয়ান বলেছিলেন, ইসরায়েলের সমর্থনে আমেরিকা যেভাবে বিমানবাহি রণতরী পাঠিয়েছে সেটি গাজায় 'গণহত্যা' উস্কে দেবে। তিনি সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়ে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের ওপর জোর দেন।তার দেশ ইসরায়েল ও গাজার সংঘাতে মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি।

ফিলিস্তিনের গাজায় রক্তপাতের জন্য এবং ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সাথে বিরোধ ঘনীভূত করার পেছনে ইসরায়েলকে দায়ী করেছে উত্তর কোরিয়া। তারা বলেছে, ইসরায়েলের একের পর এক অপরাধমূলক পদক্ষেপের কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছে পিয়ংইয়ং।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন । নরেন্দ্র মোদী তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করেন, "ইসরায়েলে সন্ত্রাসী হামলার খবরে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত..এই কঠিন সময়ে আমরা ইসরায়েলের পক্ষে আছি"। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপে মি. মোদী পুনরায় বলেন, এই কঠিন সময়ে ভারতবাসী দৃঢ়ভাবে ইসরায়েলের পাশে রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরোধিতা করেছে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

এক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত যে সম্পূর্ণ আলাদা, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তারই ইঙ্গিত বহন করে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজায় ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "ফিলিস্তিনের উপর যে বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েল, তা বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মহলকে বলবো, এখনই উদ্যোগ নিন।" পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে যুদ্ধবিরতি এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন উভয়কে সংযত হতে এবং নিরীহ মানুষদের ক্ষতি এড়াতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাই।"ইসরাইলকে সমর্থন করে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানির নেতারা।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে ফোনে কথোপকথনের পর এসব দেশের যৌথ বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হামাসের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনও যৌক্তিকতা নেই, কোনও বৈধতা নেই এবং অবশ্যই সর্বজনীনভাবে এই হামলার নিন্দা করা উচিত।'

চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য এককভাবে ইসরায়েলকে দোষারোপ করেছে কাতার এবং কুয়েত। সহিংসতার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে মিশর সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশ দু'টি।

ইসরায়েলের যুদ্ধের নৈতিকতা কোথায়

ড. মঞ্জুরে খোদা

হামাসের হামলার পর ইসরায়েল অত্যন্ত কঠোর ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সপ্তাহজুড়ে হামলায় তারা গাজা শহর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখানে তারা পোড়ামাটির নীতি গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে দুই পক্ষে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। হামাসের হাতে আটক আছে শতাধিক ইসরায়েলি। এর মধ্যে ৯৭ জনের পরিচয় জানা গেছে। গাজা এখন এক জ্বলন্ত শ্মশান। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তি হামাসকে শায়েস্তা করতে রণতরি পাঠানোসহ নানাভাবে ইসরায়েলকে সহযোগিতা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'আমাদের হৃদয় দুমড়েমুচড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের সংকল্প পরিষ্কার, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে। হামাস একটি সন্ত্রাসী দল, তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।'

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কি হামাস অনেক বড় শক্তি? গাজা সীমান্তে লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তিন লাখ রিজার্ভ সেনার ডাক পড়েছে। বিভিন্ন দেশে থাকা ইসরায়েলি সৈন্যদের বিশেষ ফ্লাইটে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এত আয়োজন তৎপরতা কী ইঙ্গিত করে? মাত্র কয়েক হাজার হামাস যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়তে আমেরিকাকে নৌবহর পাঠাতে হলো কেন? সেটা কি ইসরায়েলের প্রতিবেশী দেশগুলোকে চাপে রাখার জন্য এই বাড়তি প্রস্তুতি ও মহড়া? ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রত্যেক হামাস সদস্যের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছেন। হামাস যোদ্ধারাও মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়ছে।

বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নানাভাবে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, এই সংঘাত ও অবস্থার জন্য আমেরিকার ভুল নীতি দায়ী। তিনি আবারও দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ফর্মুলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। চীন-ইরান-সৌদি আরব-তুরস্ক হামাসের পক্ষে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্বে স্পষ্টত বিশ্ব ক্ষমতাধর শক্তি দুটি শিবিরে বিভক্ত।রাশিয়া অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করে অর্থপূর্ণ সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে।

হামাসের এই আক্রমণের সঙ্গে ইসরায়েলের প্রতিদিনের আচরণ ও ঐতিহাসিক অনেক বিষয় যুক্ত। তাকে পাশ কাটিয়ে এই আলোচনা হবে খণ্ডিত। ফিলিস্তিনিরা যুগ যুগ ধরেই ইসরায়েলের হাতে নির্যাতন ও বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে। তারা তাদের স্বজনদের হারাচ্ছে। লাশ, পঙ্গুত্ব, গোলাবারুদ, বন্দিত্ব নিয়ে জীবন পার করছে। ইসরায়েলকেও বুঝতে হবে স্বজন হারানো ও বঞ্চনার যন্ত্রণা কী, তার পরিণতি কী হতে পারে।

হামাসের যোদ্ধাদের এই হামলার অনেক মূল্য দিতে হবে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পশ্চিমা শক্তির সমর্থনপুষ্ট ইসরায়েলের কাছে হামাস তেমন কোনো শক্তি নয়। তবে অত্যন্ত সীমিত শক্তি নিয়ে হামাস এবার যা করেছে তা অভাবনীয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা অনেক সেনা কর্মকর্তা ও বিদেশি নাগরিকদের নিজেদের কবজায় নিয়েছে। সেটা ইসরায়েলের সঙ্গে একটা শক্ত দর-কষাকষির জায়গা তৈরি করবে হয়তো, তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। অতীতে ইসরায়েলের বন্দী সেনা গিলাদ শালিতের বিনিময়ে তারা এক শ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্ত করতে পেরেছিল। তবে ইসরায়েল এবার গাজা অবরোধ তুলে নেওয়ার সঙ্গে বন্দীদের মুক্তির শর্ত জুড়ে দিয়েছে। এই শর্ত হামাসকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাদের একটা বড় শক্তির জায়গা দুর্বল করে দিয়েছে। কেননা গাজায় এখন খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি অবশিষ্ট নেই। এই তীব্র মানবিক সংকট মোকাবিলার কৌশলও তাদের বের করতে হবে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের বিষয়টা ধর্মের নয়। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ ঔপনিবেশিকতার। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রচারমাধ্যমে প্রতিনিয়তই একে ধর্মীয় বিরোধ-সংঘাত হিসেবেই প্রচার করা হয়। ফিলিস্তিনে শুধু মুলমানেরাই থাকে না, সেখানে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীও বাস করে। এই আন্দোলনের মূল দিক হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার। যেমন ভারতবাসী একদা ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। বিষয়টা তেমনই। সেখানে ধর্মের কোনো বিষয় ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই সেখানে ধর্মের প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। ইসরায়েল তৈরি হয়েছে ইউরোপের ঔপনিবেশিক চরিত্র ও স্বার্থের কারণে। জায়নবাদী আন্দোলনের ফলে এই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ছোট শহর গাজায় বাস করে ২৩ লাখ মানুষ। গাজা সীমান্তের ৩০০ মিটারের মধ্যে এর বাসিন্দারা চলাফেরা করতে পারে না। তাদের জন্য বরাদ্দ জলাসীমার মাত্র ৫০ ভাগ তারা ব্যবহার করতে পারে। বেকারের সংখ্যা বিশ্বের সর্বাধিক। ষাট ভাগের বেশি মানুষ (৬২ শতাংশ) খাদ্যসংকটে থাকে। তাদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। গাজার ৭৮ শতাংশ পাইপের পানি মানুষের খাবার ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত। প্রতিনিয়ত বোমা হামলা করে তাদের পানির সরবরাহ লাইনকে বিষাক্ত করে ফেলা হয়েছে। সেখানে দিনের ১১ ঘণ্টা কোনো বিদ্যুৎ থাকে না। একটি মাত্র পাওয়ার প্ল্যান্ট, যেটি ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। সেটাকেও প্রতিনিয়ত বোমা মেরে অকেজো করে দেওয়া হয়, ধ্বংস করা হয়।

জাতিসংঘের হিসাবে বর্তমানে ৬০ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থীর তালিকায় নিবন্ধিত। এই বহুবিধ সংকট ও মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে থাকা গাজাবাসীকে ঘিরে আছে ইসরায়েলের বর্বর ও অমানবিক সেনারা। এক দশক আগে দ্য গার্ডিয়ান এসব তথ্য প্রকাশ করে। গাজার এমন পরিস্থিতির কথা ২০১০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনও স্বীকার করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, গাজা হচ্ছে একটি ছাদখোলা বৃহত্তম কারাগার। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক একটি প্যানেলও গাজা উপত্যকায় আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলেছে।

বলা হচ্ছে, হামাস বিনা উসকানিতে ইসরায়েলে হামলা করেছে। বিষয়টা কি তাই? এগুলোই পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা। ইসরায়েল সেখানে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় গাজাবাসী ও ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তাদের ওপর নির্যাতন করছে, সেগুলো কি ইসরায়েলিদের উসকানি নয়? তাহলে কীভাবে বলা হয়, বিনা উসকানিতে হামাস তাদের ওপর হামলা করেছে?

ইসরায়েল প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করছে। শত শত ফিলিস্তিন কিশোর, যুবককে জেলে পুরছে, গুম-খুন করছে। অন্যান্য বছরের কথা বাদই দিলাম, শুধু ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে হামাসের এই হামলা পর্যন্ত ইসরায়েল তিন শতাধিক সাধারণ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। যার মধ্যে পঞ্চাশের অধিক ছিল শিশু। তাহলে কীভাবে বলা হয় যে বিনা উসকানিতে ইসরায়েলের ওপর হামলা করা হয়েছে?

তাহলে তারা কী চায়? ফিলিস্তিনিরা কি কোনো প্রতিরোধ না করে তাদের হাতে মার খাবে, মৃত্যুবরণ করবে? প্রতিরোধ করলেই যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইউক্রেন বাহিনীও সন্ত্রাসী। ইউক্রেনের ভূমি দখল করে রাশিয়া কোনো অন্যায় করেনি, তাই কি? ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন বলেছেন! হামাস যদি ইসরায়েল আগ্রাসন প্রতিরোধের কারণে সন্ত্রাসী হয় তাহলে তারা কী?

ফিলিস্তিনিরা যেটুকু টিকে আছে প্রতিরোধের কারণেই, না হলে ইসরায়েল ব্ল্যাক হোলে এত দিনে তারা বিলীন হয়ে যেত। সমস্যা হচ্ছে, হামাস হামলা বা প্রতিরোধ করলে ইসরায়েলের পক্ষে পশ্চিমা মিডিয়া সরব থাকে কিন্তু ইসরায়েল হামলা করলে পশ্চিমা মিডিয়া নীরব থাকে। সে জন্য বলি, এখানে হামাসের হামলাকে সমর্থন-বিরোধিতার বিষয় নয়। কী ঘটছে, কেন ঘটছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে অবিচার-নির্যাতন করছে, এসব প্রতিরোধ তার সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

লেখক-গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক; সমন্বয়ক, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, কানাডা

জন্মের পাপ ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন অসমাপ্ত যুদ্ধ

চিররঞ্জন সরকার

এ যেন মৃত্যুরই উৎসব। প্রতিদিন অকাতরে শয়ে শয়ে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে হামাসের হামলা এবং ইসরায়েলের প্রত্যাঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিন হাজারেরও বেশি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এর আগে ইসরায়েলের তরফে জানানো হয়েছিল, হামাসের হামলায় তাদের এক হাজারেরও বেশি নাগরিক মারা গেছে। গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়, ৮৩০ জন বাসিন্দা ইসরায়েলি হামলায় মারা গেছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে চলেছে। গত শনিবার থেকে গাজায় ঘরছাড়া ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ জন। তাঁরা এখন আশ্রয় নিয়েছেন জাতিসংঘের আশ্রয় শিবিরগুলিতে। তাঁদের মধ্যে তিন হাজার মানুষ ইসরায়েল-হামাসের সংঘর্ষের কারণে আগে থেকেই ঘরছাড়া।

আমরা জন্মের পর থেকেই ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের কথা শুনছি। এখনো চলছে সেই যুদ্ধ। গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর ভূগোল পাল্টে গেলেও বদলায়নি ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলি বৈরিতা। কমেনি ইসরায়েলিদের প্রতি ফিলিস্তিনিদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকে জন্ম নেওয়া হিংসা।

প্রতিনিয়ত হামলা-নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলের প্রতি ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। মানুষকে জোর করে অবরুদ্ধ রাখলে, নিপীড়ন চালালে এক সময় তার বিস্ফোরণ ঘটে। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে হামলা ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভেরই অনিবার্য প্রকাশ। ইসরায়েলে ক্ষমতাসীন নেতানিয়াহু সরকারের আমলে গাজাসহ ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর লাগাতার সামরিক আক্রমণের উত্তরে বহু দিন ধরে পরিকল্পিত এমন হামলা।

এ হামলা ফিলিস্তিনিদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চিতভাবেই সমুচিত জবাব দেবে ইসরায়েল, যাতে আরও বহু নিরীহ ফিলিস্তিনির প্রাণ যাবে। ইতিমধ্যে যার আলামত শুরু হয়ে গেছে। খর্ব-শক্তির ফিলিস্তিনের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তিধর (অঘোষিত) ইসরায়েলের এই সংঘাত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের মধ্যে এই সংঘাতের অবসান কবে হবে? আর কত নিরীহ প্রাণ বলি হবে?

ইতিহাসের দিকে ফিরলে আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৮-এ ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকেই তা ফিলিস্তিন তথা আরব দুনিয়ার সঙ্গে (মার্কিন ও ন্যাটোর মদতে) বারবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়েছে। অথচ বিশ শতকের প্রথমদিকেও ফিলিস্তিন ও ইহুদি জাতিসত্তার আন্দোলনের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। ১৯২০ সালের ফ্রান্স-সিরিয়া যুদ্ধে সিরিয়ার পরাজয়ের পর এই শান্তি ক্রমশ বিঘ্নিত হতে শুরু করে। ফিলিস্তিনি জাতিসত্তার আন্দোলনের এই পর্বের অন্যতম রূপকার হজ আমিন আল হুসেইনি ফিলিস্তিনি আরবদের নিজস্ব দেশের দাবিকে সামনে নিয়ে আসেন।

এই সময়েই ইউরোপে ফ্যাসিস্টদের ইহুদি বিতাড়ন ও নিপীড়নের অধ্যায় শুরু হলে তারা ফিলিস্তিনে চলে আসতে থাকে। ফিলিস্তিনে বাড়তে থাকা ইসরায়েলি জনসংখ্যার চাপের পরিপ্রেক্ষিতে আরব ফিলিস্তিনিদের নিজেদের দেশের দাবি সংকটজনক হয়ে উঠছে বিবেচনা করে আমিন হুসেইনি ইহুদি জাতিসত্তার আন্দোলনকে আরব ফিলিস্তিনি জাতিসত্তার আন্দোলনের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেন।

বিভিন্ন আরব দেশে আরব ফিলিস্তিনি জাতিসত্তার আন্দোলনের সমর্থন তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ফিলিস্তিনি ইহুদি ও ফিলিস্তিনি আরবদের মধ্যে বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজুড়ে জার্মানিসহ নাৎসি ও ফ্যাসিস্টদের দ্বারা বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যাপক ইহুদি বিতাড়ন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ইউরোপের অনেক দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে তিনভাগ করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার একটি হবে আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও আলাদা অঞ্চল হিসেবে থাকবে জেরুজালেম, যে ঐতিহাসিক শহর ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম– এই তিন ধর্মেরই মানুষদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান।

এই ঘোষণার পরদিন থেকেই আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ইসরায়েলের বর্তমান আগ্রাসী ভূমিকা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে

» ১৯৪৮-এ যুযুধান দুই পক্ষ (ইসরায়েল ও ব্রিটেন) এখন এক টেবিলে খায়। জিওপলিটিক্সের গতি মেসি-নেইমারের ডজের মতোই চপল। এই ডান দিক তো এই বাঁ দিক। কেউ কারও স্থায়ী শত্রু নয়, কেউ কারও স্থায়ী বন্ধু নয়। যে আমেরিকা একদিন ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছিল, আজ তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে অন্য দেশে বোমা ফেলে। তবে ব্রিটিশদের হাতে রোপিত বিষবৃক্ষগুলো এখন আমেরিকার পরিচর্যায় মহিরুহে পরিণত হয়েছে।

ভাবিয়ে তুললেও এই রাষ্ট্রটির জন্ম-ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে সংকটের বীজ। বিস্ময়কর হচ্ছে, ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় মিত্র আমেরিকা কিন্তু ইসরায়েলের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল।

ব্রিটিশরা ইসরায়েল ছাড়ার দুদিন আগেও (মানে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার দুদিন আগে) আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং স্টেট সেক্রেটারি জর্জ মার্শাল ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। ইসরায়েলকে মেনে নিতে চাইছিলেন না মার্শাল। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছিলেন, ইসরায়েলের জন্ম হলে অশান্ত হবে মধ্যপ্রাচ্য। যুদ্ধ হবেই।

এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনে অবস্থানরত ব্রিটিশদের আর মাত্র দুদিন হাতে ছিল (১৪ মে, ১৯৪৮)। এ সময় বেন গ্রুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে দূত পাঠালেন ইসরায়েলের স্বীকৃতির জন্য। ট্রুম্যান ইহুদি ভোটব্যাংকের কথা বিবেচনা করে ইসরায়েলের স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। মার্শাল এসব শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ট্রুম্যানের কাছে জানতে চাইলেন, আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ তিনি চাইছেন কি না। ট্রুম্যান এত কিছু শুনলেন না। তিনি জানিয়ে দেন, আমেরিকা ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে।

সবার আগে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় স্টালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সব কমিউনিস্ট দেশ। শুধু তাই নয়, প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, যেটাতে হারলে ইসরায়েল শেষ হয়ে যেত, সেই যুদ্ধে ইসরায়েলকে অস্ত্র সাহায্য করে চেকোশ্লোভাকিয়াসহ সোভিয়েত ব্লক। আমেরিকা তখন ইসরায়েলের ওপর 'অবরোধ' চাপিয়েছিল। তবে ইসরায়েল গঠনের মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং ওখানকার ইহুদি লবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের যেসব অংশ অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তা ব্রিটিশদের করায়ত্তে আসে। এর মধ্যে একটা ছিল ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন।

১৮৯৭ সাল থেকেই ইহুদিরা চেয়েছিল নিজেদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

১৯১৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের সেনাদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে ব্রিটেন। তখন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য সহায়তা করবে। ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোর বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ইহুদি আন্দোলনের নেতা ব্যারন রটস চাইল্ডকে। এতেই সেই বিতর্কিত 'ন্যাশানাল হোম ফর জুয়িশ পিপলের' কথা আছে।

১৯৪৮-এর অনেক পরের কথা। এর মাঝে দফায় দফায় বড় সংখ্যায় ইহুদি অভিবাসন হয়েছে ফিলিস্তিনে, ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে। এতে ওই অঞ্চলের জনসংখ্যার হিসাব বদলেছে এবং আরব-ইহুদি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হিটলার জার্মানি থেকে এই অভিবাসন উৎসাহিত করেছিলেন, জায়নিস্ট ফেডারেশন অব জার্মানির সঙ্গে হাভারা চুক্তি করে। এতে কথা হয়েছিল ইহুদিরা যদি জার্মানিতে তাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে ফিলিস্তিনে চলে যায়, তার পরিবর্তে তারা ওইসব জিনিসের ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে ফিলিস্তিনে বসে, ঠিক জার্মান রপ্তানি পণ্যের মতো।

ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য কে আসলে দায়ী, এই আলোচনায় উল্লিখিত ভূমিকাটা বাদ দিলে আসল ব্যাপারটা হারিয়ে যায়। এর পর ভলগা-যমুনায় বহু জল গড়িয়েছে। ১৯৪৮-এ যুযুধান দুই পক্ষ (ইসরায়েল ও ব্রিটেন) এখন এক টেবিলে খায়। জিওপলিটিক্সের গতি মেসি-নেইমারের ডজের মতোই চপল। এই ডান দিক তো এই বাঁ দিক। কেউ কারও স্থায়ী শত্রু নয়, কেউ কারও স্থায়ী বন্ধু নয়। যে আমেরিকা একদিন ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছিল, আজ তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে অন্য দেশে বোমা ফেলে। তবে ব্রিটিশদের হাতে রোপিত বিষবৃক্ষগুলো এখন আমেরিকার পরিচর্যায় মহিরুহে পরিণত হয়েছে।

এটা স্পষ্ট আরব ফিলিস্তিনিদের জাতিসত্তার পূর্ণ মর্যাদা ছাড়া এই চলমান যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের কোনো স্থায়ী সমাধান নেই। ইসরায়েল মার্কিন ন্যাটো অক্ষ কিছুতেই স্বাধীন ভূখণ্ড ও জাতিসংঘে সদস্যপদসহ আরব ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘকালের ন্যায্য দাবিকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই প্রত্যাখ্যানই সশস্ত্র আক্রমণের দিকে ফিলিস্তিনিদের ঠেলে দেয় এবং একে অজুহাত করে ইসরায়েল ন্যাটো মার্কিন অক্ষের সমর্থনে পাল্টা হামলা চালায়।

বস্তুতপক্ষে, ইসরায়েলের মধ্য দিয়ে আরব দুনিয়ায় মার্কিন অক্ষ নিজেদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কৌশল হিসেবেই ইসরায়েল–ফিলিস্তিন সংঘর্ষকে জিইয়ে রেখেছে। তবে এবার যেভাবে দুপক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পথে এগোচ্ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ তার ধামাধারী গোষ্ঠী যেভাবে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন, তাতে রক্তক্ষয়ের নয়া পর্বের সূচনা হতে পারে এই এলাকায়! যুদ্ধবাজ স্বার্থান্ধ 'উন্মাদ'দের কারণে মানবজাতিকে আর কতবার রক্তগঙ্গায় ভাসতে হবে, এটাই প্রশ্ন!

ফ্যান্টাসি

পল্লব খন্দকার

মানুষের মনকে বাঁধার কোন উপায় নেই। অসম্ভব সব ফ্যান্টাসিতে কে কখন কিভাবে ভাসবে তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব না। এটা যে কাউকে নিয়ে যে কোন বয়সে ঘটতে পারে। ফ্যান্টাসির জগত খুবই বিচিত্র, সেখানে কোন নিয়ম মানা যায় না। কমবেশি নারী পুরুষ সকলেই ফ্যান্টাসি বা অলীক স্বপ্নে ভাসে, ভেসে এক ধরনের সুখ পায়। এই সুখ সে নিজে নিজেই নেয়, যাকে কল্পনা করে সুখ নিচ্ছে তাকে কখনো হয়তো জানতেও দেয় না। কেউ হয়তো অগাধ সম্পদের কল্পনা করে, কেউ দেশ বিদেশ ভ্রমণের, কেউবা শুধুই প্রেম।

তবে এমন কিছু মানুষ আছে যারা শুধুই যৌন চিন্তা করে ফ্যান্টাসির মানুষটাকে নিয়ে। কল্পনায় সেই নারী বা পুরুষটিকে সে হাজারবার সম্ভোগ করে নানানভাবে, নানান কল্পনা করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে মনের ভিতর যাকে নিয়ে এতো খুল্লাম খুল্লোম চিন্তা, তার সামনে গিয়ে সে ভিজে বেড়াল হয়ে যায়। ফলে যে তার ফ্যান্টাসি জগতের নায়ক বা নায়িকা, সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না চব্বিশ ঘন্টা কেউ একজন তাকে নিয়ে যৌন কল্পনায় মেতে আছে। এসব ক্ষেত্রে খুব কমই বাস্তবে রূপ পাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে ফ্যান্টাসিতে ভোগে সে এই অনুভবকে বাস্তবের মতোই উপভোগ করে। সবই যেন সত্যি এমন অনুভূতিতে শতভাগ কল্পনাকে একান্তভাবে নিজের করে নেয়। এ সত্যি এক আজব দুনিয়া, সেখানে কেউ কিছুতে বাঁধা দেয় না, যা খুশি করা যায়, কল্পনার রঙ লাগিয়ে ইচ্ছেমত ভালোলাগায় নিজের সব কষ্ট মুছে ফেলা সম্ভব। তবে অনেক সময় কেউ কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হতে পারে, তখনি বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ফ্যান্টাসিকে কল্পনার জগতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, নাহলে তার ফলাফল ভালো হয় না।

নারীদের নিয়ে ফ্যান্টাসিতে সবচেয়ে বেশি ভোগে সদ্য যৌবনে পা দেয়া কিশোর বয়সীরা, বয়স বারো থেকে পনেরো বা কুড়ি হতে পারে বড়জোর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বয়সে বড় একজন আত্মীয়া সম্পর্কীয় নারীর শরীরের প্রেমে পড়ে। দিনরাত তাকে নিয়ে কল্পনায় ভেসে যায়, ইচ্ছেমতো তাকে আদর করে, যৌনতা উপভোগ করে। লুকিয়ে দেখে, কাপড় বা আন্ডারওয়্যার নিয়ে শুঁকে দেখে, উত্তেজিত হয়ে হস্তমৈথুন করে। এগুলো সে কাউকেই বলে না, এমন সম্পর্কের কাউকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভাসে, যে বলার কোন উপায়ও থাকে না। অথচ সবার কাছেই সে হয়তো অত্যন্ত লাজুক বা ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত থাকে। এ পর্যন্ত থাকলে কোন সমস্যা হয় না। কেউ যদি মনে মনে যা খুশি তা কল্পনা করে কিন্তু তা গোপন রাখতে পারে তাহলে তো অন্য কারো ক্ষতি হচ্ছে না। যাকে নিয়ে আজবাজে কল্পনা করছে সে তো আর জানছে না, তাই মনের লাগাম শক্ত রেখে ফ্যান্টাসিতে ভাসা একেবারে মন্দ কিছু নয়।

আমি পরিচিত একজনের কিছু কিছু ফ্যান্টাসির ঘটনা জেনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সে একেক মৌসুমে একেকজন নারীকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভাসতো, বয়সে সে ছোট কিম্বা বড় কোনকিছুই বিবেচনা করতো না। তার জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কল্পনায় বিভিন্ন বয়সী নারীদের সাথে যৌন মিলন করা। অথচ সবার কাছে সে খুবই ভদ্র, ধার্মিক ও মার্জিত। এমন অসম্ভব ফ্যান্টাসিতে ভেসেও সে কিভাবে সবার কাছে ভালো থেকেছে, সে এক রহস্য বটে। প্রিন্সেস ডায়ানা থেকে শুরু করে ঐশ্বরিয়া, শিল্পা শেঠী, মাধুরী দিক্ষিত কেউই বাদ যায় না তার ফ্যান্টাসির জগত থেকে। প্রতিদিন কাজের ফাঁকে অথবা ঘুমানোর আগে সেই নারীকে নিয়ে সে প্রেমের কল্পনায় ভেসে যেতে আনন্দবোধ করে। ঘুম আসতে দেরি হলে নির্দোষ প্রেমের দৃশ্য থেকে যৌনতা পর্যন্ত পৌঁছায়। সেই যৌনতা আবার প্রচলিত পদ্ধতিতে চলে না, গভীর প্রেম কাহিনী অথবা অপ্রচলিত রগরগে যৌন কল্পনায় চলতে থাকে। সেই ব্যক্তিটি আবার গোপনে তার পছন্দের ফ্যান্টাসি নারীদের নিয়ে যৌনগল্প লেখে। ইচ্ছেমতো কল্পনার রঙ মিশিয়ে নিজের লেখা গল্পগুলো লিখে এবং পড়ে সে যৌন কামনা নিবৃত করে। তার সংগ্রহে প্রচুর ন্যুড ছবি আছে, এছাড়া ফ্যান্টাসি নারীদের প্রচুর ছবিও সে সংগ্রহে রাখে। যখনি তার নেশা ওঠে তখনি ছবিগুলো বের করে যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটায়। আসলে সে একজন লুকায়িত ধর্ষকামী ব্যক্তি। এইরকম একজনের কাছে কখনোই কোন নারী নিরাপদ নয়। চরম ভদ্রতার আড়ালে নিজের কুরুচিপূর্ণ চেহারা ঢেকে রাখার এই দক্ষতা নিঃসন্দেহে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

» সমস্যা হলো কেউ নিজ থেকে প্রকাশ না করলে কীভাবে বুঝবেন ফ্যান্টাসির গোপন অভিসারের কথা? এটি সত্যি একটি জটিল মানসিক অবস্থা, কেউ যদি আজীবন তার ফ্যান্টাসির জগত অপ্রকাশিত রেখে তা অব্যাহত রাখে তা কোনদিনই কারো গোচরে আসা সম্ভব নয়।

তবে সাধারণভাবে প্রচুর পুরুষ যার যার পছন্দের নারীদের নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভাসে। গোপন ফ্যান্টাসি থেকে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, সেই দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে যেকোন বয়সী নারী। আমরা খবরে দেখেছি মা ও মেয়ে মিলে নিজের ছেলে সন্তানকে খুন করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ ছেলেটিকে ফ্যান্টাসি জগত থেকে কিছুতেই বের করতে পারছিলেন না, ছেলেটি নিজের বোনকে ধর্ষণ করার জন্য হিংস্র হয়ে পড়েছিলো। এরকম ফ্যান্টাসির শেষ পরিণতি কি চরম হতে পারে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

সমস্যা হলো কেউ নিজ থেকে প্রকাশ না করলে কীভাবে বুঝবেন ফ্যান্টাসির গোপন অভিসারের কথা? এটি সত্যি একটি জটিল মানসিক অবস্থা, কেউ যদি আজীবন তার ফ্যান্টাসির জগত অপ্রকাশিত রেখে তা অব্যাহত রাখে তা কোনদিনই কারো গোচরে আসা সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ সামান্য পরিমাণ হলেও ফ্যান্টাসির নারীর কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে। তার তাকানো ও আচরণের ভিতর ফ্যান্টাসির গোপন সূত্রটি নিহিত থাকে। বিশেষ করে কিশোর বয়সীরা অনেক সময় ফ্যান্টাসির নারীর ন্যাওটা হয়। তাদের অতিরিক্ত গা ঘেঁষা আচরণ দেখেই নারীটির বুঝে ফেলা উচিত কিশোরটির মনের ভিতর কি চলতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই নারীর সতর্ক আচরণ, পোষাক আশাক ঠিকমতো পরা বা সামলে রাখা উচিত। কেননা যৌন আকর্ষণের জন্য নারীর বুকের ক্লিভেজ, ব্রার স্ট্র্যাপ, উন্মুক্ত পেট বা নাভির গর্ত কিশোর বয়সীদের মাতালের মতো টানে।

কিন্তু কিশোর বয়সী ছেলেটি যখন যুবক হয়ে যায়, ফ্যান্টাসির নারী বাদেও কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে যায় বা বন্ধু বান্ধবের কাছে গল্প শুনেও যৌন সুখ মেটায়। তখন ম্যাচিউরিটি আসে, ফ্যান্টাসির তীব্রতা কমে গেলেও নিজের সেই স্বভাব অনুযায়ী চলতে থাকে কল্পনায় নারীর সাথে যৌন সুখ নেয়া। এমনকি ছেলেটির কোন মেয়ের সাথে স্বাভাবিক প্রেম হয়ে গেলেও ফ্যান্টাসির নারীদের নিয়ে কল্পনা কিন্তু থেমে যায় না। ঘুণাক্ষরেও ছেলেটির প্রেমিকা জানতে পারে না প্রেমিকের মনের ভিতর এমন ভয়ঙ্কর যৌন ফ্যান্টাসি চলছে অন্য নারীকে নিয়ে। এমনকি ছেলেটি প্রেমিকাকে আদর করার সুযোগ পেলেও কল্পনায় সেই ফ্যান্টাসি নারীদের আদর করে উত্তেজনা গ্রহণ করতে থাকে।

ফ্যান্টাসিতে ভোগা পুরুষেরা জীবনেও এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না। বিয়ের পরও স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সময়ও ফ্যান্টাসির নারীকে কল্পনা করে বীর্জপাত ঘটিয়ে তীব্র সুখ অনুভব করে পুরুষটি। এমন অপ্রকাশিত ফ্যান্টাসির খবর কেউ জানে না, স্ত্রীও বুঝতে পারে না নিজের স্বামী আর একজনকে কল্পনা করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করে চলেছে দিনের পর দিন। পুরুষেরা সাধারণত ফ্যান্টাসির নারী হিসেবে শালী সম্বন্ধীয়দের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কল্পনা করে থাকে। কারণ শালী সম্মন্ধীয়রা দুলাভাইয়ের সাথে ঠাট্টা মশকরায় মেতে ওঠে, ফ্যান্টাসির পুরুষেরা নির্ভাবনায় সেই মেয়েদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। এমন ফ্যান্টাসি থেকে কখনো কখনো শালী-দুলাভাই পরাকীয়া বা ঘর পালিয়ে বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে থাকে। অবশ্য ফ্যান্টাসির পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শালীদের নিয়ে যৌন কল্পনার বিষয়টি চাপিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

বাঙালি পুরুষের আরো একটি ফ্যান্টাসির শীর্ষে থাকে বাড়ির কাজের মেয়েকে নিয়ে যৌন কল্পনা। যে কারণে বাড়িতে বেশি সুন্দর কাউকে কাজের লোক হিসেবে নিয়োগ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না গৃহকত্রীরা। প্রায় ক্ষেত্রেই হাতেনাতে ধরা পড়ার ঘটনা দেখা যায়। কিশোর বয়সী ছেলে থেকে প্রৌঢ় পুরুষেরাও বাসার কাজের মেয়েকে যৌন সঙ্গী হিসেবে কামনা করে থাকে। কাজের মেয়েরা দরিদ্র পরিবার থেকে আসে, গৃহকর্তারা অনেক সময় জোর করে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে যৌন সম্ভোগ করে তাদের সাথে। অর্থাৎ ফ্যান্টাসিতে ভুগে অন্য নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়াবার সুযোগ না পেয়ে কাজের মেয়েকে টার্গেট করে ব্যবহারিক ক্ষেত্র হিসেবে। কিছু নারী গৃহকর্মী এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার পথও বেঁছে নেয়। বিশেষ করে পুরুষ মেসে কাজ করা নারীরা রান্নাঘরের কাজের পাশাপাশি যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ নিয়ে থাকে বিবাহিত ব্যাচেলর পুরুষদের সাথে। বিকৃত রুচির কতিপয় ধর্ষকামী ফ্যান্টাসিতে মেয়ে বা ছেলে শিশুদের প্রতি তীব্র যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। সুযোগ পেলেই তারা শিশুদের যৌন অঙ্গে হাত দেয়, অতিরিক্ত বিকৃতিতে কামার্ত পুরুষেরা নিজেদের সামলাতে না পেরে শিশুদের ধর্ষণ পর্যন্ত করে। এভাবে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটিয়ে ফেলার খবর বিভিন্ন সময় প্রচারিত হয়। শিশুদের নিয়ে যৌন ফ্যান্টাসিতে ভোগা পুরুষেরাই সবচেয়ে বেশি বিপদজনক। এরা ৩ মাস বয়সী বাচ্চা থেকে শুরু করে অবুঝ বয়সী যেকোন শিশুকে আক্রমণ করতে পারে। ছেলে শিশুরাও এদের কাছে যৌন হয়রানির শিকার হয়। ঘরে বৌ বাচ্চা কন্যা থাকা সত্ত্বেও শিশুদের প্রতি এই বিকৃত যৌন ফ্যান্টাসি একটি শিশুর জীবনে চরম মানসিক নির্যাতনের ঘটনা হিসেবে দাগ কাটে। এমনকি অনেক নারী ছেলেবেলার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কারনে যৌনতার বিষয়ে সারা জীবন আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। অনেকে পুরুষ বিদ্বেষী হিসেবে মানসিক ট্রমার মধ্যে কাঁটিয়ে দেয় সারা জীবন।

আরো এক শ্রেণির যৌন ফ্যান্টাসি বেশ অন্যরকম। তারা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী নারীদের সাথে, নিজ বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষিকাকে নিয়ে যৌন ফ্যান্টাসিতে ভোগে। এসব ক্ষেত্রে কোনদিন বাস্তবে সেই নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাবে না জেনেও কল্পনায় সুখ পেতে তারা পছন্দ করে। এরকম ফ্যান্টাসিতে ভুগতে থাকা পুরুষদের সামনে যুবতী মেয়ে এনে দিলেও ফিরে তাকাবে না, কিন্তু বয়ষ্ক কোন নারী যার ব্যক্তিত্ব প্রখর অথবা বেশ স্মার্ট এমন নারীদের নিয়ে যৌন কল্পনায় ভাসবে দিনরাত।

মোটকথা, ফ্যান্টাসিতে যৌনসুখ আসে বা আসবেই। এটা ব্যক্তিবিশেষের উপর। তবে সেটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ও অন্যান্যদের বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নিউইয়র্কে সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পদে কানিজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের সাফল্যে আরও একটি তিলক যোগ হলো। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি (ডিএডি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানিজ ফাহমিদা চৈতি। চৈতির এই সাফল্যে তিনি যতোটা না খুশী, তারচেয়ে খুশী তার পরিবার ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

কানিজ ফাহমিদা চৈতির বাবা সুজন মিয়া নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। মা সালেহা রত্মা ডেইজি নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন। এখন তিনি পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করছেন। তাদের একমাত্র কন্যা চৈতি। এ দম্পতির একমাত্র ছেলে সাকিবও মেধাবী এবং চিকিৎসা বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন করার পর এখন ইন্টার্ন করছেন। সিলেটের সুজন এবং ডেইজি দম্পতি কুইন্সের এলমহার্স্ট এলাকায় বসবাস করেন। কানিজ ফাহমিদা চৈতির দাদা বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলায়। নানা বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায়।

কানিজ ফাহমিদা চৈতি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধীনে বারুখ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর দুই বছর আগে ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে কাজ শুরু করেন। সেই অফিসেই সম্প্রতি নিয়োগ পেয়েছেন তিনি। আগামী বছরের শুরুতে কানিজ ফাহমিদা চৈতি সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হিসাবে কাজ শুরু করবেন।

মেয়ের এই নিয়োগের প্রতিক্রিয়ায় বাবা সুজন মিয়া বলেন, তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের কষ্ট লাঘব হয়েছে। মা সালেহা রত্না ডেইজিও সন্তানের সাফল্যে খুশী এবং তাদের সন্তানের জন্য সকলের কাজে দোয়া প্রার্থনা করেন।

নিউইয়র্কে নতুন প্রজন্মের মহালয়া উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধি

সঙ্গীত পরিষদ, নিউইয়র্কের উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজন্মের ব্যাপক অংশগ্রহণে মহালয়া উদযাপিত হয়। ১৪ অক্টোবর শনিবার সকাল ৯টায় জ্যাকসন হাইটস্থ সঙ্গীত পরিষদের স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠান ছিল ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের এবং উৎসাহ উদ্দীপনার।

মহালয়ার অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন প্রসেনজিৎ সিনহা, রাজনারায়ন চৌধুরী, লিটন দাস, নিলীমা তালুকদার, বেবী দেবনাথ, মিতালী ব্যানার্জী, কমলা রায়, পার্বতী সাহা, দেবযানী মজুমদার, ইরামনি দেবী, মিতা বড়ুয়া, মুনমুন বড়ুয়া, কৃষ্ণা দেব,রুনু রানী পাল,পারমিতা তালুকদার,অনন্যা দেবী, দৃষিকা চৌধুরী, নবনীতা দেবনাথ, সূদীপ্তা ধর,সংযুক্তা রায়, সৃজা রায়, দীপান্বিতা দাস, অনন্যা বড়ুয়া, তারা চক্রবর্তী , আরিয়া পাল, জয় গোগিয়া, স্বপ্নীল তালুকদার, প্রীতম সিনহা, গ্লোরিয়া বড়ুয়া ও আরুশী দে।

গ্রন্থনায় ছিলেন অধ্যাপক আশির ব্রত চৌধুরী, হারমোনিয়ামে কাবেরী দাশ, তবলায় ছিলেন স্বপন দত্ত।

শুক্লা রায় চুমকি'র সঞ্চালনায় পুরো অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণ করেন অরুন দে। ব্যানার ডিজাইনে ছিলেন মানস দাশগুপ্ত।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে সমবেত পরিবেশনায় ছিলো- য়া চন্ডী মধু কৈটভাদিদৈত্যদলনী, জয় জয় জপ্য জয়ে জয় শব্দপরস্তুতি, দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী। অংশগ্রহনে ছিলেন আরুশী, তারা,অনন্যা,জয়, কৃষ,স্বপ্নীল, দীপান্বিতা, আরিয়া, গ্লোরিয়া, সৃজা রায়, সূদীপ্তা ধর, অনন্যা দেবী, ক্রিস্টেলা কুইয়া, পারমিতা তালুকদার, কৃষ্ণা দেব, দৃষিকা চৌধুরী, মিতালী ব্যানার্জী, নবনীতা দেবনাথ, সংযুক্তা রায়, কমলা রায়, পার্বতী সাহা, লিটন দাস , ইরামনি দেবী, দেবযানী মজুমদার, মুনমুন বড়ুয়া, মিতা বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ সিনহা ও রাজনারায়ন চৌধুরী।

একক পরিবেশনার মধ্যে ছিল দৃষিকা চৌধুরীর শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে, সূতীব্র বড়ুয়া গেয়েছেন- জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা।

সরকার দেশ চালাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে নেই

জিএম কাদের

ঢাকা অফিস

জি এম কাদের

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার দেশ চালাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অদক্ষতা, অপচয় আর সরকারে লাগামহীন দুর্নীতির কারণেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গাইবান্ধা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জি এম কাদের এসব কথা বলেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, 'এখনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্বচ্ছ, অনিশ্চিত। সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে কি না তা নিয়েও মানুষের মধ্যে আশঙ্কা আছে। তাই জোটের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।'

জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জানিয়ে জিএম কাদের বলেন, 'এ জন্য সব জেলাতেই কাউন্সিল করে সংগঠনকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রার্থী মনোনীত করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রতিটি আসনে কাজ করে যাচ্ছি। আগামী নির্বাচনে গাইবান্ধা সব কটি আসনসহ আমরা ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেব।'

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গাইবান্ধা জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুর রশীদ সরকার, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও অতিরিক্ত মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিকেলে শহরের ইসলাম মিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে জেলা জাতীয় পাটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জি এম কাদের।

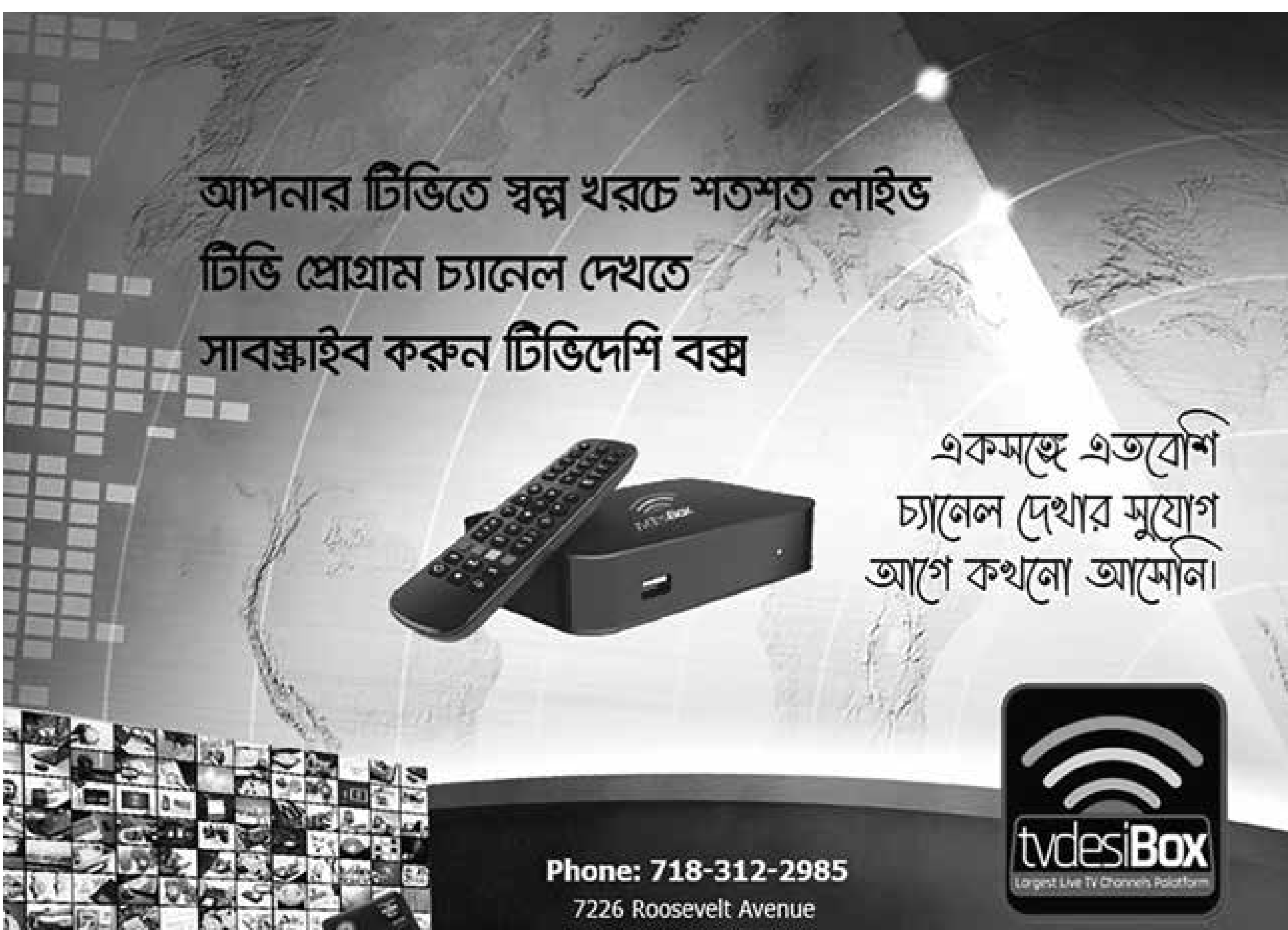

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ'র আয়োজনে । ৯ অক্টোবর সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক মিশন। সঞ্চালনায় সহযোগিতায় ছিলেন ছাত্রদল নেতা মাজহারুল হক মিরন।

মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আবদুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ ও মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন সহ উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক কোষাধক্ষ জসিম ভূইয়া, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ এইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ এম রেজা, আনোয়ার হোসেন, মো: শাহ আলম, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, জাসাস'র কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম ফারুক শহীন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র আহবায়ক ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ও ষ্টেট বিএনপির সদস্য সচিব জনাব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সদস্য সচিব বদিউল আলম, মহানগর বিএনপি'র (উত্তর) সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল-এর সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন নাসির, রেজবুল কবির, আলমগীর মৃধা, রিপন মিয়া, মহানগর বিএনপি'র (উত্তর) যুগ্ম আহব্বায়ক এমরান শাহ রন, শহীদ শিকদার, নিরা রাব্বানী, জাফর তালুকদার, বিএনপি নেতা মাসুদ হোসাইন, যুবদল নেতা আবুল কাশেম, ওহেদুজ্জামান নিলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের আশু রোগ মুক্তি কামনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ অক্টোবর থেকে নিউইয়র্কস্থ লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক, সিলেটের সাবেক ছাত্রনেতা শরিফুল খালিশদার। তিনি পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তার আশু রোগ মুক্তি কামনায় সকলের নিকট দোয়া চাওয়া হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাইফুর খান হারুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গত সপ্তাহে পৃথক পৃথকভাবে হাসপাতালে গিয়ে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের খোঁজ খবর নেন।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, ব্রঙ্কস (পূর্ব) ব্যুরো বিএনপি'র আহবায়ক লিয়াকত আলী ও সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান, নিউইয়র্ক (পশ্চিম) ব্যুরো বিএনপির আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া ও সদস্য সচিব দুলাল রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের রোগ মুক্তি কামনায় কমিউনিটির সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

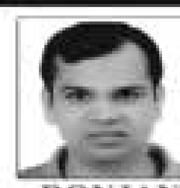

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মানুষের কল্যাণে নজরুল আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন

শিব্বির আহমেদ

নজরুল একজন পরিপূর্ণ বাঙালি হিসেব যিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক হানাহানি, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন নজরুল গবেষক ড. উইনস্টন ল্যাংলী। ১৪ অক্টোবর নিউইয়র্কে জ্যামাইকাস্থ মেরি লুইস একাডেমি মিলনায়তনে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ১০ বছর পূর্তী উপলক্ষে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উৎসবের এক আলোচনায় নজরুল গবেষক ড. উইনস্টন ল্যাংলি এই মন্তব্য করনে।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. উইনস্টন ল্যাংলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইমেরিটাস অধ্যাপক, এবং ম্যাসাচুসেটস বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাককরম্যাক গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সিনিয়র ফেলো, যেখানে তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত একাডেমিক বিষয়ের জন্য প্রভোস্ট এবং ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মানবাধিকার, বিশ্বব্যবস্থা, ধর্ম এবং রাজনীতির বিকল্প মডেল নিয়ে ড. উইনস্টন ল্যাংলী আজীবন কাজ করেছেন। তাঁর প্রকাশনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'কাজী নজরুল ইসলাম: দ্যা ভয়েস অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্যা স্ট্রাগল ফর হিউম্যান হোলনেস'।

ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ এর সঞ্চালনায় 'বিশ্বায়নে নজরুল' বিষয়ক এই আলোচনা সভায় আরো অংশগ্রহন করেন ড. গুলশান আরা কাজী, কাজী বেলাল এবং অধ্যাপক ড. রেচেল ফেল ম্যাকডরমেট। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কীভাবে নজরুলকে স্মরণ করা হয়, উদযাপন করা হয় এবং ভিন্নভাবে চিন্তা করা হয় তা অন্বেষণ করার বিষয়ে আগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। নজরুল ছিলেন বিপ্লবী, তাঁর লেখার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী ও ঔপনিবেশিক বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। নজরুল সামাজিক অন্যায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন, বলেন প্রফেসর রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। এশিয়ান এবং মধ্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি, ও মানবাধিকার বিষয়ের অধ্যাপক রেচেল ফেল ম্যাকডারমট তাঁর গবেষণায় পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের নানা বিষয়ে তুলে এনেছেন। তিনি ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-দেবী কেন্দ্রিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা এবং বই প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন ভারতের 'বিদ্রোহী কবি' এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর ও গবেষণা করেছেন।

নজরুল ইসলামের 'ইসলাম ও হিন্দু' ধর্মের অনুশীলন তার লেখাকে প্রভাবিত করেছে, বলেন রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। তাঁর কবিতার মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম চরিত্রের চিত্রায়ন যা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যোগ করেন ম্যাকডারমট। ম্যাকডারমট স্বীকার করেছেন যে, নজরুল ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বেশ আলাদাভাবে স্মরণ করা হয়, যাকে যথাক্রমে মুসলিম পুনর্জন্মের প্রবক্তা এবং 'একজন ধর্মনিরপেক্ষ আইকন' হিসাবেও তাঁকে চিত্রিত করা হয়। নজরুল বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিম পুনর্জন্মের পথিকৃৎ হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, নজরুল আজীবন সাম্যের যে গান গেয়েছেন, তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনে যে পথ রচিত হয়েছিল, তার পেছনে সাম্যের কবি নজরুলের সৃষ্টিশীল রচনা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বৈরি আবাহওয়ার মধ্য দিয়ে ডানা ইসলামের সঞ্চালনায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' স্লোগানে নিউইয়র্কে জ্যামাইকাস্থ মেরি লুইস একাডেমি মিলনায়তনে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ১০ বছর পূর্তী উপলক্ষে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক শাহ আলম দুলাল। এরপর নজরুলের কবিতা, গানে আবৃতি ও নৃত্য পরিবেশন করে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ। এতে অংশগ্রহণ করে নাহরীন ইসলাম, কবির কিরন, রুমানা মাহজাবিন, ফারুক আজম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে বাংলাদেশ একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস (বাফা)। ফিরে দেখা নজরুল একাডেমীর ১০ বছর অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশগ্রহন করেনঅধ্যক্ষ আজিজুল হক, এ বি এম সালেহ উদ্দিন এবং মাহমুদ খান তাসের। আলোচনা অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মোহাম্মদ মালেক। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পরিবেশনায় নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশগ্রহন করে শৌভিত রয় চৌধুরী, ঋতুজা ব্যানার্জি, সৃজিতা হিয়া, ঋতিকা ব্যানার্জি। বল বীর, চির উন্নত মম শির বিদ্রোহী কবিতা'র উপর নৃত্য কাব্য পরিবেশনা ছিলেন আবৃতি শিল্পী মেহের কবিরের কবিতায় নৃত্যে পরিবেশন করেন ড. নীলা জারিন।

নজরুল একাডেমীর নিজস্ব শিল্পীদের সমবেত পরিবেশনা 'ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত' অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে নার্গিস রহমান, হাফিজা বেগম, শিরিন আহমেদ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, রুমা আলম, শৌভিত রয় চৌধুরী, ড. রুমা চৌধুরী, নার্গিস বেগম, ঋতাজা ব্যানার্জি, প্রিয়া প্রিয়াঙ্কা, ফারহানা তুলি, ডানা ইসলাম ও শাহ আলম দুলাল। লিমন চৌধুরীর পরিচালনায় একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রিয়া প্রিয়াঙ্কা, জারিন মাইশা, ফারহানা তুলি ও লিমন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

সৃষ্টি একাডেমী অফ পারফর্মিং আর্টসের সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩ 'ধিম-তা- না' অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ অক্টোবর শনিবার নিউ জার্সির একমাত্র বাংলাদেশি নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি একাডেমী অফ পারফর্মিং আর্টসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩ "ধিম-তা- না"। এক আনন্দঘন মনোরম পরিবেশে "এডওয়ার্ড নাশ থিয়েটার" এ সৃষ্টি একাডেমির ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষিকা ও নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, মেরিল্যান্ড, এবং পেনসিলভানিয়া থেকে আগত কমিউনিটির সদস্যদের একের পর এক নৃত্য, সঙ্গীত, যন্ত্রসংগীত, এবং রম্য নাটক এর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয় । অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন সৃষ্টি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এবং নৃত্যশিল্পী ড: সুবর্ণা খান, সহযোগিতায় শামসুল সাদি ও আফজাল খান । অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় একাডেমির প্রাক্তন ছাত্রী রাহিন ও নামিরা, ডিজিটাল ব্যাকড্রপ নির্মান ও পরিচালনায় এরহান, শব্দ নিয়ন্ত্রণে শোভন, আলোক নিয়ন্ত্রণে সাদি এবং মঞ্চ সহযোগিতায় রীমা, সোমা, ও মালিহা ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফরিদ উদ্দিন, Counc|lman-At-Large, প্যাটারসন, তার বক্তব্যে নতুন প্রজন্মকে তাদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত করবার জন্য সৃষ্টি একাডেমী'র নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান এবং এধরনের আরো আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাক্ত করেন।

সৃষ্টি একাডেমির শিক্ষিকা সুবর্ণা, বিচিত্রা, তমা, ও অহনার নৃত্য পরিচালনায় শাস্ত্রীয় এবং আধুনিক নৃত্যশৈলীর সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন নৃত্য। স্কটিশ সুরের প্রভাবে রচিত রবীন্দ্রসংগীত এর উপর বিশেষ নৃত্যালেক্ষ "আলোয় ভুবন ভরা" দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে । ফারহানা আখতার তুলি'র পরিচালনায় শিশুকিশোরদের সম্মিলিত সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের অভিভূত করে । নিউ জার্সির বাংলা ব্যান্ড "জার্সি ওয়েভ "র সদস্য সাদি, আফজাল, এবং তাহসিনের জনপ্রিয় ব্যান্ড সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের মাতিয়ে তোলে । অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ড: জাভেদ মাহমুদ শিপলু'র রচনা ও পরিচালনায় রম্য নাটিকা "কেরামত মিয়ার কেরামতি" যা দর্শকদের বিপুল আনন্দ প্রদান করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি সৃষ্টি একাডেমির এবারের নতুন উদ্যোগ ছিল শিশুকিশোরদের চিত্রকলা প্রদর্শনী। জাহিদ ও সোহেলের পরিচালনায় এই প্রদর্শনী সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। দর্শকরা এরকম সু-সংগঠিত, সুন্দর, ও সাবলীল অনুষ্ঠান আরো দেখতে চান বলে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ড: সুবর্ণা খান বলেন করোনা মহামারীতে আমরা অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি, তাই এর পরবর্তী সময়ে সকল যন্ত্রণাবোধকে পিছনে ফেলে কমিউনিটির সবাইকে নিয়ে একটি আনন্দযজ্ঞ করাই ছিল সৃষ্টি একাডেমির লক্ষ্য । সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি একজন সম্পূর্ণ মানুষ গড়বার প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেন তিনি এবং সেজন্যেই "আধুনিকা" এবং "আগামী"র মতো সামাজিক কল্যানমুলক সংগঠনকে তিনি অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত করেছেন এবং একই সাথে "বাংলা বলো অনলাইন স্কুল"কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । সকলে মিলে নতুন প্রজন্মকে তাদের ঐতিহ্যর সাথে সম্মিলিত করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যাক্ত করে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮তম ফোবানার পরিচালনা কমিটি ঘোষনা

ইমা এলিস

ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলন পরিচালনা কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। নতুন এ কমিটিতে নুরুল আমিন নুরু প্রেসিডেন্ট, রোকসানা পারভীন কনভেনার ও মোঃ কাজল মেম্বার সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও কমিটিতে অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন-চিফ কোঅর্ডিনেটর এন্থনি পিউস গোমেজ, কালচারাল কমিটির চেয়ারম্যান আবু রুমি, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম স্বপন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কচি খান ও চিফ প্যাট্রন পারভীন পাটোয়ারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত এ কমিটি ওয়াশিংটন ডিসির স্বাগতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র (বাগডিসি)-এর আয়োজনে আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলন পরিচালনা করবেন।

২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলনের প্রথম প্রস্তুতি সভা গত শুক্রবার ভার্জিনিয়ার আলেকজান্ড্রিয়ায় প্রথম প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ফোবানা সম্মেলনে নতুন নতুন চমক থাকবে বলে ঘোষনা দেন স্বাগতিক সংগঠন বাগডিসি।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. এ হাসান আর নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

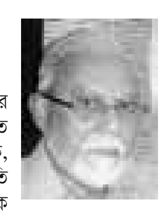
ডা. এ হাসান

বৃহত্তর সিলেটের কৃতী সন্তান, প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক, হবিগঞ্জ সমিতি সিলেটের সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক লায়ন ডা. আনিস উল হাসান (ডা. এ হাসান) আর নেই। ১৩ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেছেন বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে। তিন ছেলে ও এক মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা পরিদিন শনিবার (১৪ অক্টোবর) নিউ ইয়র্ক সময় বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নিউ ইয়র্কে অবস্থানরত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। ডা. এ হাসানের মৃত্যুতে সিলেটে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ডা. এ হাসান ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কামালখানী মহল্লার প্রখ্যাত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম ডা. ওবায়দুল হাসান (ডা. ও হাসান)। তিনি ছিলেন একজন দন্ত চিকিৎসক। মাতার নাম মরহুমা বেগম ইফাতুন্নেছা চৌধুরী। তিনি ছিলেন গৃহিণী। ডা. এ হাসানের দাদার নাম খান বাহাদুর মৌলভী রফিকুল হাসান।

তিনি ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। ডা. এ হাসান ১৯৬৫ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতী থানা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি ফরিদপুর সদর থানা হাসপাতালে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন উপজেলা হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তিনি অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯৭ সালে অবসরগ্রহণ করে রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও পরে সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহুদিন সিলেট নগরীতে হাসান ডেন্টাল ক্লিনিকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন।

২০০৮ সাল থেকে পুরোপুরি অবসরগ্রহণ করে সিলেটের দরগামহল্লায় নিজস্ব বাসায় বসবাস করছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সন্তানদের কাছে চলে যান।

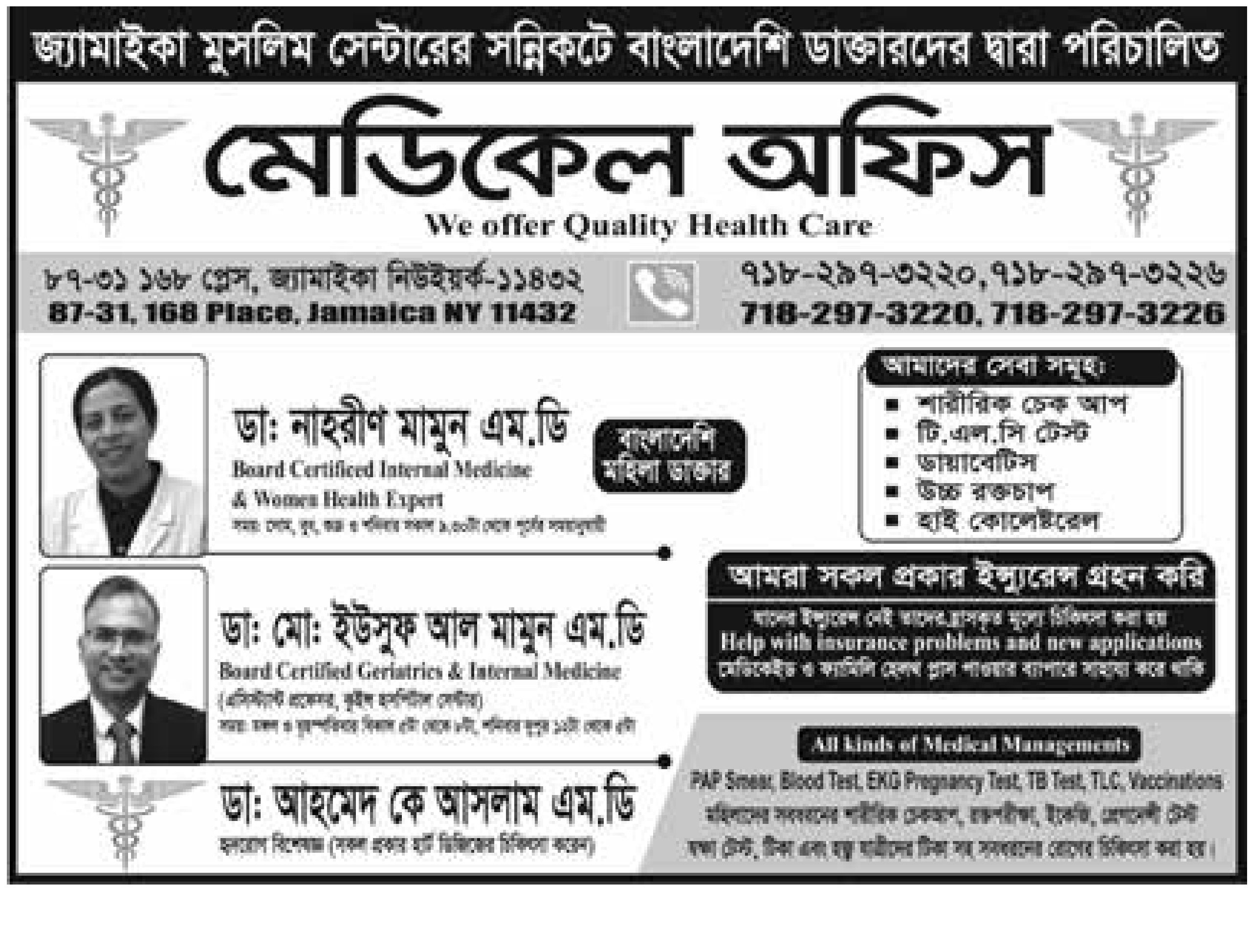

ব্রুকলিনে ২৯ অক্টোবর সর্ববৃহৎ পথমেলা

উদ্বোধনে আবু জাফর মাহমুদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রুকলিনের চার্চ এণ্ড ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বছরের সর্বশেষ ও বর্ণাঢ্য পথমেলা। বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক্ এর উদ্যোগে আগামী ২২ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠেয় ওই মেলা উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর এবং বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার জ্যাকসন হাইটস্-এ বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়ে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। এসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুল করিম ও সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন এতে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন পথমেলার আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য সচিব এ এইচ খোন্দকার জগলু ও প্রধান সমন্বয়কারি মোশাররফ হোসেন মুন প্রমুখ।

মেলায় গেস্ট অফ অনার থাকবেন বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আযম, সম্মানিত বিশেষ অতিথি থাকবেন নিউ ইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ এর কাউন্সিল উইম্যান সাহানা হানিফ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি থাকবেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ও চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড.আবু জাফর মাহমুদ মৌসুমের শেষ পথমেলার আয়োজনকে সর্ববৃহৎ মেলায় পরিণত করার জন্য সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, শুধু গান বাজনা ও বিনোদনই এই মেলার উদ্দেশ্য নয়, এই মেলা নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি সমাজের ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। সন্দ্বীপের সন্তান হিসেবে জন্মভূমির পুরনো পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি জন্মগ্রহণ করেছি নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপ, ১৯৫৪ সালের পর এটি হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ। আর পুরো অবয়বে আমার পরিচয় আমি একজন বাংলাদেশি। ব্রুকলিনে বাংলাদেশিরা ব্যবসা বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় সাফল্যের দৃষ্টান্ত গড়েছে, বহু বছর আগে সন্দ্বীপের কৃতি সন্তানেরাই ব্রুকলিনকে ব্যবসা বাণিজ্যের হাব-এ পরিণত করেছেন। তাদের এই সাফল্যের ধারাকে এগিয়ে নিতেই এখানে পথমেলার আয়োজন। আবু জাফর মাহমুদ আরও বলেন, আমার চিন্তা চেতনাসহ পরো অবয়বটাই বাংলাদেশকে ঘিরে। তাই যখনই বাংলাদেশের নামে ভালো কিছু হতে দেখি তখন উঠে দাঁড়াই। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর মেলার সাথেও সেভাবে রয়েছি। মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও মেলার আয়োজকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

কমিউনিটি অপ-এড

পরিচ্ছন্নতাই একটি নিরাপদ শহর দিতে পারে: এরিক

এইচ বি রিতা

প্রকৃতির সবুজ, পরিচ্ছন্নতাই আমাদের একটি নিরাপদ শহর দিতে পারে- এমনটাই ভাবেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্। একসময় নিউইয়র্ক সিটির গাছগুলো কেটে পরিস্কার করে ফেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে সময়ের সাথে আমরা এখন প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হয়ে উঠেছি। ১৬ অক্টোবর সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'ভবিষ্যৎ প্রকৃতির সাথে কাজ করা মানে সবার জন্য একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ শহর গড়ে তোলা। পার্ক এবং খেলার মাঠ থেকে শুরু করে রাস্তা, ফুটপাত, বাইক লেন, এমনকি সমুদ্রের তীরে পর্যন্ত আমাদের প্রশাসন পাঁচটি বরো জুড়ে পাবলিক স্পেসের গুণমান এবং পরিপাটিতায় সংস্থান স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করছে।'

তিনি বলেন, 'গত সপ্তাহে আমরা দুটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ঘোষণা করেছি যা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যা বাহ্যিক বলে মনে হয় এমনকিছু পরিবর্তন করবে। আমাদের মনোরম রুট সংস্থার একটি স্মরণীয় সম্প্রসারণ করবে এবং শহরব্যাপী বর্জ্য কন্টেইনারাইজেশন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এই কাজগুলো আমাদের রাস্তাগুলিকে সংস্কার করবে, পরিষ্কার করবে।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'দীর্ঘদিন যাবত নিউইয়র্কের বাইরের বরোতে ম্যানহাটনের লোকেরা বাইক লেন এবং গ্রিনওয়েতে অ্যাক্সেস পায়নি। আমাদের প্রশাসন এটি পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। এই কারণে, আমরা নিউইয়র্ক সিটির দূরবর্তী বরোগুলিতে গ্রিনওয়ে রুটগুলির একটি ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছি। ৬০ মাইলেরও বেশি নতুন বাইকওয়ে এবং ওয়াকওয়ে তৈরি করা হবে, যা নিউ ইয়র্কবাসীদের অতিরিক্ত পরিবহনের বিকল্প প্রদান করবে এবং তাদের জীবনযাপন, কাজ এবং যাতায়াতের পদ্ধতি পরিবর্তন করবে। কুইন্স উপকূলরেখার মোট ১৬ মাইল পর্যন্ত এই গ্রিনওয়েগুলি কভার করবে যা কনি আইল্যান্ডকে হাইল্যান্ডপার্কের সাথে, রান্ডালস আইল্যান্ড পার্ককে SUNY মেরিটাইমের সাথে এবং স্টেটেন আইল্যান্ডের ভেরাজোনোর সাথে গোয়েথালস ব্রিজকে সংযুক্ত করবে।'

নিউইয়র্কে পাবনা জেলার জন্মদিন উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জেলা শহর পাবনা জেলার ১৯৫ তম জন্মদিন নিউইয়র্কে উদযাপন করা হয়েছে। ১৬ অক্টোবর সোমবার রাতে জ্যকসন হাইটসের এক রেস্তোরাঁয় এ উপলক্ষে "হৃদ মাঝারে পাবনা" অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাগরিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক গোপাল সান্যালের পরিচালনায় ও সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা পাবনার গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সংকল্প ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য গোলাম ফারুক প্রিন্স বলেন উন্নয়নের শেষ নাই, উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় পাবনায় অভুতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে এবং আগামীতে তা অব্যহত থাকবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা হুসনে আরা, পাবনা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি এটিএম কামাল পাশা, পাবনা সমিতির সভাপতি আব্দুল হাদী রানা,বাংলাদেশ ক্লাবের সভাপতি নুরুল আমিন বাবু, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ উপ আন্তর্জাতিক সম্পাদক গাজী ওয়াহিদুজামান লিটন, নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মন্জুরুল ইসলাম, পাবনা ড্রামা সার্কেল ও গনমঞ্চের সাবেক সাধারন সম্পাদক স্বাধীন মজুমদার , সাবেক ছাত্রনেতা ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, সাবেক ছাত্র নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন মিঞা, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী আসলাম আহম্মেদ খান, আওয়ামীলীগ কেন্দ্রিয় কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপকমিটির সদস্য জয়নুল আবেদিন জয় , সমাজ কর্মী আনোয়ার উদ্দীন,স্টেট আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক মাসুদ বিশ্বাস , প্রজন্ম একাত্তরের সভাপতি শিবলী সাদেক,এ কে মানিক, এসএম জিন্না, জ্যাকসন হাইটস আওয়ামীলীগের সম্পাদক তানভীর, মোয়াজেম হোসেন,মনিরুজামান মনির,নূর তাজুল ইসলাম প্রমুখ।শেষে সবার উপস্থিতিতে জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের উত্তর জনপদের অন্যতম প্রাচীন শহর পাবনা জেলা। ১৮২৮ সালের ১৬ অক্টোবর তৎকালীন সরকারের ৩১২৪ নম্বর স্মারকে পাবনাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৮ নভেম্বর আহমেদ মোশতাকের বই নিয়ে আলোচনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বের বেসরকারি উন্নয়নের ঋদ্ধ পুরুষ স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তাঁর সহকর্মি ছিলেন ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী। তাদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে 'ব্র্যাক' নামের সংস্থাটি। অভিজ্ঞতা এবং সমাজ , শিক্ষা এবং উন্নয়ন নিয়ে নিজের ভাবনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত মোশতাক চৌধুরী লিখেছেন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ- 'মাই ব্র্যাক লাইফ: দ্য বিকামিং অফ এ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট'।

গ্রন্থকার ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী উপস্থিত থাকছেন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে। ১৮ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় জ্যাকসন হাইটসে মুনলাইট রেস্টুরেন্টে এ আলোচনার আয়োজন করেছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। দেশে ও বিদেশে খ্যাতিমান এ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরীর উপস্থিতিতে তাঁর বহুমুখী উদ্যোগ এবং কর্মের সাথে জড়িত থাকার কথা জানা যাবে। একজন বিরল ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়া যাবে, যিনি নিজেকে পর্দার আড়ালে মূল ভূমিকায় রেখে তাঁর অংশীদার এবং সতীর্থদের প্রত্যেককে সমস্ত কৃতিত্ব দিতে আগ্রহী ও প্রস্তুত থেকেছেন।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক।
Bangladesh Merchant Association Inc.
ব্রুকলিনে বছরের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ
পথমেলা ২০২৩
Brooklyn Street Fair - 2023
DATE: 22 OCTOBER, 2023 SUNDAY @10AM to 8PM
Church & McDonald Ave Brooklyn
Between Church Ave & Ave C
উদ্বোধকঃ
ড. আবু জাফর মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক
প্রধান অতিথিঃ
শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি।
গেষ্ট অব অনার
কাজী আজম
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি
বিশেষ অতিথিঃ
এটর্নী মঈন চৌধুরী
বিশেষ অতিথিঃ
মোহাম্মদ হানিফ
সাবেক সভাপতি চট্টগ্রাম সমিতি।
র‍্যাফেল ড্রঃ
র‍্যাফল ড্র তে থাকছে গাড়ী, এয়ার টিকেটসহ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান পুরস্কার
মিডিয়া পার্টনার
TIME
TBN 24
স্টল কমিটিঃ
মোহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর, ইদ্রিস আলম, মোহাম্মদ পারভেজ
র‍্যাফল ড্রঃ কমিটিঃ
মোহাম্মদ রানা, মোঃ আফছার, মার্শাল খান, নুরুল আমিন, আহছান উল্যাহ বাচ্চু, ফরিদ উদ্দিন, মোঃ গাজী।
Please contact for Stall Booking.
917-207-1878
718-930-0025
আহ্বায়ক
মো: জাহাঙ্গীর আলম
917-207-1878
প্রধান সমন্বয়কারী
মোশারফ হোসেন মুন
718-930-0624
সদস্য সচিব
এ. এইচ. খন্দকার (জগলু)
917-670-1215
এওয়ার্ড কমিটিঃ
শাহাব উদ্দিন (চেয়ারম্যান)
জয়নাল আবেদীন
বখতিয়ার উদ্দিন রানা
ইসমত হক খোকন
ওয়ালিদুল ইসলাম
যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ হায়দার
মোঃ ইসলাম শিমুল
মাঈন উদ্দিন বাবলু
আহমেদ আবু
সমন্বয়কারী
মামুন উর রশীদ
এস এম ফেরদৌস
ইয়াছিন আরাফাত
এম. রহমান
যুগ্ম সদস্য সচিব
কাজী হায়াত নজরুল
তাজুল ইসলাম (বাংলা নগর)
এম. হক (হক মোবাইল)
আপ্যায়ন কমিটিঃ
মোঃ সিরাজদ্দৌলাহ
সাহাব উদ্দিন
মোঃ দুলাল
মোজাম্মেল হোসাইন
সভাপতি
মো: লুৎফুল
917-531-1060
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শামীম ছিদ্দিকি
আবুল কাশেম
সাধারণ সম্পাদক
আনোয়ার হোসাইন
718-930-0025
সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ মোশারফ হোসেন (নাবিল কন্সট্রাকশন) 917-897-8844
সার্বিক সহযোগীতায়: ডা. শেখ হাসান, ডা. ইনামুলহক সবুর, ডা. জাবের খান, ডা. ছায়েরা হক, ডা. আজমীর, ডা. আকাশ ফেরদৌস, রফিকুল ইসলাম সি.পি.এ, শেখ ফরহাদ সি.পি.এ, মোঃ হোসেন (জসিম) Pharmacist, রাসেল লুৎফুল Pharmacist, টিপু খান, আবুল খায়ের (গ্রীন হাউস), মাহফুজুল মাওলা নান্নু, আবুল হাশেম, নুরুচ্ছাফা, হাজী মোস্তফা, জয়নাল আবদীন, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, আশ্রাফ উদ্দিন, ওমর ফারুক মাসুক, শহিদ উল্লাহ, দিদার মিয়া, সামছুদ্দিন আজাদ, মোঃ কাসেম, হাজী মতিন, মাওলা, নুরুল ইসলাম নজরুল, জামসেদ মেম্বার, সাহাব উদ্দিন, আহসান হাবীব, আবুল কাশেম, আব্দুল হান্নান পান্না, মোঃ আবুল হাসেম, চন্দন দত্ত, আলী ইমাম, রফিকুল ইসলাম, মোঃ জসীম উদ্দিন, হাজী মফিজুর রহমান, মোঃ নাছির উদ্দিন, সুশান্ত রায়, মোঃ দুলাল, মোঃ হামিদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, তাজুল ইসলাম (আমিশা পাড়া), নাজমুল হাসেন, ওমর ফারুক, নিখিল বাবু, ফজলুল কাদের, শাহাব উদ্দিন, নুরুল আমিন, সোলতান আহমেদ, মোঃ মাসুদ, ফরিদ উদ্দিন (রতন), রাসেল, মোঃ আলী, মোঃ রফিক, বেলাল ট্রাভেলস, আলা উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, জাপর উল্যাহ, মহিউদ্দিন, জসীম উদ্দিন, মোঃ হোসেন, মিনার, মুবিনুল হক, সুমন, মোঃ ফারুক, মেজবাহ উদ্দিন তুহিন, মোঃ কবির, সাজঘর, গোলাম মাহমুদ, সাফায়েত হোসেন, মোঃ সবুজ, আব্দুর রব, লিটন, আবুল খায়ের, মোঃ পাপ্পু, মোহাম্মদ জামান, আবুল বাশার ভূইয়া ও মোহাম্মদ আলম।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ১৮ অক্টোবর বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৬০তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করে। দিবসটি উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিশনার এডয়ার্ড মার্মেলস্টেইন, কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটির অধ্যাপক মাইকেল স্টেকলারসহ বিদেশী অতিথিবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা উপস্থিত সকল কে নিয়ে শহিদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এ দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে নির্মিত একটি থিম সং ও একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। শহিদ শেখ রাসেল, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

কনসাল জেনারেল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহিদ শেখ রাসেল এর জীবন সম্বন্ধে আলোচনাকালে কনসাল জেনারেল উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী থাকায় শিশু রাসেল পিতার আদর যত্ন ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শিশু বয়সে তার মধ্যে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যসহ শহিদ হন। ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলও সেদিন রেহাই পায়নি। শিশু-কিশোরদেরকে পৃথিবীর আশা ও ভবিষ্যৎ হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে আরো গভীরভাবে জানতে উৎসাহিত করেন।

নিউইয়র্কে বিজনেস লিডারস সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১২ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কে এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজনেস লিডারস সম্মেলন।

এশিয়ার ৪৮ দেশের ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ করে এধরণের আয়োজন নিউইয়র্কে এটিই ছিল প্রথম।

এশিয়ার ৪৮টি দেশের কয়েক হাজার ব্যবসায়ী আমেরিকায় বসবাসের কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। অথচ কমিউনিটি নেতৃত্বের অভাবে মার্কিন সরকারের দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও আইনী সহায়তার সবটুকু পাচ্ছেন না তারা। আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সকল সুবিধা আদায় সম্ভব বলে মত দেন বক্তারা।

এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট জয় চৌধুরীর সভাপতিত্বে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে আয়োজিত ব্যবসায়ী সম্মিলনে নেতারা এইসব আশার

> যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখায় বাংলাদেশীসহ এশিয়ার ১০ টি দেশের ব্যবসায়ী নেতাকে সম্মাননা প্রদান করেন এশিয়ান চেম্বার অব কমার্স।

কথা শুনালেন।

মার্কিন জিডিপিতে ৪০ শতাংশ অবদান চীন, বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৪৮ দেশের ব্যবসায়ীদের। মোট ব্যবসার ৬২ শতাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যারের এশিয়ার ব্যবায়ীদের নিয়ন্ত্রনে। কিন্তু কিছু আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে মার্কিন সরকারের দেয়া সব সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাতে পারছেন না এই ব্যবসায়ীরা। এজন্য এশিয়ান- আমেরিকান চেম্বারকে শক্তিশালী করার তাগিদ নেতাদের।

আশার কথা শোনান সম্মিলনে আসা অনান্য চেম্বার নেতারাও। চেম্বার নেতারা নয়, নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর কমিশনার, সিটি কমিশনারসহ সরকারী নানা সংস্থার প্রতিনিধিরাও সম্মিলনীতে যোগ দেন। তারা সরকারের তরফ থেকে ব্যবসা সম্প্রসারণে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখায় বাংলাদেশীসহ এশিয়ার ১০ টি দেশের ব্যবসায়ী নেতাকে সম্মাননা প্রদান করেন এশিয়ান চেম্বার অব কমার্স।

ব্যবসায়ী সম্মিলনে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের স্টেট এসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা, নিউইয়র্ক সিটি স্মল বিজনেস এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মাইকেল ফগ, নিউইয়র্ক স্টেট পোর্ট অথারিটি ডাইরেক্টর মি: হার্স, ইন্দোনেশিয়ান লিডার এটর্নী ইভ চো গুইলেরগন, নিউইয়র্ক কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সেক্রেটারি জে মোল্লা সানী, সিপিএ মোহাম্মদ চিশতি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মানসহ এশিয়ান আমেরিকান ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু নেতাদের দাবী

মুর্তি ভাংগা বন্ধসহ কুমিল্লার বাহারের গ্রেফতার করতে হবে

উত্তম সাহা

১৫ অক্টোবর রোববার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় কোয়ালিশন হিন্দুস এন্ড সিভিল সোসাইটির আয়োজনে ড: দিলীপ নাথের মূল পরিকল্পনায় এবং ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউ এস এ এর সভাপতি ভজন সরকার এর সভাপত্বিতে সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম সাহার সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শান্তি সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক লেখক ও ইউএস এর হিন্দু নেতা শিতাংশু গুহ , যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নবেন্দ দত্ত , সাধারণ সম্পাদক ও কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটির প্রফেসর ড: দ্বিজেন ভট্টাচার্য , আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ড: মাকসুদুল হাসান ,আওয়ামীলীগ নেতা সুবল দেবনাথ , সোমনাথ ঘোষ ,ইউনাইটেড ইন্দুস অফ ইউ এস এ এর নেতা সুশীল সিনহা , সুনীল সাহা , বিষ্ণু গোপ , সহ সভাপতি ভবতোষ মিত্র , সাধারণ সম্পাদক রামদাস ঘরামী , যুক্তরাষ্ট্র নেপাল হিন্দু কমিনিউটির নেতা নবরাজ কেসি নাজীম উদ্দীন মহামায়া মন্দিরের সভাপতি গোপাল সাহা সহ বক্তরা বলেন ,বাংলাদেশে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দুর্গাপূজার আগেই মুর্তি ভাঙ্গা সহ হামলা হুমকি চলমান রয়েছে। এসব বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কোনো ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়নি। ইতিমধ্যে কুমিল্লার এমপি বাহাউদ্দীন বাহার এবং নারায়ণগঞ্জ এর ফয়সালের বেফাঁস মন্তব্য সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকদের ভিতরে ক্রোধ এবং আতংক সৃষ্টি করেছে। তার বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

ক্যালগারি ক্যারিয়ার ফেয়ার অ্যান্ড ট্রেনিং এক্সপো

বাংলাদেশের কর্মশক্তির ক্ষমতায়নে ক্যারিয়ার কলেজ

রায়হানা জামান

১১ অক্টোবর বুধবার ক্যালগারি ক্যারিয়ার ফেয়ার অ্যান্ড ট্রেনিং এক্সপো কানাডায় অনুষ্ঠিত একটি অসাধারণ ইভেন্ট যা বিভিন্ন শিল্পের চাকরিপ্রার্থী এবং নিয়োগকারীদের এক ছাদের নিচে একত্রিত করেছিল। এই গতিশীল সমাবেশ ব্যক্তিদের নতুন কর্মজীবনের সুযোগ অন্বেষণ, সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের সাথে নেটওয়ার্ক এবং চাকরির বাজারে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা ছিল উদ্দেশ্য। ইভেন্টে তথ্যপূর্ণ সেমিনার এবং কর্মশালার বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক্সপোতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন, যা অংশগ্রহণকারীদের তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

ক্যালগারি ক্যারিয়ার ফেয়ার ও সেন্ট্রাল আলবার্টা ক্যারিয়ার ফেয়ার পরিদর্শন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেলোয়ার জাহিদ যিনি একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, গবেষক এবং কানাডায় বসবাসকারী একজন প্রবীণ সাংবাদিক, তিনি স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের স্পেশাল প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশ উত্তর আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি ও ক্যারিয়ার এডুকেশন উন্নয়নে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান একাডেমিক এডভাইজর সহ কমিউনিটির উন্নয়নে নানাভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ পেশাদার বা সাম্প্রতিক স্নাতক হোক না কেন, এই এক্সপো তাদের কর্মজীবনে সংযোগ স্থাপন, শেখার এবং অগ্রসর হওয়ার একটি অমূল্য সুযোগ প্রদান করেছে। এটি একটি দ্রুত পরিবর্তিত চাকরির ল্যান্ডস্কেপে চলমান শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, এটি তাদের কর্মজীবনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট করে তুলেছে।

"আনলকিং অপর্চুনিটি : আলবার্টাতে ক্যারিয়ার মেলা এবং ক্যারিয়ার কলেজগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা," আলবার্টার সমৃদ্ধশালী চাকরির বাজার এবং নিয়োগকারীদের সাথে চাকরিপ্রার্থীদের সংযোগে ক্যারিয়ার মেলার দ্বারা পরিচালিত প্রধান ভূমিকা তুলে ধরে। এটি প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প এবং চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি গন্তব্য হিসাবে আলবার্টার আবেদনের উপর জোর দেয়। প্রতিবেদনে নেটওয়ার্কিং, তথ্য সংগ্রহ, চাকরির সুযোগ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বর্ধিত দৃশ্যমানতা সহ ক্যারিয়ার মেলায় অংশ নেওয়ার সুবিধার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আলবার্টার ক্যারিয়ার কলেজগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে , যেগুলি স্থানীয় চাকরির বাজারের জন্য নবাগত, অভিবাসী এবং চাকরিপ্রার্থীদের ও প্রস্তুত করতে সহায়ক। এটি ব্যবহারিক সমস্যা এবং অভিজ্ঞতার সমাধান করার জন্য ক্যারিয়ার কলেজগুলি তাদের পাঠ্যক্রম ডিজাইন করার উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প-প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ অফার করে, সফট স্কিল বিকাশে ফোকাস করে, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং কো-অপ সুযোগের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে, ক্যারিয়ার সেবা

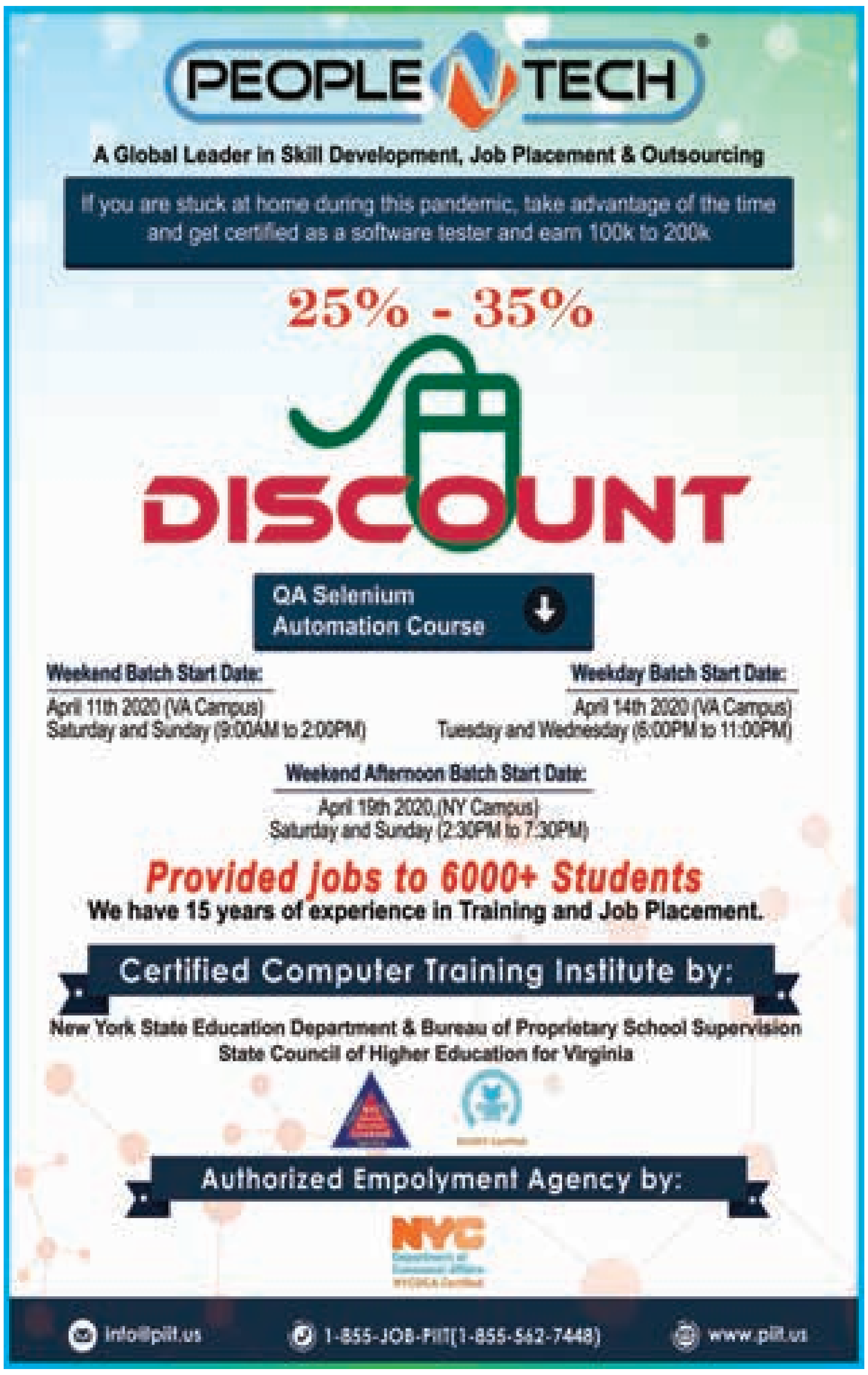
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

শরতে ২৫ চিত্রশিল্পীর শৈল্পিক চিত্রাংকন!

এমরান হোসাইন

সুন্দরের প্রশংসার আয়োজন করে উচিটিয়ানদের কৃতজ্ঞতার পাশে টেনে নিয়েছেন "উচিটাগ্রেট প্লানস ন্যাচার"। যা সত্যি প্রকৃতিপ্রেমী মানুষকে আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। প্রাণ-বৈচিত্র ও প্রকৃতি রক্ষার মধ্য দিয়ে ধরিত্রী বাঁচাতে সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের মধ্যে শনিবার এক ব্যতিক্রমী আয়োজন পার্ক জুড়ে চিত্রশিল্পীদের শৈল্পিক চিত্রাংকন ।

অপূর্ব এ আয়োজনে অংশ নেন পঁচিশ জন চিত্রশিল্পী। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনে ছিল বাইকিং, জগইন, চিত্রাংকন, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতিকে জানা, ও ফান্ড ক্রিয়েট একটিভিটি।

ক্যানসাস রাজ্যের প্রকৃতি ঘেরা ছোট্ট শহরের এ পার্কের প্রতিটি ট্রেলের কোণে মনের মাধুরী মিশিয়ে চিত্রশিল্পীরা রং-তুলিতে নিজের আপন শহর উচিটার প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। অনেকে - শরতের ঝড়ে যাওয়া পাতায় ঠাঁই নিতে কাঠবিড়ালীকে নিয়ে দৌড়ঝাপের ছবি একেঁছেন, কেউবা ছিমছাম পার্কের আঁকাবাকা পথের ধারে প্রকৃতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের ছবি এঁকেছেন। কেউবা রঙিন প্রজাপতির ওড়াওড়ির ছবি। ভোরের আলো থেকে সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত প্রকৃতির নানা ছবির উঠানামা সবদিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা। এ আয়োজনে অংশ নেন টরি পিটারসন, জর্ডান নিকোলাই,হোইনি কের,এ্যানি কিউমিং,টিসিু সুংয়িং,মেক স্মিথসহ আসা ২৫ চিত্রশিল্প । ৫৮ বছর বয়েসী

ক্যানসাসের হ্যালস্টেড শহর থেকে আসা চিত্রশিল্পী বেথ বেনেটা । যিনি- স্টোন দিয়ে করা হুতুম প্যাচাসহ নানা পণ্যের শো করেছেন। জর্ডান নিকোলী – উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সহজাত মিলমিশের অদ্ভুদ এক চিত্র এঁকেছেন । অসাধারণ আঁকিয়ে ডেনিয়েল মেলিফ। জুটি করে একে-অপরের বোর্ড এ রং ছিটিয়ে প্রকৃতি তুলে নব প্রয়াস পার্কে শিল্পমনা সবার মনযোগ আকৃষ্ট করেছেন। পার্কের সমতল ভূমি পাড়ি দিয়ে আকাবাঁকা পথ শেষে উৎসুক মানুষের ভিড় দেখে গেল। সেখানে উচিটা ওয়াইল্ড হ্যাবিট্যাট এলাকাকে কেন্দ্র করে লিখা বই "থিংকস টুডু ইন উচিটা" র লেখক ভেনিসা হোয়াটসাইড সহজ-সরল ভাষায় সবাইকে এ শহরকে নিয়ে নানা তথ্য জানাচ্ছেন। এ পার্কের মিউজিয়ামের এক উর্বধতন কর্মকর্তা বলেন- চিশলম ক্রিক পার্ক উচিটার বৃহত্তম পার্ক। প্রকুতির বৈচিত্র ও গুনগতমানের কারণে ২০২০ সালে এটি উচিটা ওয়াইল্ড হ্যাবিট্যাট এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রায় ২শ একর জমির উপর গড়ে উঠা এটি "উচিটা গ্রেট প্লানস ন্যাচার" নামে পরিচিত হয়ে উঠে। বর্তমানে এটি উচিটা পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। দীর্ঘ দুমাইল পাকা ট্রেইলর, জলাভূমি, পুকুর, ও বৈচিত্রে ভরা নানা বনজপ্রাণী সমৃদ্ধ এ পার্কে সারা বছর স্কুল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক নানা কার্যক্রম হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন হাব'-এর ৭ বিলিয়ন নিয়ে মতবিরোধ

এইচ বি রিতা

বাইডেন প্রশাসন থেকে হাইড্রোজেন জ্বালানীর উন্নয়ন ও উৎপাদনে ৭ বিলিয়ন অনুদান প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৩ অক্টোবর শুক্রবার

হোয়াইট হাউস এ ঘোষনা দেয়। এর জন্য 'ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি' সাতটি প্রকল্প বেছে নিয়েছে। কয়লা, তেল এবং গ্যাসের বিপরীতে হাইড্রোজেন পোড়ানোর সময় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে না। যদিও এটি কার্বন-ফ্রি এনার্জি দিয়ে উৎপাদিত হতে পারে, তবে বাইডেন প্রশাসন এর ৯৬ শতাংশ পরিবর্তন করতে চায় যা বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে আসে এবং পৃথিবীকে উষ্ণ করে।

এ নিয়ে বাইডেন প্রশাসন জানায়, এই কর্মসূচি দেশের উদীয়মান পরিচ্ছন্ন হাইড্রোজেন অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এর জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। তবে, অনেক জলবায়ু এ্যাডভোকেট সন্দিহান যে এটি আসলে নির্গমন কমাতে সাহায্য করবে।

জ্বালানি বিভাগের মতে, এই অর্থায়ন বছরে ২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমাতে সাহায্য করবে, যা রাস্তা থেকে ৫.৫ মিলিয়ন গ্যাসোলিন চালিত গাড়ি নেওয়ার সমতুল্য। তবে, অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, নতুন প্রচেষ্টা গ্রিনওয়াশিংয়ের চেয়ে সামান্য বেশি

হতে পারে। জলবায়ু সমর্থকরা উল্লেখ করেন যে, হাইড্রোজেন উৎপাদন, এমনকি নবায়নযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত হলেও, অত্যন্ত জল নিবিড় হতে পারে। এবং যেহেতু হাইড্রোজেন একটি অত্যন্ত দাহ্য এবং ক্ষয়কারী উপাদান, এটি শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

যদিও গবেষকরা সম্মত হন যে জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়াই উৎপাদিত ক্লিন হাইড্রোজেন, কৃত্রিম সার এবং ইস্পাত উৎপাদন সহডিকার্বনাইজ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, গবেষণায় দেখা গেছে, হিট পাম্প এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের মতো প্রযুক্তির চেয়ে এটি বাড়ির গরম এবং পরিবহনের জন্য অনেক কম দক্ষ।

এই বছর, কর্নেল ইউনিভার্সিটির ইকোলজি এবং এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজির অধ্যাপক রবার্ট হাওয়ার্থ গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন যে, সরাসরি বিদ্যুতায়ন এবং ব্যাটারিগুলি আরও উন্নত ও দ্রুত কিছু দেয়। তা সত্ত্বেও, জীবাশ্ম জ্বালানী কোম্পানিগুলি জলবায়ু সমাধানের জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদনের প্রচারের জন্য বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছে।

তেল কোম্পানিগুলোর মতে জীবাশ্ম জ্বালানী হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারে যতক্ষণ না কার্বন ক্যাপচারের মাধ্যমে নির্গমন করাহয় এবং বায়ুমণ্ডলের বাইরে রাখা হয়। কিন্তু, বাণিজ্যিক স্কেল কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি এখনও উপলব্ধ নয়ং ২০২১ সালেহাওয়ার্থের সহ-লেখিত একটি কাগজে দেখা গেছে যে, মিথেন গ্যাস এবং কার্বন ক্যাপচার ব্যবহার করে বাড়ি গরম রাখতে "ব্লু" হাইড্রোজেন তৈরি করার ফলে আরও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হতে পারে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে ভেটো যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চেয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রাজিলের উত্থাপিত প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় অবাধে মানবিক সহায়তা প্রবেশের জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্র ভোট দিলেও তা ভেটোর কারণে বাতিল হয়। যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ইসরাইলের জন্য অস্বস্তিকর কোনো প্রস্তাব জাতিসংঘে পাস হতে দেয়নি।

এর আগে যুদ্ধবিরতি চেয়ে রাশিয়ার প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে খারিজ হয়ে যায়। গাজা উপত্যকায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর চেষ্টার কারণে গত কয়েক দিনে ব্রাজিলের আনা খসড়া প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি অন্তত দুবার

পিছিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল বুধবার নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে ১২ সদস্য রাষ্ট্র ভোট দিয়েছে। রাশিয়া ও যুক্তরাজ্য ভোটদান থেকে বিরত ছিল।

জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড ভোটের পর ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন, 'আমরা কূটনৈতিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করছি। আমরা বিশ্বাস করি, সেই কূটনীতিকে কার্যকর হওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার।'

তিনি আরও বলেন, হ্যাঁ, খসড়া প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই এ নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমরা যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করব, সেগুলো অবশ্যই সংঘাতস্থল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের পদক্ষেপগুলো দ্বারা প্রত্যক্ষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকেও সমর্থন দিতে হবে, যা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদকে এ বিষয়গুলোও ঠিক রাখতে হবে।'

ওয়াশিংটন ঐতিহাসিকভাবেই তার মিত্র ইসরায়েলকে নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেওয়ার পর জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া বলেছেন, 'আমরা আবারও আমাদের আমেরিকান সহকর্মীদের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতা প্রত্যক্ষ করলাম।'

Bangladesh Law Society USA, Inc.
বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ, ইন্‌ক
সাধারণ সভা ২০২৩
Annual General Meeting
১৮ ই নভেম্বর ২০২৩, শনিবার বিকাল ৫টা
স্থানঃ মামা'স পার্টি সেন্টার (বাংলাদেশ প্লাজা)
37-15, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
সূধী / বিজ্ঞ সদস্য।
আসছে ১৮ই নভেম্বর ২০২৩ শনিবার বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ ও সংবিধান সংশোধনী সভা অনুষ্ঠিত হবে । এ সভায় আপনার উপস্থিতি সংগঠনকে আগামীতে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।
অতএব, সকল বিজ্ঞ সদস্যদের উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে ।
ধন্যবাদান্তে
এডভোকেট মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি
917-312-8322
এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল
সাধারণ সম্পাদক
929-374-5933
বিঃদ্রঃ আসন্ন নির্বাচন ২০২৩-এ ভোটার তালিকায় নাম অন্তভূর্ক্তির সর্বশেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৩ । সকল বিজ্ঞ সদস্যকে নবায়ন ফি বাবদ ২০ ডলার উল্লেখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হইল । ২০ নভেম্বরের পরে কেউ নবায়ন ফি পরিশোধ করলে অথবা নতুন সদস্য হলে তারা কেবল মাত্র সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন । তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না ।

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 20 - 26, 2023) | Promo Code : PSP42

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

- SALE $3.99/LB SIZE 5/8 — HILSHA CK OR MASALA BRAND
- SALE $13.99/EA SIZE 8/10 — HILSHA CK OR MASALA BRAND
- SALE $8.49/LB SIZE 10/12 — HILSHA CK OR MASALA BRAND
- SALE $1.89/LB SIZE 2/3 KG — ROHU CK OR MASALA BRAND
- SALE $3.99/LB SIZE 1 KG — MASALA BRAND FROZEN SHOIL
- SALE $8.99/EA 2 LB BAG — CK BRAND LOOSE KOI
- SALE $15.99/EA SIZE 6/8 2 LB BOX — CK BRAND GOLDA SHRIMP
- SALE $9.99/EA BLUE SEA SHELL ON EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG — MASALA BRAND RAW SHRIMP
- SALE $3.99/EA 500 GM — CK BRAND BAILA TRAY
- SALE 3/$4.99 200 GM — CK BRAND KESKI TRAY
- SALE $2.49/LB ZABIHA HALAL — FRESH WHOLE REGULAR CHICKEN
- SALE 99¢/LB NO CUT NO CLEAN — FRESH CHICKEN QUATER LEG
- SALE $1.29/LB NO CUT NO CLEAN — FRESH CHICKEN DRUMSTICK
- SALE $14.99/EA 20 LB — CAROLINA PARBOILED RICE
- SALE $19.99/EA 20 LB — NOYA PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $13.99/EA 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL
- SALE 2/$6.99 1 LITR — RAJDHANI MUSTARD OIL
- SALE $4.99/EA 2000 GM — SHAHAJALAL PLAIN PARATA
- SALE 3/$4.99 400 GM — SHAHAJALAL DAL / ALOO PURI / SINGARA
- SALE 3/$4.99 ONE DOZEN — MEDIUM BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

6TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 7TH TO OCT 13TH 2023

BELLEROSE — ALAM, J. MOHIUDDIN, SAIF — TEL: 347-657-8911
BRONX — LOOKMAN MOHAMMED, MD SOHEL HASAN, SHAMIM — TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS — BHUBON, RUMA ABEDIN, IQBAL IAQUAT — TEL: 347-658-4362
JAMAICA — MD MUKTAR ALI, RUNA, AMIT KUMAR BAUL — TEL: 347-626-8798
OZONE PARK — DELOWER, NOOR NOBI, SHAFEEK KALAMADEEN — TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (October 06 - 19, 2023) | Promo Code : PSP04

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

- SIZE 10-12 SALE $7.49/LB — HILSHA CK BRAND
- SIZE 1400 UP SALE $9.99/LB — HILSHA SHAHJALAL BRAND
- 3 KG SALE $1.49/LB — ROHU
- SALE $2.99/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX
- SALE $34.99/EA 50 LB — DELTA RICE
- 20 LB SALE $11.99/EA — CAROLINA PARBOILED RICE
- SALE $13.99/EA 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL
- 4 KG SALE $2.79/LB — MRIGAL
- 1 KG UP SALE $2.99/LB — SHAHJALAL BRAND PANGASH WHOLE
- SIZE 100/200 SALE $6.99/LB — DESHI MAGUR
- NO CUT NO CLEAN SALE 89¢/LB — CHICKEN QUARTER LEG
- SALE $18.99/EA 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $13.99/EA 10 LB — ESSENTIAL CHINIGURA RICE
- SALE $35.99/EA 2.5 GAL — MAZOLA CORN OIL
- SALE $5.99/EA 1 LB BAG — HAOR BRAND TAPOSHI IQF
- SALE $2.79/LB — GOLDEN POMFRET
- SALE 3/$5.49 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI
- SALE $7.99/EA 31/40-2 LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL BLUE SEA — RAW SHRIMP
- SALE $3.99/EA — MILK GALLON
- SALE 3/$5.49 ONE DOZEN — MEDIUM BROWN EGGS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023
UTTAM SAMADDER | MD ZALHOZ KHAN | SIRAJ CHOWDHRY

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023
MD. SHAMSUL HOQ | REZAUL HAQUE | SAH

SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023
BAHARU SHAMIMI | FATHIMA METU | ABDHUS SALAM

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023
MOHAMMAD JEWEL SIKDER | TANIA RAHMAN | ALAMIN

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
১৯৭১
সেই সব দিন
A FILM BY HRIDI HUQ
২৭ অক্টোবর
JAMAAICA MULTIPLEX
৩রা নভেম্বর
ALL OVER THE COUNTRY
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK
Jamaica Multiplex Cinemas, Queens
নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে শুভমুক্তি
২৭ অক্টোবর ২০২৩
সারাদেশে শুভমুক্তি ৩রা নভেম্বর ২০২৩
Advance Tickets on sale @ www.showcasecinemas.com and at theater box office
Media Partner -
প্রথম আলো
TBN 24

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

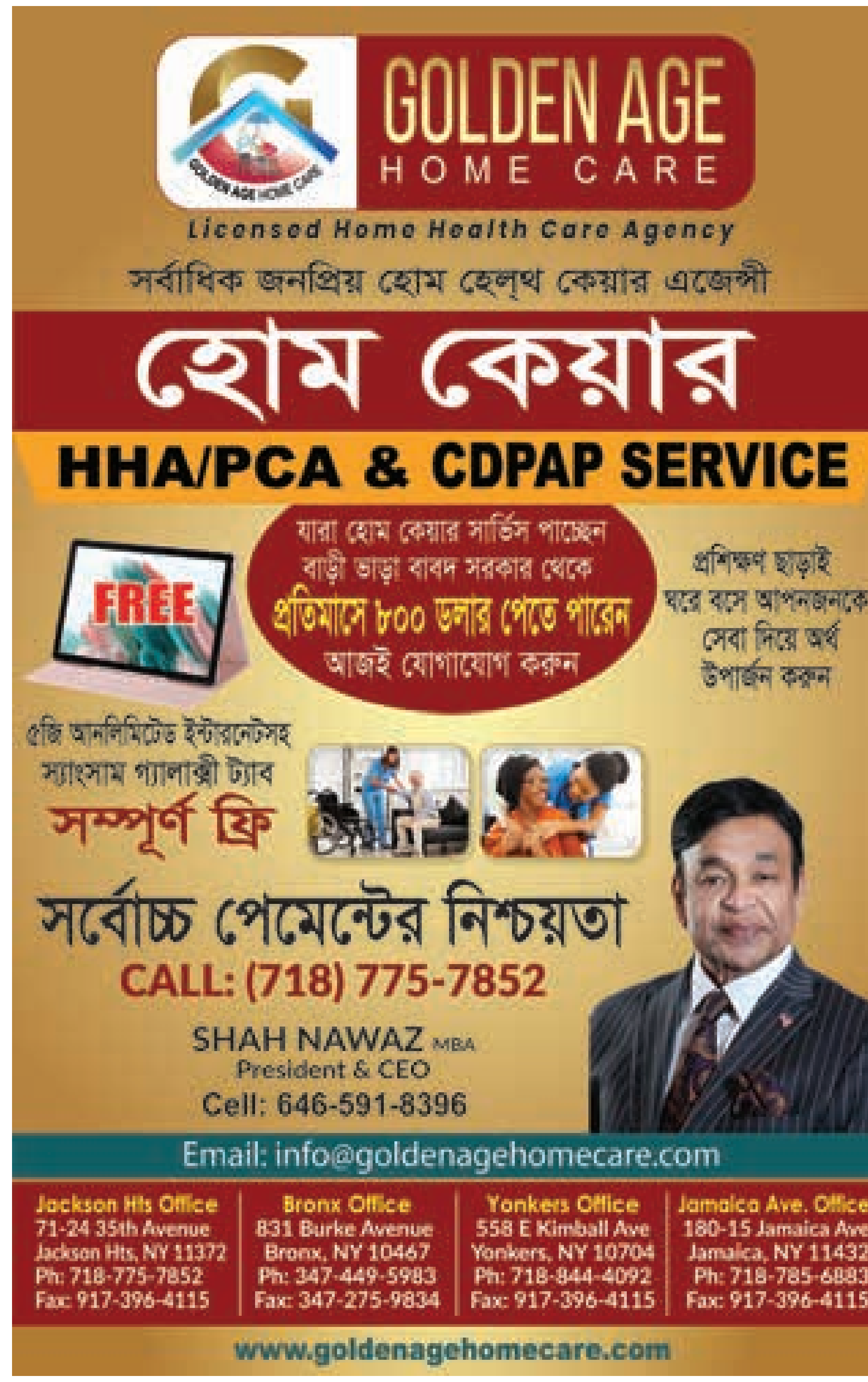
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
FREE
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যামসাং গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

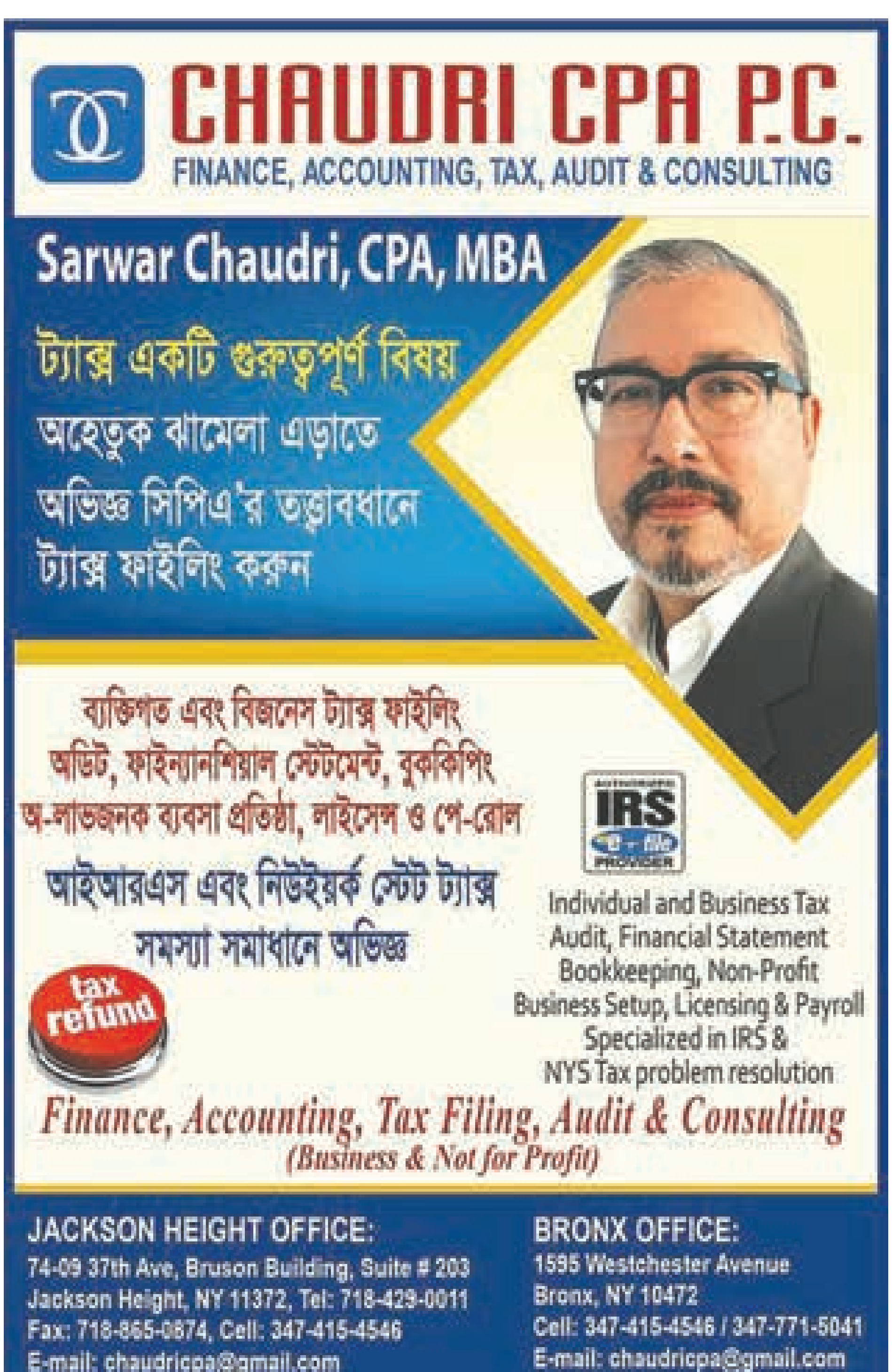
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

কমিশনার প্রার্থী হাবিব রেহমানের নির্বাচনী সভা

আটলান্টিক কাউন্টি

হাবিব রেহমান বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী।

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১৮ অক্টোবর, বুধবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার এট লার্জ প্রার্থী হাবিব রেহমানের সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির একটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনী সভায় আগামী ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থীরা সহ আটলান্টিক কাউন্টির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্হিত ছিলেন।

আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য ও ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পার্সন সুব্রত চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টির

ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার এট লার্জ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী কিম ও ব্রায়ান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, হিসপ্যানিক কমিউনিটি নেত্রী সেলেসথা ফারনানদেজ, ব্যবসায়ী নেতা আমের কাশ্মীরি, ভিয়েতনামী কমিউনিটি নেতা হুয়ান লি, মোঃ শাকের প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা আগামী ৭ নভেম্বরের নির্বাচনে হাবিব রেহমানের নিরঙ্কুশ বিজয় কামনা করেন।

আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইকেল সুলেমান আগামী ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থীদের 'বি কলামে' ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আহবান জানান।

হাবিব রেহমান তার বক্তব্য বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। আগামী ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিসাবে কমিশনার এট লার্জ পদে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, নাসিরউদ্দীন শেখ, বেলাল উদ্দীন, কাজল সরকার, জয়দেব কর্মকার সহ বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোকজন উপস্হিত ছিলেন। নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ও চট্রগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৫ অক্টোবর রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয় মিলাদ মাহফিল এবং চট্টগ্রামের বিশাল ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করা হয়, উক্ত মেজবানে ৩৫০০/৪০০০ লোকের খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়।

প্রতি বৎসরের ধারাবহিকতায় এই মেজবান ১০১৪ সাল থেকে অতন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অনেকে আনন্দ উদ্দীপনার মাধ্যমে সকল শ্রেনীর লোকের উপস্থিতিতে, এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে এই মেজবানে উপস্থিত থাকেন।

মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ সৈয়দ এরশাদ আল বোখারী এবং চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঈদ এ মিলাদুন্নবী অরগানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন আলী আকবর বাপ্পি

এবং সদস্য সচিব এর দয়িত্বে ছিলেন কোষাধ্যাক্ষ, কর্নফুলী ট্রাভেলসের সত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম (হারুন)।

যাদের একান্ত সহযোগীতায় অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক হয়েছেঃ মোহাম্মদ সামশুল আলম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার শেখ খালেদ, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী

সুর-সংগীতে একজন নিরুপমা

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্কে 'নজরুল জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে ড. নিরুপমা রহমানের অনবদ্য পরিবেশনা সকলকে মুগ্ধ করেছে। ১৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার মেরি লুইস একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় নজরুল জয়ন্তী। ড. নিরুপমা রহমান একজন নজরুল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, আমন্ত্রিত ছিলেন বিশেষ এ আয়োজনে।

সংগীতের সাথে যার জীবন জড়িত, তিনিই নিরুপমা রহমান। নীরা নামে সবাই ডাকে, মূলত বাবা-মায়ের নামের সাথে মিলিয়ে এ নাম রাখা। সংগীতের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ মূলত ছোটকাল থেকে। স্কুলজীবন শুরু হওয়ারও আগে, বাবা-মায়ের উৎসাহে সুরের সাথে, গানের সাথে তাঁর পথচলার শুরু। তিন বছর বয়সে হাতেখড়ি নিয়েছেন শ্রীমতী স্বপ্না রায়ের কাছে। তারপর গুরু কৃষ্ণকান্ত আচার্যের কাছে শেখা শুরু করেন। ছয় বছর বয়সে পণ্ডিত বারীণ মজুমদারের কাছে শেখার সুযোগ পান তিনি। যদিও পণ্ডিত বারীণ মজুমদার সাধারণত অত ছোট বয়সী

কাউকে শেখাতেন না। কিন্তু নিরুপমার পরম সৌভাগ্য ছিল যে ছোট বয়স থেকেই এমন গুণীজনের কাছে শেখার সুযোগ পান। এরপর টানা ১১/১২ বছর তাঁর কাছেই শিখেছেন নিরুপমা।

এইচ এস সি-পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলেও, আই সি সি আর স্কলারশিপ নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়বেন তিনি। কলকাতা হলো সমগ্র ভারতের সঙ্গীতের এক অনন্য পাঠস্থান, আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতারই অংশ। তাই গান শেখার সুযোগের ভাবনা আর সম্ভাবনা চিন্তা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরেজি সাহিত্যে পড়তে যান নিরুপমা।

যদিও পণ্ডিত বারীণ মজুমদার নিরুপমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাঁর গুরুবোন উপমহাদেশ প্রখ্যাত বিদুষী শ্রীমতী দিপালী নাগের সাথে, কিন্তু নিরলস প্রচেষ্টায় পরীক্ষায় উতরে নিরুপমা তালিম প্রাপ্তির সুযোগও পেয়ে যান বিদুষী শ্রীমতী দিপালী নাগের কাছে। তাঁরা দুজনেই আগ্রা ঘরানার কিংবদন্তী সম উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য ছিলেন। স্নেহভরে দীর্ঘ সময় বিদুষী শ্রীমতী দিপালী নাগ, নিরুপমাকে শুধু গানই

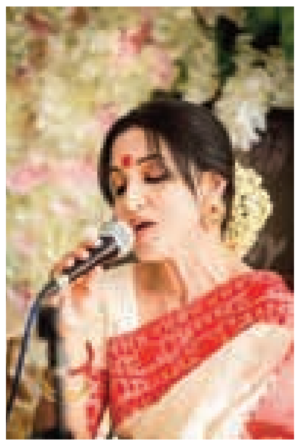

শেখাননি, তিনি শিখিয়েছেন সঙ্গীতে নানা দিক: কীভাবে সঙ্গীতকে নিজের মাঝে ধারণ করতে হয়, কীভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে অনুভব করতে হয়, আরো শিখিয়েছেন প্রতিটি রাগের প্রকাশে কীভাবে অনুভূতি তুলে ধরতে হয়।

এ ছাড়াও খুব ছোট থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হকের কাছ থেকে নেয়া তালিম, নিরুপমাকে শিখিয়েছে কীভাবে বাণীপ্রধান বাংলা গান, গানের বাণী, বাণীর সাথে সুরের মেলবন্ধনকে খুঁজতে, চিনতে ও ধারণ করতে হয়। দীপালি নাগ এবং ওয়াহিদুল হক দুজনেই নিরুপমার সঙ্গীত জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছেন। এছাড়াও সেই ছোট বেলাতেই প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সাদী মহম্মদের কাছে নিরুপমা রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন। আর নীলোৎপল সাধ্য, সালমা আকবরের মত গুণীজনদের কাছেও তালিম নেবার সুযোগ হয়েছে। নিরুপমার ক্যারিয়ার নিযে বলতে গেলে এ এক বিরাট অর্জন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স করার পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা তত্ত্ব নিয়ে 'এম এ' করেন তিনি। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার 'মনাশ ইউনিভার্সিটি' থেকে ডীনস এ্যাওয়ার্ড সহ রিসার্চ মাস্টার্স শেষ করে পূর্ণ বৃত্তি সহ 'ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন' থেকে পিএইচডি শেষ করেন । পি এইচ ডি-করতে করতেই তিনি মনাশ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘদিন 'মনাশ ইউনিভার্সিটি' ও 'ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর পর বর্তমানে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপনার করছেন। পাশাপাশি উচ্চতর ও বৈশ্বিক শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন আর তার প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত গবেষণায় রত আছেন নিরুপমা।

লেখালেখি নিরুপমার আরো এক ভালো লাগার বিষয়। অধ্যাপনা ও সংগীতচর্চার পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই নিয়মিত লিখেন তিনি। সংস্কৃতি, বাঙালির আত্মপরিচয় এবং উচ্চশিক্ষার নানা বিষয় নিয়ে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানান প্রকাশনায় লিখেন। নিরুপমার প্রথম বই 'বাঙালির অন্তরমহল' এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাতিঘর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব কিংবা শিক্ষা নিয়ে তার গবেষণা, সঙ্গীত ঘিরে তার মনন ও দর্শন, তাঁর লেখালেখিতেও বিপুল প্রভাব রাখে। এ নিয়ে তিনি বলেন, "ভাগ্যিস বাঙালি মায়ের কোলে জন্মেছিলাম, তাই তো বাংলা ভাষায় আমার আজন্ম অধিকার। বাংলা গানের বাণী, সুর, মনন দর্শনে আমি খুঁজে ফিরি নিজেকে প্রতিনিয়ত। অমন করে ভালোবেসে চর্চা আর চর্যায় থাকুক আমার বাংলা ভাষা, আমার বাঙালিয়ানা।"

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। নিরুপমা এর উদাহরণ। গানের পাশাপাশি রান্না করা, ভীষণ ভালোবাসেন তিনি। রান্নার মধ্যেও তিনি খুঁজে পান সঙ্গীতের রাগ পূরবী। রান্নার পাশাপাশি আপ্যায়ন করতে পছন্দ করেন তিনি। এ নিয়ে তিনি বলেন 'আমার এই ছোট্ট সাধারণ আটপৌরে জীবনের প্রতিটি দিন আমার কাছে ভালোবাসার উদ্‌যাপন। আমার চারপাশের সকলকে নিয়ে আমার জগত আর সেই জগতের বাসিন্দা সবাই আমার পরম আত্মজন। আমার যাপিত জীবনের প্রতিটি দিনের বেঁচে থাকা সুন্দরতর উদযাপন হয়ে ওঠে কেবলমাত্র চারপাশের সকলের ভালোবাসায় আর সকলকে ভালোবেসে। এই যে সকলের ভালোবাসার আলোতে পথ চলি, মায়ার ঋণে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকি, সেই ঋণ শোধ করার সাধ্য কী আমার। তবু একটু যত্ন করে পাত পেড়ে খাওয়াতে পারলে ধন্য হই , আপ্লুত হই।'

পুলিশ এসোসিয়েশনের বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড ডিনার

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক পুলিশে কর্মরত চৌকস অফিসারদের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, আপনারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন বলেই এই সিটির জনজীবনকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ সদস্যদের স্বনামধন্য সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন-'বাপা'র সপ্তম বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড ডিনার' ১৩ অক্টোবর শুক্রবার কুইন্সের বিলাসবহুল একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জমকালো আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের পর বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনে এই বর্ণাঢ্য নৈশ ভোজে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও অ্যাওয়ার্ড বিতরণ পর্ব শুরু হয় ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশি অফিসারদের প্রশংসা করে মেয়র বলেন, আপনারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন বলেই এই সিটির জনজীবনকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বাপার বোর্ড অব ট্রাস্টির সকলকে মঞ্চে ডেকে পরিচিতি করানোর পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুলিশ অফিসারদের পুরস্কৃত করা হয়। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ. ক্যাবান। এছাড়া ম্যান অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ বেঞ্জামিন গারলি, উইমেন অফ দ্য ইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ক্রিস্টিন বাস্টডেনরেক, কমান্ডিং অফিসার অফ দ্য ইয়ার ইন্সপেক্টর জেনকিন্স ১১৩ প্রিসটিঙ্কট, বর্ষসেরা পুলিশ অফিসার হয়েছেন তৌফিক বক্ত, সিভিলিয়ান অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন টিএম আনোয়ারুল কাদির।

অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ডেপুটি কমিশনার লিসা হোয়াট, ও নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, "ভালো" সংগঠনটি পেয়েছেন কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন ফার্স্ট ডেপুটি কমিশনার তানিযা কিনসেলা, অ্যাসেম্বলী ওমেন জেনিফার রাজকুমার, মেয়র অ্যাডামসের উপদেষ্টা ইনগ্রিড লুইস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাবেক প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, সুমন সাইদসহ অন্যরা।

বাপা'র সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এ কে এম প্রিন্স আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পরে তিনি স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কমিউনিটির কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। বাপা'র ট্রাস্টি মাসুদ রহমানের পরিচালনায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী টিনা ও কমিউনিটির জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রাজিব পরিবেশন করেন পছন্দের বাংলা গান। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দারুণভাবে উপভোগ করেন বিপুল সংখ্যক সংগঠনের সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান ২য় ভাইস প্রেসিডেনট ট্রাফিক সুপারভাইজার আলী চৌধুরী, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর অফিসার সর্দার মামুন, ট্রেজারার অফিসার রাসেকুর মালিক, কো ট্রেজারার সার্জেন্ট মেহেদী মামুন, মিডিয়া লিঁয়াজো অফিসার জামিল সরোয়ার, কমিউনিটি লিঁয়াজো অফিসার মাহবুব জুয়েল, সার্জেন্ট অফ আর্মস অফিসার হাসান আহমেদ, বাপা'র ট্রাস্টি অফিসার জসীম মিয়া, সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, অফিসার সব্বির আহমেদ , অফিসার রাজীব ঘোষ, ট্রাফিক সুপারভাইজার অনিক হোসাইন, অফিসার রিপন ইসলাম, অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট সাইদ আলী। বর্নঢ্য এই অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন বাপার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী।

বাপার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের পরিবার ছাড়াও নিউইয়র্কের বিশিষ্টজনদের ব্যাপক উপস্থিতিতি ছিল লক্ষণীয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে বাপা কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। সিটির সাথে বাংলাদেশি জনসমাজের সংযোগের সংগঠন হিসেবে উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে। বাপা'র কার্যক্রমে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি যুব তরুণদের মধ্যে পুলিশের চাকুরী গ্রহণ জনপ্রিয় হচ্ছে।

ওয়াশিংটনে সম্মাননা পেলেন লোক সংঙ্গীত শিল্পী অণিমা মুক্তি গমেজ

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

৭ অক্টোবর বিশেষ সম্মানে ভূষিত হলেন সম্প্রতি "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক" প্রাপ্ত ও বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় লোক সংগীত শিল্পী অণিমা মুক্তি গমেজ। বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, মেরিল্যান্ড ও বাঙালী-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন যৌথ ভাবে এই সম্মাননার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ দেশের জনপ্রিয় লোক সংগীতসহ নানা ঘরানার সংগীত পরিবেশন করেন। শিল্পীর হাতে বিশেষ সম্মাননা ক্রেট তুলে দেন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, মেরিল্যান্ডের সভাপতি শ্যামল ডি'কস্তা ও বাঙালী-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ডমিনিক রেগো। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য অভিনেত্রী ও নৃত্যগুরু ও একুশে পদক প্রাপ্ত শিল্পী লায়লা হাসান, শিল্পীর স্বামী রঞ্জিত চন্দ্র দাস, লেখক-প্রকাশক স্বদেশ শৈলীর এন্থনি পিউস গমেজ, স্ট্যানলি খোকন গমেজ, কবি শুক্লা গাঙ্গুলি। অতিথির সারিতে উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর সাবেক সহকর্মী নীলু গমেজ, শিল্পী টমাস গমেজ, শিল্পী কলিন্স গমেজ , শিল্পী কাঁকন রিবেরুসহ অনেকে।

মেরিল্যান্ডের আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যায় দুই দেশের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাঙালী-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনি জন গমেজ ও বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, মেরিল্যান্ডের সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিমা কোরাইয়া'র সাবলীল উপস্থাপনায় শিল্পী অনিমা মুক্তি সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক বক্রব্য রাখেন লেখক-প্রকাশক স্বদেশ শৈলীর এন্থনি পিউস গমেজ। তিনি শিল্পীর জীবন শুরুর গল্প শুনিয়ে আপ্লত করেন। বাঙালী-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্ট্যানলি খোকন গমেজ সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর বক্তব্য রাখেন। সাবেক সহকর্মী নীলু গমেজ একজন শিল্পী হওয়ার পিছনের কঠিন বাস্তবতার কথা তুলে ধরেন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন নৃত্যগুরু ও একুশে পদক প্রাপ্ত শিল্পী লায়লা হাসান। তিনি বলেন, অনিমা মুক্তি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের শিল্পী নন, তিনি বাংলাদেশের একজন উচ্চমানের শিল্পী। অনিমা আমাদের জাতীয় সম্পদ। অনিমা মুক্তি অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আজকের আমি হওয়ায় পিছনে অনেক কঠিন গল্প আছে। এই কঠিন সময়ে তিনি পাশে পেয়েছেন স্বামী রঞ্জিত চন্দ্র দাসকে। তিনি বলেন আমরা প্রবাসী হলেও আমাদের সন্তানদের বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি ঘটাতে হবে। আধুনিক ট্যাকনোলির সাথে বাচ্চাদের হাতে তুলে দিতে হবে সংগীতের যন্ত্র। তিনি বলেন, যেদিন আমার কাতারে তাদের পাবো সেদিন হবে আমার পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা।

অনুষ্ঠানে অণিমা মুক্তির উপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিপুল এলিট গনছালভেস এর এর গবেষণা ও সৃষ্টিকর্মে নির্মিত শিল্পীর জীবন কাহিনী ভিডিও ও স্থিরচিত্রে উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ। তিনি জনপ্রিয় লোক সংগীতের পাশাপাশি অন্যান্য গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। মিলন হবে কত দিনে, আমায় প্রশ্ন করে নীল দ্রুব তারা, আমার হার কালা করলা রে,বাংলার মাটি বাংলার জল, আমার সোনার বাংলা,পদ্মার ঢেউ রে,আমি রব না রব না বন্ধু বীণে প্রাণ বাঁচে না, বন্দে মায়া লাগাইছে,একি সোনার আলো, সোনার ময়না পাখি, আমি অপার হয়ে বসে আছিসহ আরো অনেক গান।

শিল্পীর সাথে তবলায় সঙ্গত করেন ড পল ফেবিয়ান গোমেজ, কীবোর্ড সুব্রত গোমেজ, মন্দিরা রতন রোজারিও।

সম্প্রতি বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে জনপ্রিয় এই শিল্পী "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক" গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

ওয়াশিংটনে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের প্রথম প্রস্তুতি সভা

ইমা এলিস

ওয়াশিংটন ডিসিতে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের প্রথম প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র (বাগডিসি) আয়োজনে শুক্রবার ভার্জিনিয়ার আলেকজান্ড্রিয়ায় প্রথম প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ফোবানা সম্মেলনে নতুন নতুন চমক থাকবে বলে ঘোষনা দেন স্বাগতিক সংগঠন বাগডিসি।

বাগডিসির সভাপতি রোকসানা পারভীনের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক কচি খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ও ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপার্সন এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, ফোবানা সম্মেলন এখন একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে। যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন ওয়াশিংটন ডিসিতেই যেন হয় এ যুগের সেরা ফোবানা সম্মেলন। সবাইকে প্রস্তুত থাকার জন্য তিনি আহবান জানান।

সম্মেলনের সভাপতি নুরুল আমিন নুরু বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা যেভাবে ফোবানার টিমকে সাজিয়েছি আশা করে আগামী বছরের ফোবানা সম্মেলন হবে সর্বকালের সেরা ফোবানা। আমাদের টিমে রয়েছে অনেকে অনেক দক্ষ ব্যক্তিবর্গ। সকলে মেধা পরামর্শেই আমরা একসাথে কাজ করবো।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কমিটির চেয়ারপার্সন এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর, বিশেষ অতিথি ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সেকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর, ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রেজারার প্রিয়লাল কর্মকার, ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক এবং বাগডিসির সভাপতি রোকসানা পারভীন প্রমুখ।

মাদ্রিদে বাংলাদেশী সুপারমার্কেট 'হাট বাজার' এর শুভ উদ্বোধন

জিয়াউল হক জুমন, বিশেষ প্রতিনিধি

মাদ্রিদে প্রবাসী বাংলাদেশীদের চাহিদা পূরণ করতে কামরুজ্জামান সুন্দর , মো: আবুল হোসেন এবং বিবেক জেড এর যৌথ মালিকানাধীন সুপার মার্কেট 'হাট বাজার' ১৩ অক্টোবর শুক্রবার ২৩ লাভাপিএস প্লাজায়, আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ, এনডিসি।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন , বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম উইং) মুনতাসিমুল ইসলাম , স্পেনে নিযুক্ত ভারত দূতাবাসের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি শ্রী আনমোলাম, বাংলাদেশ বাইতুল মোকাররম মসজিদের সভাপতি খুরশেদ আলম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মিয়া, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সাবেক সভাপতি এনায়েতুল করিম তারেক, স্পেন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট একরামুজ্জামান কিরণ, গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি আব্দুল মোজাক্কির, বাংলাদেশ বাইতুল মোকাররম মসজিদের খতিব হাসান বিন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ, এনডিসি।

মুহাম্মদ উল্লাহ, মাওলানা আসাদুজ্জামান রাজ্জাক , বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর রাসেল সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল লতিফিয়া বাংলাদেশ মসজিদের সভাপতি মাওলানা খলিলুর রাহমান, গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশন ইন স্পেনের উপদেষ্টা আব্দুল কাইয়ুম মাসুক ,আবুল কাশেম মুকুল,আব্দুল মোতালেব বাবুল ,ইফতেখার আলম,বিল্লাল হোসেন শাকিল, আসাদ আলী, দিদারুল আলম, জাকিরুল ইসলাম জাকি, জালাল হোসেন, পিন্টু আহমেদ, নাহিদ ভূইয়া, আব্দুল জব্বার, হাফিজ আবু তাহের মিসবাহ, সায়েক আহমদ প্রমুখ।

বাংলাদেশি উবার চালক রাকিবুল হাসান সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাকিবুল হাসান

বাংলাদেশি উবার চালক রাকিবুল হাসান (২৪) নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের বেল্ট পার্কওয়েতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। ১৬ অক্টোবর সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় এ ঘটনা ঘটে।

রাকিবুল হাসানের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলায়। ৪ বছর আগে মা-বাবা-ভাইয়ের সাথে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন রাকিবুল।

পুলিশ জানায়, চাচা মোহাম্মদ হানিফের টয়োটা প্রাইয়াস চালাতেন রাকিবুল হাসান। শিফট শেষে বেল্টপার্কওয়ে ধরে বাসায় ফেরার সময় ফ্লাটবুশ এভিনিউর নিকটে প্লামবীচ এলাকা অতিক্রমকালে দ্রুতগামী একটি বিএমডব্লিউ তার গাড়িতে প্রচন্ড বেগে ধাক্কা দেয়। প্রায় একইসময় অন্য পথ দিয়ে আসা সিআরভি হুন্ডাও রাকিবুলের গাড়ির সাথে ধাক্কা খায় এবং রাকিবুলের গাড়িটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

সংবাদ পেয়ে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ এসে মারাত্মক আহত অবস্থায় রাকিবুল হাসানকে ব্রুকলীনস্থ এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গুন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্ক পুলিশে 'মুসলিম একজিকিউটিভ কাউন্সিল' গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে আইন শৃঙ্খলা পেশাজীবীদের নিয়ে একটি 'মুসলিম একজিকিউটিভ কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন মুসলিম কর্মকর্তাদের নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জানিয়েছেন, চলমান সময়ের নানা চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য এ কাউন্সিল কাজ করবে। কমিউনিটির সাথে সংযোগ বৃদ্ধি, পেশাগত উন্নয়ন এবং ভাবমূর্তী নিয়ে এ কাউন্সিল কাজ করবে বলে তিনি জানান। ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার অনাড়ম্বর এক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এ একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ গড়িয়েছে ১৩তম দিনে। এই কদিনে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত সাড়ে ৩ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ১২ হাজার। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার পর্যন্ত হতাহতের তালিকা দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কেদরা হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'ইসরায়েলি ভয়াবহ আগ্রাসনের মারাত্মক ফলাফল এসব প্রাণহানি।' তিনি আরও বলেন, 'ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর এই গণহত্যা ফিলিস্তিনিদের ওপর জাতিগত নির্মূলকরণ প্রচেষ্টা। এর ফলে ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে গেছে।'

হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করে আশরাফ আল-কেদরা বলেন, 'ইসরায়েলি আগ্রাসনে মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৪৭৮। এ ছাড়া বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত পেয়ে আহত হয়েছে আরও অন্তত ১২ হাজার ফিলিস্তিনি।' স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও জানান, হতাহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী, শিশু ও বয়স্ক নাগরিক।

মোবাইল হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাপস হ্যাক করে ব্যাংক থেকে ডলার সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় প্রতারক চক্র। প্রতারক চক্র ধাপে ধাপে কাজটি করে। পাঁচশ থেকে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অ্যাকাউন্ট খালি করে ফেলা হয়। এক ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকলেও সব গুলো অ্যাকাউন্ট থেকে ডলার খালি হয়ে যায়।

কুইন্সের বাসিন্দা ইমরান কাজি জানান, টিডি ব্যাংক থেকে তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে মোটা অ্যাকাউন্ট ডলার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গত কয়েক দিন আগে আমার নামে ক্রেডিট কার্ড বানিয়ে বেশ কয়েক হাজার ডলারও হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। বাসায় বিল আসার পর তিনি জানতে পারেন যে তার নামে ভুয়া কার্ড বানিয়ে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ব্যাংকে গেলে তারা এ নিয়ে পুলিশে রিপোর্ট করতে বলা হয়। পুলিশ প্রিসেংক্টে গেলে তারা বলে, ব্যাংকের তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে আসতে। বিষয়টি ব্যাংকে জানালে পালটা বলা হয়, পুলিশ রিপোর্ট করলেই আমরা তদন্ত করে এর প্রতিবেদন দিতে পারি। নিজের হিসাবের অর্থ হারিয়ে এ ভাবে হয়রানি হতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দা আবুল কাশেমের চেইজ এবং সিটি ব্যাংক থেকে ডলার নিয়ে যায়। তিনিও একই ভাবে হয়রানির শিকার হন। ওজন পার্কের কাজি সাইফুলের বড় অঙ্কের একটি অ্যামাউন্ট চেইজ, ক্যাপিটল ওয়ান এবং সিটিজেন ব্যাংক থেকে নিয়ে যায়। ভুয়া কার্ড বানিয়ে এটিএম থেকে ডলার উত্তোলন করেছে প্রতারক চক্র। কোথায় কীভাবে ডলার অ্যামাউন্ট করে তাও ব্যাংক স্টেটমেন্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ডলার চুরির হোতাকে শনাক্ত করতে গড়িমসির অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের এক প্রবাসী সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে একইভাবে আইডি হ্যাক করে ডলার হাতিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। এ সব ঘটনায় কমিউনিটির সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশেষ করে টিডি, চেইজ ও সিটি ব্যাংকের গ্রাহকরা চরম আতঙ্কে আছেন। এ বিষয়ে টিডি ব্যাংকের কর্পোরেট কমিউনিকেশন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ম্যাথিউ আতঙ্কের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান ছুটি থেকে এসে ১৬ অক্টোবর জানাবেন। তবে এ বিষয়ে জানানোর কথা থাকলেও পরে তিনি আর কিছুই জানাননি। চেইজ ব্যাংকের মিডিয়া বিভাগের পাবলো রোদরিরোজ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন ইমেইলের উত্তর দেননি। সিটি ব্যাংকের জ্যাকসন হাইটস ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি এ প্রতিবেদকের সাথে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

হ্যাক হওয়া ডলার উদ্ধারে পুলিশ রিপোর্ট করতে গেলে হয়রানির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একটি প্রিসেংক্টে অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অপারগত প্রকাশ করেন।

এ দিকে একটি ক্রেডিট রিপেয়ার প্রতিষ্ঠানের সিইও জীবন চৌধুরি জানান, মোবাইল হ্যাক করে ডলার নিয়ে যাওয়ার একাধিক ঘটনা শুনেছি। যদি এমন কোন সমস্যায় কেউ পড়ে থাকেন তার ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অথবা ব্যাংক একাউন্ট থেকে ফ্রডের মাধ্যমে অন্য কেউ টাকা ট্রান্সফার করে নিয়ে গেছে , সে ক্ষেত্রে আল্ট্রা ক্রেডিট সলিউশনস ওই টাকা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরত নিয়ে আনতে সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান

সিল পিটিয়ে জাপার হাওলাদারকে এমপি

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন পটুয়াখালী জেলা পরিষদের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল হোসেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় শহরের একটি রেস্তোরাঁয় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেনের নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পটুয়াখালী জেলা পরিষদ ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ওই মতবিনিময় সভা করেন আফজাল হোসেন।

মতবিনিময় সভার একপর্যায়ে জামাল হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এখানে অনেকেই আছেন, এর আগে আমরা গোলকধাঁধায় পড়েছিলাম। গত পাঁচটি বছর। পটুয়াখালীতে রেডিমেড এসে (রুহুল আমিন হাওলাদার) আমাদের দিয়ে সিল পিটিয়ে, যেভাবেই হোক, কোনো উন্নয়ন হয়নি। ভুল করেছি।'

জামাল হোসেন আরও বলেন, 'আমরা সেই ভুলটা আর দ্বিতীয়বার করতে চাই না। আমাদের বলেছিল (রুহুল আমিন হাওলাদার) সোনার চামচ মুখে দিয়ে দেবে, এই যুবলীগের (জেলা যুবলীগের সভাপতি) শহীদ ভাই সাক্ষী, কি শহীদ ভাই? আমরা আর গোলকধাঁধায় পড়তে চাই না। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন—আমাদের আর এমন প্রার্থী চাপিয়ে দেবেন না।'

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়াকে নির্বাচনী মাঠ থেকে সরিয়ে জোটের শরিক হিসেবে জাতীয় পার্টির বর্তমান কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারকে তখন জায়গা করে দেয় আওয়ামী লীগ। ওই সময়ে তখন দলীয় মহাসচিব হিসেবে রুহুল আমিন হাওলাদার 'এ আসনে নৌকা নাই, লাঙ্গল হলো নৌকার ভাই' স্লোগান দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে রুহুল আমিনকে বিজয়ী করতে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

ভিডিও ক্লিপের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা পরিষদের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল হোসেন বলেন, 'শাহজাহান চাচার গত নির্বাচন (একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) সুষ্ঠু হয়েছে। তবে এর আগের (দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন) কেমন হয়েছে, সে (রুহুল আমিন হাওলাদার) কীভাবে বিজয়ী হয়েছে, আপনারা ভালো করে জানেন। এ বিষয়ে আমি ফোনে মন্তব্য করব না, জানতে চাইলে সরাসরি দেখা করেন।' এরপর ফোন কেটে দেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, 'এটা আত্মঘাতীমূলক বক্তব্য। এটা আওয়ামী লীগের বক্তব্য হতে পারে না। বর্তমান সরকারের অধীনে ২০১৪-এর নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। যিনি এই বক্তব্য দিয়েছেন, তিনি তাঁর দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। কারও পারপাস সার্ভ করে নিজেকে কলুষিত করেছেন তিনি।'

এদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে বক্তব্য দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

'প্রহেলিকা' সিনেমার প্রিমিয়ার শো'র

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্যা উইক" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নওশাবা রুবানা রশীদ এবং চয়নিকা চৌধুরী। সম্প্রতি নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা'য় প্রদর্শিত "প্রহেলিকা" সিনেমা নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন।

"বায়োস্কোপ" ফিল্মস'র একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন- নওশাবা রুবানা রশীদ। ইউনিভার্সিটি অফ রচেস্টার থেকে অর্থনীতি, অর্থবিদ্যায় স্নাতক। ওয়েলস ফার্গো'র উপদেষ্টা হিসাবে আছেন ২৫ বছর যাবত। তিনি একজন কোরিওগ্রাফার এবং নৃত্যশিল্পী-ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। নওশাবা রশীদ বে এরিয়া বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন তিন বছর। চয়নিকা চৌধুরী একজন বাংলাদেশি টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি ২০০১ সাল থেকে টেলিভিশন নাটক পরিচালনা করে আসছেন এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত তিনি ৩৪৭টি নাটক পরিচালনা করেছেন। ২০০১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'শেষ বেলায়' নাটকের মধ্য দিয়ে পরিচালনা শুরু করেন। ২০২০ সালে বিশ্বসুন্দরী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অভিষেক ঘটে তার।

বায়োস্কোপের কর্ণধার নওশাবা রশীদ বায়োস্কোপ সম্পর্কে বলেন, "আমি এবং আমার স্বামী রাজ হামিদ দুজনেই ভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করেছিলাম। রাজ হামিদ ছিলেন একজন চিকিৎসক, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এসব নিয়েই একসময় কাজ করেছেন। আমি নিজেও অর্থনীতি নিয়ে পড়েছি, কাজ করেছি ফাইন্যান্স নিয়ে। কিন্তু দুজনেই ফিল্ম দেখতে ভালোবাসতাম। এই ভালোবাসা থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। ২০১৭ সালের এপ্রিলে আমরা 'ভুবন মাঝি"

নামের প্রথম ছবি দেখাই। শখের বশে বাংলা ভাষার সিনেমা প্রবাসে বাংলাভাষীদের কাছে নিয়ে আসবো সেই প্রচেষ্টা করেছিলাম 'বায়োস্কোপ" ফিল্মস শুরুর মাধ্যমে। তারপর নিউইয়র্কে শুরু করি বাংলা সিনেমা দেখানো। বায়োস্কোপের ৩৬ নাম্বার সিনেমা প্রহেলিকা।"

এ বছর ঈদে স্টার সিনেপ্লেক্সের ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাঁচটি শাখা, ব্লকবাস্টার সিনেমাস, লায়ন সিনেমাস ও চট্টগ্রামের সিলভার স্ক্রিন মিলে মোট আটটি হলে মুক্তি পায়। আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তি পেয়েছে চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত সিনেমা 'প্রহেলিকা'। সিনেমা সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রেম-অবিশ্বাস-সন্দেহ আর প্রতিশোধের ছবিও 'প্রহেলিকা।' প্রহেলিকা মানে হচ্ছে ধাঁধা, রহস্য। পান্থ শাহরিয়ারের লেখা এই সিনেমায় মাহফুজুর রহমান আট বছর পর আবারো অভিনয়ে নতুন রূপে ফিরে এসেছেন। সাথে আছেন আরো ভালো কিছু অভিনয় শিল্পী, বুবলী, অপু, নাসিরুদ্দীন খান আরো অনেকে। আমার ইচ্ছা, নামের মতোই দর্শক সিনেমায় রহস্য উন্মোচন করবেন হলে গিয়ে সিনেমা উপভোগের মাধ্যমে। সিনেমাটা পুরোটাই একটা রহস্য, সাথে একটা ভালোবাসার গল্পও আছে। নতুন করে বুবলী'কে পাবেন দর্শকেরা। টিম অনেক পরিশ্রম করেছে। সুন্দর গান একটা সিনেমার জন্যে প্রাণ, 'প্রহেলিকা' সিনেমাতে রয়েছে পাঁচটি মারাত্মক রকমের সুন্দর গান। সিলেট, রাতারগুল, কক্সবাজার, নবাবগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ অনেক লোকেশনে আমরা কাজ করেছি।"

প্রবাসে দেশীয় সংস্কৃতি ধরে রেখেছে বায়োস্কোপ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এর কর্ণধার নওশাবা রশীদ আশাবাদী হয়ে জানান, "বাংলাদেশের ভালো সিনেমাগুলো আমরা আমেরিকায় আনার চেষ্টা করি। অনেক অপেক্ষার পর সিনেপ্লেক্সের নজর কাড়া সম্ভব হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে প্রযোজকদের হাতে যে বিনিয়োগ করছি তাতে ভবিষ্যতে যেন আরো ভালো সিনেমা বানানো হয়। করোনার কারণে প্রায় দুবছর বায়োস্কপের কাজ একেবারে বন্ধ ছিল। আমাদের মূল দর্শক হচ্ছেন বাংলাদেশি। তাই বেশীর ভাগ সিনেমা বাংলাদেশে তৈরি, এছাড়াও আমরা পশ্চিম বঙ্গের কিছু ফিল্ম নিয়ে এসেছি যেগুলো বাংলাদেশের কাহিনী ভিত্তিক। এছাড়া যৌথ প্রযোজনায় তৈরি কিছু মুভি যেখানে বাংলাদেশের অভিনয় শিল্পী কাজ করেছেন সেগুলোও আমরা আনি।"

চয়নিকা চৌধুরী, নাটক, চলচ্চিত্র নির্মানের প্রতি রয়েছে তার একনিষ্ঠ আগ্রহ ও শ্রম। যা মূলত তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে গেছে। দীর্ঘ বাইশ বছরের ক্যারিয়ার জীবন সম্পর্কে চয়নিকা জানান, "আমার নাটক লেখা শুরু হয় ১৯৯৫ সাল থেকে। আর নাটক পরিচালনা শুরু করি ২০০১ সালে। যে কারোর জন্যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে তার পরিবারের সমর্থন সবচাইতে প্রয়োজন হয়। আমার দীর্ঘ ক্যারিয়ার জীবনে আমি পরিবার থেকে সাপোর্ট পেয়েছি। তবে কাজের ক্ষেত্রে আমি নিজেকেই ক্রেডিট দেব, কারণ প্রধান ইচ্ছাটা আমার ছিল। আমার বোন তমালিকা কর্মকার, মাহফুজ আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, ফারিয়া আহমেদ, এরা এখনও আমার পাশে আছে।"

একজন নারী নির্মাতা হিসাবে চয়নিকা চৌধুরীর সাফল্য ব্যাপক। আমাদের দেশের জন্য তিনি একজন গর্ব। নারী নির্মাতা হিসাবে তিনি নিজ অভিজ্ঞতায় বলেন, "মহিলারা একাধারে যেমন ইমোশোনাল, তেমনি অন্যদিকে ভীষণ শক্ত মনের অধিকারী। নারী হিসাবে সিনেমা নির্মাণ বেশ কঠিন একটা কাজ। এখানে পরিবারের সমর্থন খুব বেশী দরকার, একজন নির্মাতাকে তার কাজটাকে চলমান রাখতে হবে। কাজটাকে ভালোবেসে, আনন্দ নিয়ে, ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে হিন্দী সিনেমা মুক্তি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। মুভি থিয়েটারে হিন্দী-বাংলা-ইংলিশ সব মুভিই থাকবে। বর্তমান সময় হচ্ছে সিনেমার জোয়ারের সময়, আমাদের দেশে অনেক মেধাবী নির্মাতা আছেন যারা অনেক ভালো কাজ করেন।"

"প্রহেলিকা"র গল্প, গঠন ও সাফল্য নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোকেয়া দীপা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় প্রথম আলো ইউএসএ লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ইলা মিত্র নাচোলের রানীমা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমিতি আন্দোলন শুরু করে। সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি সনাতনপন্থীদের যুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে অনেক প্রচার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নামক সংগঠনের মাধ্যমে নারী আন্দোলনের এই কাজ করতে করতে তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। সেই থেকে শুরু তাঁর অপরাজেয় জীবনযাত্রা, যা সমুজ্জ্বল আজও তাঁর মৃত্যুর পরেও। সরদার ফজলুল করিম এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছিলেন, 'ইলাদি, আপনি মৃত নন; জীবিত। আপনার কাছে আমাদের জীবনের ঋণের শেষ নেই। আপনি আমাদের পাশে আছেন; আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সংগ্রামের লাইনের একেবারে সম্মুখে আছেন। আমরা বলছি: জয়তু ইলা মিত্র। জয়তু ইলা মিত্র।'

১৯৪৫ সালে ইলা সেনের বিয়ে হয় দেশকর্মী কমিউনিস্ট রমেন্দ্র নাথ মিত্রের সাথে। রমেন্দ্র নাথ মিত্র মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিমচন্দ্র ও বিশ্বমায়া মিত্রের ছোট ছেলে। বিয়ের পর বেথুনের তুখোড় ছাত্রী ইলা সেন হলেন জমিদার পুত্রবধূ ইলা মিত্র। কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে। হিন্দু রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের নিয়মানুসারে অন্দরমহলেই থাকতেন ইলা মিত্র। তখনও তিনি মা হননি, তাই হাতে অফুরন্ত অবসর। এই বন্দি জীবনে মুক্তির স্বাদ নিয়ে এলো গ্রামবাসীর একটি প্রস্তাব। রমেন্দ্র নাথ মিত্রের বন্ধু আলতাফ মিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়ির কাছেই কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলা হলো। গ্রামের সবাই দাবি জানালেন তাদের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিতে হবে বধূমাতা ইলা মিত্রকে।

সংগ্রামী নেত্রী এভাবেই অন্দর মহল থেকে বের হয়ে এসে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন বৃহত্তর সমাজ সেবার কাজে। হয়ে ওঠেন এলাকার রানীমা। এ সময়ে তিনি স্বামী রমেন্দ্র নাথ মিত্রের কাছে জমিদার ও জোতদারের হাতে বাংলার চাষীদের নিদারুণ বঞ্চনা শোষণের কাহিনী শোনেন। আরো শোনেন এই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের প্রচেষ্টার কথা। কমিউনিস্ট রমেন মিত্র এর আগেই জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মোহ ত্যাগ করে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রমেন্দ্র নাথ মিত্র, ইলা মিত্রকে তাদের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। ছাত্রী জীবনেই ইলা মিত্র কমিউনিস্ট আদর্শের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাই স্বামীর আদর্শ ও পথচলার সাথে সহজেই নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন ইলা মিত্র।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলা ১৩৫০ সনে সমগ্র বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এসময়কার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মরিয়া হয়ে ওঠে শোষিত কৃষকেরা। তিনভাগের দুইভাগ ফসল কৃষকের এই দাবি নিয়ে বেগবান হয় তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের প্রচেষ্টায় সূচিত হয় এক যুগান্তকারী তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে জোরদার করতে থাকে। পার্টি থেকে রমেন্দ্র নাথ মিত্রকে গ্রামের কৃষক সমাজের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে কলকাতা থেকে নিজ গ্রাম রামচন্দ্রপুর হাটে পাঠালে স্বামীর সাথে ইলা মিত্র সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ করতে এগিয়ে আসে। এসময় ইলা মিত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে চলে যান। তখন নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করছিলেন। ইলা মিত্রের এই সাহসী পদক্ষেপ সে সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর মিত্র পরিবারের জমিদারি অঞ্চল রামচন্দ্রপুর হাট পূর্ব বাংলার রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ হিন্দু I পরিবার সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভারতে চলে যায়। কিন্তু ইলা মিত্রের শাশুড়ি এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ইলা মিত্র ও রমেন মিত্র পূর্ব বাংলায় রয়ে গেলেন। পাকিস্তান হবার পরও তেভাগা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পূর্ব বাংলার অনেক স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন হলে তারা কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পার্টির শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু নেতাদের প্রায় সকলকেই দেশ ছাড়া করা হয়। সরকারের এই দমননীতির ফলে কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনের নেতারা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্রও নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন।

তবে তেভাগা আন্দোলন রোধে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকেরা যে নিপীড়ন শুরু করেন, তাতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হতে হয় ইলা মিত্রকে। ১ নম্বর আসামি করে তাঁকেসহ ২৩ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তাঁর মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন মহল সোচ্চার হয়ে ওঠে সে সময়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। কলকাতায় চলে যান ইলা মিত্র। আর ফিরে ইলা মিত্র। আর ফিরে আসেননি পূর্ব বাংলায়। তবে সেখানেও নিশ্চিত হয়নি রাজনৈতিক আশ্রয়। পড়তে হয় দুরবস্থার মধ্যে। পরে এমএস পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে ভারতের শিক্ষা আন্দোলন ও নারী আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে ছিলেন অনেক বছর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতেও ইলা মিত্রের ছিল সক্রিয় ভূমিকা। প্রগতিশীল নারী, তুখোড় মেধাবী, খেলোয়াড়, সাহসী রাজনৈতিক কর্মী ও শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি নিজেকে লেখক হিসেবেও পরিচিত করে তুলতে সফল হয়েছিলেন তিনি। অনুবাদ করেছিলেন বেশ কয়েকটি রুশ গ্রন্থ। 'হিরোশিমার মেয়ে' গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য তিনি লাভ করেন 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড'। তবে তাঁর জীবনের গতিপথ কখনোই মসৃণ ছিল না, আর তা নিয়ে তিনি কখনো করেননি আক্ষেপও। ২০০২ সালে মৃত্যুবরণের আগপর্যন্ত তিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সংগ্রামী মানসিকতা তাই মৃত্যুর পরও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে সর্বস্তরে। তাঁকে নিয়ে লেখা 'ইলা মিত্র' নামের গ্রন্থটিতে মালেকা বেগম তাই যথার্থই বলেছিলেন, 'ইলা মিত্রের ইতি নেই। অন্তহীন তাঁর ইতিহাস, ইতিবৃত্ত ও ইতিকথা।' মালেকা বেগমের মতে, ইলা মিত্র এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কখনো অতীত হতে পারেন না।

ইলা মিত্র একটি নাম। একটি বিপ্লবের নাম; দর্শনের নাম। নারী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সাঁওতাল আন্দোলনের লড়াকুর নাম। ইলা মিত্র, নাচোলের রানীমা; তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু বিপ্লবী; সাঁওতালদের একান্ত আপনজন।

ইলা মিত্রের স্বপ্ন ছিল সফল বিপ্লবের, যে বিপ্লব বৈষম্যপীড়িত সমাজ পাল্টে দেবে; অবসান ঘটাবে শোষণের। এবং তা শুধু ভারতবর্ষেই নয়; গোটা বিশ্বের; এমনকি দরিদ্র বিশ্বের দেশে দেশে। সময়ের টানে ইলা মিত্র হয়ে ওঠেন বিপ্লবের দূত।

১৮ অক্টোবর এই কিংবদন্তি নারীর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং এ মাসেই তাঁর মৃত্যুরও পেরিয়ে গেল ২১ বছর। কিন্তু কখনোই 'অতীত' না হওয়া তেজোদীপ্ত ইলা মিত্র যেন স্বমহিমায় ভাস্বর চিরকাল।

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব খারিজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার উত্থাপন করা প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেছে। খসড়া প্রস্তাবে মানবিক কারণে যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি সব জিম্মির মুক্তি, সহায়তা প্রবেশের সুযোগ ও বেসামরিকদের নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ চাওয়া হয়। জাতিসংঘের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়।

গতকাল সোমবার জাতিসংঘে রুশ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এটি পাসের জন্য স্থায়ী-অস্থায়ী ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তত ৯ ভোট পাওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র চারটি রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ চারটি রাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট দেয়। উপস্থিত আরও ছয় সদস্য রাষ্ট্র ভোটদান থেকে বিরত থাকে।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ ছিল নিরাপত্তা পরিষদের সোমবারের বৈঠকের মূল ইস্যু।

বাসা ভাড়া

সম্পুর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ: ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্ট্রিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্ট্রিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ:929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধুমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট। শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেস্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১-৮৮৯-৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

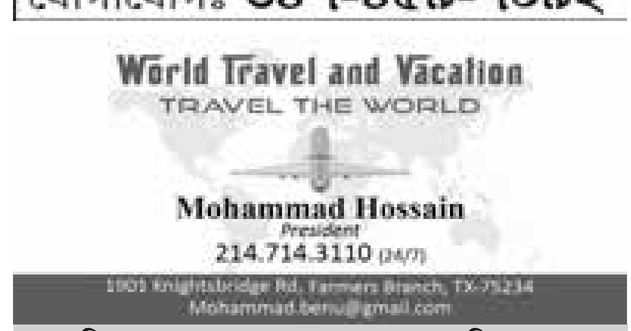

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে দেশে দেশে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে ১৩ অক্টোবর শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের পর মিছিল করেছেন ফিলিস্তিনিরা। রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ওই মিছিলে সব ফিলিস্তিনিকে জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের মোকাবিলা করার আহ্বান জানান তাঁরা।

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে বিক্ষোভ হয়েছে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদ ও ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে।

৭ অক্টোবর শনিবার ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর পশ্চিমা বিশ্বসহ বিভিন্ন মিত্র দেশের সরকার ও নাগরিকদের সমর্থন পায় তেল আবিব। অন্যদিকে, গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা হলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে আরব ও মুসলিম বিশ্ব।

ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে কয়েক হাজার নাগরিক মিছিল করেছেন। তাহরির স্কয়ারে সমাবেশ করেন তাঁরা। এ সময় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি পোড়ানো হয়েছে ইসরায়েলের পতাকা। কেউ কেউ সাদা কাফন পরে শামিল হয়েছিলেন প্রতিবাদে।

জর্ডানের রাজধানী আম্মানে প্রায় ১০ হাজার মানুষ ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ করেছেন। এতে বামপন্থী বিভিন্ন দল ও তরুণদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

এছাড়া পাকিস্তান, ভারত, লেবানন, তুরস্ক ও সিরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ হয়েছে।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদীপ হাতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়

কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে মন্ট্রিয়লে শোক সভা

গোপেন দেব, মন্ট্রিয়ল

প্রখ্যাত কবি প্রয়াত আসাদ চৌধুরীর মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো ও সেখানে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল উল্লেখ করে অটোয়াস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার ড.খলিলুর রহমান বলেছেন, কবির মৃত্যুর পরপরই তিনি প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও পররাষ্ট্র সচিবালয়ে যোগাযোগ করেন এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক নির্দেশেই বিমানের তিনটি টিকেট সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় বুদ্ধিজীবি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এই কবিকে কানাডাতেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার মন্ট্রিয়লে কবি অনুরাগীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোক সভায় হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান এ তথ্য জানান। নগরীর ক্যাফে রয়াল রেস্টুরেন্টে মুক্তিযুদ্ধের গবেষক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক তাজুল মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন শামসাদ রানা।

ড. খলিলুর রহমান জানান, কবি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনি সার্বক্ষণিক খবরাখবর রেখেছেন, হাসপাতালে গিয়ে দেখে এসেছেন।তিনি কবি আসাদ চৌধুরীকে একজন পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, উদার, নিরহংকারী ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে তাঁর মত বুদ্ধিজীবির লেখনি এখন খুবই প্রয়োজন। তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে বাংলাদেশে বায়াত্তরের সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা জরুরী বলেও উল্লেখ করেন।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, কবির প্রতিকৃতিতে ফুল নিবেদন ও এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় বক্তারা কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করে বলেন, আসাদ চৌধুরী বাঙালির এক অহংকারের নাম।

ক্লিয়ার ওয়াটার ফ্লোরিডায় ২৫-২৬ নভেম্বর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট

জুয়েল সাদত

তৃতীয়বারের মতো আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ক্লিয়ার ওয়াটার ২০২৩।

আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর, ফ্লোরিডার ক্লীয়ার ওয়াটারে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্টে দেশ বিদেশের শত শত প্রবাসী উপস্থিত থাকবেন।

ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ক্লিয়ার ওয়াটার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ প্রজন্ম একত্রিত হয়ে আনন্দময়, শিক্ষনীয় একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করা। আমেরিকার নানা শহরে আমাদের দেশের প্রবাসী বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, নানা প্রফেশনালরা নানা শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছেন। তাদের সকলকে একত্রিত করে বছরে একবার বা একাধিকার ভিউ এক্সচেঞ্জ এর ভুমিকা তেরী করা।

এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কনভেশন ক্লিয়ার ওয়াটারে অনুষ্ঠিত হবে ২৫ - ২৬ নভেম্বর। এরই মধ্য নানা শহরের প্রবাসীরা এই প্লাটফর্মে সংযুক্ত হয়েছেন। আপনি ও আপনারাও জড়িত হয়ে এটাকে বেগবান করতে পারবেন।

২ দিন ব্যাপী কনভেশনে থাকবে গুনি ব্যাক্তিত্বদের সম্মামনা, ডিনার ক্রুজ, কনসুলেট সেবা, টেলেন্ট হান্ট সহ ২০ টি সেগমেন্ট।নয়নাভিরাম ক্লিয়ার ওয়াটার ফ্লোরিডার সবচেয়ে আকর্ষনীয় বীচ। সেখানে ২ দিন ব্যাপী প্রবাসীদের মিলনমেলায় থাকবে বাংলাদেশের ও আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

২ দিন ব্যাপী কনভেনশনের সফলতায় ফ্লোরিডার নানা শহরে ও নিউইয়র্ক একাধিক প্রস্তুতি সভা চলছে।

পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনে ইতিহাস গড়তে চান মাহবুব সিদ্দিকী

বকুল খান

পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনে এমপি পদে প্রার্থী হয়েছেন -প্রথম কোন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মাহবুব সিদ্দিকী। দেশটির প্রধান বিরোধীদল 'প্লাটফর্মা অবিভাতেসস্কা' থেকে অনেক যাচাই বাছাই করে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

মাহবুব সিদ্দিকী প্রথম এমপি প্রার্থী যিনি 'বিদেশি' হয়েও রাজধানী গুরুত্ব পূর্ণ ওয়ারশ থেকে দলটির মনোনয়ন পেলেন। এর আগে পোল্যান্ডের কোনো দলই রাজধানী ওয়ারশ থেকে বিদেশীকে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি।

১৫ অক্টোবর পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচন । বাংলাদেশি মাহবুব সিদ্দিকী এর আগে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে জেলা পরিষদে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মাহবুব সিদ্দিকীর জন্ম ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে। তিনি মেডিসিন বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য রাশিয়ায় পাড়ি জমান। পরবর্তীতে অভিবাসী হয়ে বসবাস শুরু করেন পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে।

২০09 সালে পোল্যান্ডের রাজনীতিতে নাম লেখান মাহবুব সিদ্দিকী। যোগ দেন নাগরিক প্লাটফর্মা (প্লাটফর্মা অবিভাতেস্কা) দলে। তারপর তাঁর রাজনৈতিক মেধার কারণে দলের স্বাস্থ্য ও পরিবার কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কমিটি, পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি এবং শিক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

মাহবুব সিদ্দিকীকে নিয়ে পোল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় অনলাইন পোর্টাল 'অনেট ডট পিএল' একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছে।

ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাত, প্রতিবাদে বিবিসি থেকে সাংবাদিকের পদত্যাগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

হামাস-ইসরায়েল চলমান সংঘাত নিয়ে পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশ করার প্রতিবাদে বিবিসি থেকে পদত্যাগ করেছেন তিউনিসিয়ার এক সাংবাদিক। বাসাম বুনেনি নামে ওই সাংবাদিক বিবিসির উত্তর আফ্রিকা সংবাদদাতা ছিলেন।

গতকাল বুধবার তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে বিবিসি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। বুনেনি আরবিতে লেখেন, 'আজ সকালে, ব্রিটিশ সম্প্রচার করপোরেশন, বিবিসিতে আমি পদত্যাগপত্র দিয়েছি। পেশাগত ন্যায়বোধ থেকেই এটা দরকার বলে আমি মনে করছি।' এদিকে গাজায় ইসরায়েলি হামলার পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে বুনেনিসহ তিউনিসিয়ার মোট তিনজন সাংবাদিক পশ্চিমা গণমাধ্যম থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছে লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম নিউ আরব।

'ফ্রি প্যালেস্টাইন' পোস্টার হাতে, দুই বাংলাদেশী আটক ভারতে

ঢাকা ডেস্ক

হাতে 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' পোস্টার নিয়ে ভারতের স্টেডিয়াম থেকে দুই বাংলাদেশি আটক হয়েছে। ওই দুই বাংলাদেশি হলেন- মোহাম্মদ উল হাসান ও ফিরোজ আলী।

১৩ অক্টোবর শুক্রবারের ভারতের চেন্নাইয়ের এম.এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড ম্যাচ চলাকালীন তাদের আটক করে চেন্নাই পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাবাদের পরে অবশ্য রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় দুজনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবারের ম্যাচে এম.এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে (চিপক স্টেডিয়াম নামেই বেশি পরিচিত) প্রবেশ করার সময় দর্শকদের হাতে কলম ও কাগজ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা নিজেদের প্রিয় দল ও খেলোয়ারদের হয়ে সমর্থন জানাতে পারেন। কিন্তু নিজের প্রিয় দল বা প্রিয় খেলোয়ারকে সমর্থন করার বদলে 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' পোস্টার লিখে ম্যাচ চলাকালীন সময়ে তা নাড়াতে দেখা যায় মোহাম্মদ উল হাসান ও তার বন্ধু ফিরোজ আলীকে।

ম্যাচ শুরুর সময় থেকেই গোটা বিশ্বের নজর কাড়তে স্টেডিয়ামের সি-স্ট্যান্ড থেকে অনবরত ওই পোস্টার নাড়াতে থাকেন তারা। টিভি ক্যামেরাতেও বিষয়টি ধরা পড়ে। বিষয়টি নজর এড়ায়নি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের। বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকে। পরে পুলিশ তাদের দর্শক আসন থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে খবর অনুযায়ী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিক চিকিৎসা করাতে ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে এসেছিলেন।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া
ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ । যোগাযোগ : ফোন : 718-574- 5679.

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide contructions,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work washer sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician/Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only,
9am-1pm
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বাংলা সাহিত্য নিয়ে প্রথম ওয়েবসাইটের কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি কানাডার টরন্টোতে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সুব্রত কুমার দাস ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। ছবি: অমল দেব

বাংলাদেশি নভেলস ওয়েবসাইটের কুড়ি বছর পূর্তি

টরন্টো প্রতিনিধি

২ অক্টোবর উন্মোচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্য নিয়ে প্রথম ওয়েবসাইট বাংলাদেশি নভেলস bdnovels.org। সম্প্রতি টরন্টোতে সেই ওয়েবসাইটের কুড়ি বছর উদযাপন করা হয়। লেখক, গবেষক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব সুব্রত কুমার দাস দুই দশক পূর্বের এই উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উদ্যোগটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন টরন্টোর বহুল পরিচিত মুখ জনপ্রিয় সাংবাদিক ও রিয়েলটর মাহবুব ওসমানী, প্রতিভাবান আইনজীবী ব্যারিস্টার শামীম আরা, লেখক ও ইমিগ্রেশন কন্সাল্ট্যান্ট মনীষ পাল এবং প্রতিষ্ঠিত একাউন্টিং ফার্মের স্বত্বাধিকারী মোরশেদ নিজাম সিপিএ। সমবেত উপস্থিতির পক্ষ থেকে এই চারজনকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সংস্কৃতিকর্মী মম কাজীর পরিচালনায় এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলা মেইল পত্রিকার সম্পাদক ও এনআরবি টেলিভিশনের সিইও শহিদুল ইসলাম মিন্টু, বিশিষ্ট রাজনীতিক মহসিন ভূঁইয়া, সুব্রত কুমার দাসের স্ত্রী নীলিমা দত্ত, অসীম ভৌমিক, নিলয় সাহা, গবেষক সুজিত কুসুম পাল, কবি জান্নাতুল নাঈম, সংস্কৃতিকর্মী সামিনা চৌধুরী, লেখক ও উপস্থাপক দেবাঙ্গনা মুখার্জি ভৌমিক, রিয়েলস্টেট ব্যবসায়ী চিন্ময় দাস প্রমুখ তাঁদের অভিব্যাক্তি প্রকাশ করেন।

ওয়েবসাইট পরিচালনায় নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে দুই দশক আগে সাহিত্য নিয়ে একটি ওয়েবসাইট নির্মাণের স্বপ্নকে বিশেষ গুরুত্বে বলে দাবী করেন শহিদুল ইসলাম মিন্টু। ওয়েবসাইটটির উদ্যোক্তা সুব্রত কুমার দাসের স্ত্রী নীলিমা দত্ত তাঁর মধ্যবিত্ত সংসারের সঞ্চিত ব্যাংক ব্যালান্সের টাকা দিয়ে ওয়েবসাইট নির্মাণের স্বপ্নপূরণের গল্প শোনান সবাইকে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মঞ্চ উপস্থাপক অজন্তা চৌধুরী, রিয়ালটর মজিবুর মোল্লা, সমাজকর্মী প্রতিমা সরকার, প্রেজেন্টার সোমা চক্রবর্তী, প্রদীপ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী অপু সাহা, রেডহট তন্দুরীর স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলাম, পেশাজীবী জয়দীপ সরকার, এনআরবি টিভির পরিচালক রেজাউল হক, শিল্পী অমল দেব, ক্রীড়া ভাষ্যকার মাসুদ করিম, রিয়ালটর সুকোমল রায়, সমাজকর্মী শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দুই দশক আগে এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসার সভাপতিত্বে সেদিন প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রফেসর ফকরুল আলম, প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল ছাড়াও সেদিন কথা বলেছিলেন বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, বরেণ্য কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন প্রমূখ।

সংস্কৃতিকর্মী মম কাজী ওয়েবসাইটের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের সামনে দুই দশক আগে নির্মিত ওয়েবসাইটটির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ফিলিস্তিনিদের উপর বর্বর হামলার প্রতিবাদে ইতালি জুড়ে বিক্ষোভ

লাবন্য চৌধুরী, *ইতালি*

ইতালিতে ফিলিস্তিনিদের জন্যে একটি স্বাধীন ও যুদ্ধ মুক্ত প্যালেস্টাইন চেয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা। মিলান, তরিনো ও পালেরমোর পরে রাজধানী রোমে এই সমাবেশে গাজাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের উপর এই হামলা বন্ধের আহ্বান জানান।

১৩ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল ছয়টা থেকে "ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি জেরুজালেম, ফ্রিডম ফর গাজা" স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এবং গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতেই শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ছিল ইতালির রাজধানী রোমের প্রাণকেন্দ্র পিয়াচ্ছা ভিক্টোরিও।

ফিলিস্তিনি, আরবের বিভিন্ন দেশের এবং ইতালিয়ান নাগরিক সহ মানবাধিকার সংস্থা গুলো এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। হাতে ফিলিস্তিনিদের পতাকা সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যানার ফেস্টুন সেই সঙ্গে লাল ও সবুজ শিখা জ্বালিয়ে তারা প্রতিবাদ করে।

বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে গাজায় বোমা হামলা বন্ধের দাবি জানান সমাবেশে ইতালিয়ান একজন যুবক তিনি বলেন ইতালির বড় বড় শহরে হচ্ছে এই সমাবেশ। আমরা চাই ফিলিস্তিনিরা নিরাপদে ও শান্তিতে থাকুক, সেখানে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বর্বরতা বন্ধ হোক।

সমাবেশে উপস্থিত একজন তিউনিসিয়া নারী বলেন সেখানে পানি , খাবার ও কারেন্ট নাই, এমন কি বাসস্থান পর্যন্ত নাই, বহু বছর ধরে তারা আশায় আছে সেই দিনের যেদিন তারা সব কিছু ফিরে পাবে।

সমাবেশে ইসরাইলের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের সহানুভূতিকে মানবতা বিরোধী বলেছে বিক্ষোভকারীরা । এই সময় ফিলিস্তিনি এক নারী বলেন সেখানে নির্বিচারে আমাদের হত্যা করছে। শিশু, যুবক অথবা বৃদ্ধ কিছুই দেখছে না তারা, তাদের মধ্যে মানবিকতা নেই, আমরা আমাদের জন্মভূমিতে যেতে চাই, অক্ষত চাই আমাদের দেশকে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই, আর একটা বোমা যেন গাজাতে না পড়ে।

ইরানি একজন শিক্ষার্থী বলেন "সব কিছুর উর্ধে উঠে আমাদের প্যালেস্টাইন ও প্যালেস্টাইনের জনগণকে বাঁচাতে হবে।

লেখিকা অরুন্ধতী রায় রাষ্ট্রদ্রোহ অভিযোগের সম্মুখীন

কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্যের জের

ঢাকা অফিস

১৯৯৭ সালে "দ্য গড অফ স্মল থিংস" উপন্যাসের জন্য বুকার পুরস্কার পান অরুন্ধতী রায়। তার অন্যান্য উপন্যাসগুলিও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে তিনি দুটি রাজনৈতিক লেখাও প্রকাশ করেছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একজন কট্টর সমালোচক। তার এক দশক আগে কাশ্মীর নিয়ে করা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক মন্তব্যের অভিযোগে বিচারের মুখে পড়তে পারেন বুকার পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় এই লেখিকা। দিল্লির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন লেখিকার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

সিএনএন প্রকাশিত ২০২২-এর একটি প্রতিবেদনে, অরুন্ধতী রায় ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) ৬ জানুয়ারী ইউএস ক্যাপিটলে দাঙ্গাবাজদের সাথে তুলনা করেছেন। উল্লেখ করেছেন যে "আমার মতো লোকেরা 'দেশবিরোধীদের' তালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছে। আমি যা লিখি এবং বলি, বিশেষ করে কাশ্মীর নিয়ে।"

মোদি সরকার তার সমালোচকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন বাড়িয়েছে বলে অভিযোগের মধ্যেই অরুন্ধতী রায়ের ঘটনাটি সামনে এলো। যা নতুন করে অভিযোগের জন্ম দিয়েছে যে, প্রশাসন বাকস্বাধীনতা রোধ করতে চাইছে। এই মাসের শুরুর দিকে, নয়াদিল্লিতে পুলিশ ভারত সরকারের তদন্তের জন্য পরিচিত একটি বামপন্থী সংবাদ সংস্থার সাথে যুক্ত বিশিষ্ট সাংবাদিকদের বাড়িতে অভিযান চালায়।

বিষয়টি চরম সমালোচিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে, ভারতের ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ নয়াদিল্লি এবং মুম্বাইতে বিবিসির অফিসে অভিযান চালায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিবিসিকে কর ফাঁকির জন্য অভিযুক্ত করেছিল। তার আগেই বিবিসি তার একটি ডকুমেন্টারিতে ২০ বছরেরও বেশি সময় আগে মারাত্মক দাঙ্গায় মোদির কথিত ভূমিকার সমালোচনা করেছিল। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা একটি বিবৃতিতে বলেছেন, লেখিকা অরুন্ধতী রায় এবং অন্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়েছে এবং বিষয়টি এখন আদালতের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০১০ সালে রায় বলেছিলেন-" আজাদী মানে স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং প্রায়শই কাশ্মীরি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এই স্লোগান ব্যবহৃত হয়।"

ঐ বক্তব্যে অরুন্ধতী রায় আরো বলেন যে, "কাশ্মীর কখনই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। আপনি আমাকে আক্রমণাত্মকভাবে এবং যতবারই জিজ্ঞাসা করেন না কেন, আমি সেটাই বলবো।" এরপরেই লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলে- কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে জননিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছিলেন অরুন্ধতী। রায়ের বক্তৃতা ছিলো উস্কানিমূলক। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন, কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সাইদ আলি শাহ গিলানি এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সৈয়দ আবদুল রহমান গিলানি প্রাথমিক অভিযোগ দায়ের করার পর মারা গেছেন। কাশ্মীর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক শেখ শওকত হুসেন অরুন্ধতী রায়ের পাশাপাশি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

অনলাইনে পোস্ট করা তার ২০১০ সালের বক্তৃতায়, অরুন্ধতী রায় ক্রমবর্ধমান সহিংসতার মধ্যে ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর থেকে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদের প্রেক্ষিতে ন্যায়বিচারের জন্য কাশ্মীরি প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। কয়েক দশক ধরে, কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘন ঘন সহিংস আঞ্চলিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, উভয়ই সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে নিজেদের বলে দাবি করে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, প্রতি বছর কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতায় শত শত মানুষ নিহত হয়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত। ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান। সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাজী দুলাল মিয়া এনামের পরিচালনায় শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন আলাউদ্দিন জাহাংগীর। বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন

বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল তালুকদার, বীরমুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান, বীরমুক্তিযোদ্ধা রীচি, বীরমুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র

আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সামসুদ্দিন আজাদ, প্রবাসী কল্যান সম্পাদক সোলায়মান আলী, উপদপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, সদস্য জাহাংগীর আলাউদ্দিন, সদস্য নুরুল আফসার সেন্টু, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারন

সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ব্রঙ্কস ব্যুরো আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, ব্রুকলিন ব্যুরো সভাপতি নুরুল ইসলাম নজরুল, নিউইয়র্ক স্ট্রেট আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল, সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম, ওয়াশিংটন স্টেট আওয়ামীলীগের সভাপতি সাদেক, ভার্জেনিয়া আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক

রাসেল, স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাবেক সহসভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল, স্বেচ্ছাসেবকলীগনেতা সাখাওয়াত বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান, যুবলীগ নেতা মোঃ সিবুল মিয়া, আওয়ামী ফোরাম নেতা হারুনুর রশিদ প্রমূখ।

বর্ধিত সভায় ১৬ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের

ব্যানারে দলের গঠনতন্ত্র বিরোধী সভায় কতিপয় নেতা সহসভাপতি ফজলুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে উল্লেখ করায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ইতিমধ্যেই তাদেরকে কারন দর্শানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান। সম্প্রতি দলের উপদেষ্টা ড.মাসুদুল হাসান ফেইসবুক লাইভে জানান দলের হাই কমান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদের কার্যক্রম স্হগিত করার বিষয়ে ভূয়া তথ্যের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং ভার্জেনিয়া আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রাসেল সভায় উল্লেখ করেন এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা ড.সজিব ওয়াজেদ জয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করলে ড.জয় জানান যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান তার স্বপদে বহাল রয়েছেন।

রাশিদা আকতারের তিনটি গ্রন্থ নিয়ে কুইন্স লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠান শনিবার

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের গীতিকবি রশিদা আকতার। তাঁর প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ নিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশনা উৎসব এবং গ্রন্থালাপ। কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে হবে এ অনুষ্ঠান। ২১ অক্টোবর শনিবার বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। জ্যামাইকার হিলসাইড ৮৯-১১ মেরিক ব্যুলেভার্ডের কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গ্রন্থ তিনটি নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্টজন। আলাপে আবৃত্তিতে সাজানো এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে।

গীতিকবি রাশিদা আকতারের প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ হচ্ছে ' অতল সুরের সন্ধানে', 'হৃদয় ছুঁয়ে' এবং 'অগ্নি শপথ' ।

‘অক্টোবর সারপ্রাইজ’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলমগীর। একইসঙ্গে পূজার ছুটির মধ্যে সরকারকে মানে মানে পদত্যাগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গত বুধবার বিকালে সরকার পতনের একদফা দাবি ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে নয়াপল্টনে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, জনগণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জেগে উঠেছে। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথেই থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। নির্বাচনের পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শেখ হাসিনা আবারো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসবেন। এটাই আমাদের বার্তা। গতকাল বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহজাহান খান বলেছেন, বিএনপি নির্ভর করে পাকিস্তান আর আমেরিকার ওপর। আমাদের আস্থা এই দেশের জনগণ। তিনি বলেন, বিএনপি যেই অবস্থান ধর্মঘটের কথা বলছে, এই ঢাকা শহরে সেই অবস্থান ধর্মঘট পালন করতে দেয়া হবে না। এই বাংলার মানুষকে দিয়ে আমরা তাদের প্রতিহত করবো।

আড়াই মাসের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী ভোট আয়োজনের সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু এর মধ্যেই নির্বাচন কমিশনারদের একজন ভোট নিয়ে সংশয়ের কথা জানালেন।

নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেছেন, ‘নির্বাচন আদৌ হবে কি হবে না, এখনই বলতে পারব না।’ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বর্তমান সংসদের মেয়াদের শেষ ৯০ দিনের মধ্যে ভোট হতে হলে আগামী ১ নভেম্বর থেকে দিন গণনা শুরু করার কথা কমিশনের। কিন্তু ভোটের সময় সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা থাকবেন কি না—এমন প্রশ্নে দুই প্রধান দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী বিএনপি ঘোষণা দিয়ে উল্টো অবস্থানে আছে। সরকার পতন ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোটের দাবিতে এক দফার আন্দোলন করে যাচ্ছে বিএনপি। কমিশনার আনিছুর রহমান বলেন, ‘রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী হবে, না হবে কেউ বলতে পারছি না। কাজেই আমরা আশা করি যে একটা ভালো পরিবেশ হবে। পরিস্থিতি ভালো হোক এবং মন্দ হোক, যেটাই হোক তখন কিন্তু আমাদের একার কিছু করার থাকবে না।’

যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক মহলের চাপ রয়েছে অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়ার কোন দায় নেই। কেউ নির্বাচনে না আসলেও সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সংকট নিয়ে বিবদমান রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে কোন আলোচনা বা সংলাপের অবস্থা নেই। দুই পক্ষই অনড় অবস্থানে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে নির্বাচন নিয়ে কোন আলোচনায় যেতে রাজী নয় সরকার। ফলে দেশের রাজনীতি অনিবার্য সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এরমধ্যেই তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে সফরে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিয়ে রেখেছে। অক্টোবরের শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এরমধ্যে বিরোধীদের উপর মামলা গ্রেফতার বেড়ে গেছে বলে বিএনপি'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। ২৮ তারিখের সমাবেশের দিকে এখন দেশবাসীর নজর। এমন সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সরকার পতনের মতো কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্ভব কিনা , এ নিয়ে সংশয় থাকলেও বিএনপি সহ সরকার বিরোধীরা সরকার পতনের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নামছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংলাপ কতদূর!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংলাপ। কারন ২০০৬ এবং ২০০৭ সালেও এ সংলাপ হয়েছিল প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে। কিন্তু কোন সফলতা আসেনি। এবার সফলতা দূরে থাক কেউ কারো মুখ দেখতে নারাজ। তাহলে সমাধান কোন পথে। অনিশ্চিয়তার সুড়ঙ্গে অন্ধকার কি বাড়ছে?

শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে পর্যবেক্ষকদলটি বাংলাদেশ সফর নিয়ে তাদের মূল্যায়ন প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া এই দল গত ৮ থেকে ১১ অক্টোবর ঢাকা সফর করে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের ওপর জোর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষকদল। আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য বড় পরীক্ষা বলেও মন্তব্য করেছে দলটি।

প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে পারে এমন বিশ্বাসযোগ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও অহিংস নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রূপরেখা হিসেবে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। তারা মূলত নির্বাচন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার ওপর জোর দিয়েছে। ভিন্নমতকে সম্মান করাসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিকদের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত রাখার সুপারিশ করেছে তারা।

এ ছাড়া সহিংসতা না করার অঙ্গীকার এবং সহিংসতা যারা করবে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার তাদের সুপারিশে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সংহিসতা বন্ধ, সব দলকে নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশনসহ বেশ কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলেছে আইআরআই।

এ বিবৃতির পর বড় দুই দল সংলাপের ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, শর্ত দিয়ে বিএনপির সাথে কোন সংলাপ নয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবার নির্বাচন হবে। এর বাইরে অন্য কারো অধীনে নয়। এ কথা মানলে সংলাপ হতে পারে।

এর জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন, এ সরকার অবৈধ। সেই সরকারের সাথে কি সংলাপ। তিনি বলেন, এ সরকার আগে প্রমাণ করুক তারা বৈধ। তারপর সংলাপ। তার মানে হচ্ছে আপাতত সংকট আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সেই সংকট হচ্ছে বিএনপি বিহীন আগামী নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছে সরকার। এতে করে বাংলাদেশ ভাবমূর্তিসহ বিভিন্ন ঝামেলায় পড়তে পারে। অনেকের আশংকায় আছে মার্কিন খড়গের সীমানা আরো বাড়বে কিনা। তার মানে হচ্ছে সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক কোন বিধি নিষেধ দিতে পারে।

তবে আইআরআই বলেছে , ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচন বর্জন, সহিংসতা, ধর্মঘট ও নির্বাচনী অনিয়ম অনেক বাংলাদেশির কাছে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতাকে ক্ষুন্ন করেছিল। ফলে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি এখন নিয়মিতভাবে কম।

দলটি তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে, বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সরকারের সমালোচকরা ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। বিএনপির নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নির্বাচনে প্রশাসন দায়িত্ব না নিলে দেশের প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের পরিকল্পনা করছে। আর সরকার তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক পছন্দ প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস ক্ষুণ্ন করছে। ব্যাপক অবিশ্বাসের পরিবেশ, রাজনৈতিক সংলাপের অনুপস্থিতি উত্তেজনা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে সহিংসতা বাড়াতে পারে।

সংলাপের উল্টো প্রস্তুতি

সংলাপের কোন প্রস্তুতি কোন দলের নেই। হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। তবে রাজপথ যাতে বড় দুই দল দখলে রাখতে পারে সে জন্য দুই দল প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোজাকথায় রাজপথ দখল কেউ ছাড়বে না। তার অর্থ হচ্ছে সামনে মারামারি হানাহানি বাড়বে। আবার ২০০৬, ২০১৪ এবং ২০১৮ পরিস্থিতি আসতে পারে।

মির্জা ফখরুল সোমবার বলেছেন, সামনে আরো কঠোর আন্দোলন করা হবে। যাতে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ১৮ অক্টোবর রাজপথ দখলের জন্য বিএনপি এখন থেকে রাজধানীতে জন সমাগম করছে। হোটেলসহ বিভিন্নস্থানে মানুষ এনে ভরে রাখছে।

এ সব বক্তব্য শুনে মানুষের মনে আতঙ্ক বাড়ছে। কি হবে আগামীতে । অন্ততপক্ষে সংলাপ হলে কিছুটা আশার বাণী পাওয়া যেত। কিন্তু এখন জনগণের জন্য দেশের জন্য কোন বাণী নেই। শুধুই আছে আতঙ্ক । অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে দেশের অর্থনীতি। তবে অনেকে মনে করেন দেশী বিদেশী চাপে পড়লে রাজনৈতিক দল গুলো কিছুটা নমনীয় হতে পারে।

গাঁজা সেবী পুলিশ কি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে?

বিশেষ প্রতিনিধি

বিনোদনের জন্য গাঁজা সেবন নিউজার্সিতে এখন বৈধ। কে কোন সময় গাঁজা সেবন করতে পারবে, এ নিয়ে কোন নির্দেশনাও নেই। ফলে পুলিশ অফিসার গাঁজা সেবন করছেন, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে দায়িত্বও পালন করছেন। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরের মেয়র আদালতের নির্দেশনা চেয়ে মামলা করেছেন।

গাঁজা সেবী পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেয়া যাবে কিনা, এ নিয়ে মামলা করার কথা জানিয়েছেন জার্সি সিটির মেয়র স্টিভেন ফুলপ। ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র ফুলপ বলেছেন, নিউজার্সির আইনে বিনোদনের জন্য গাঁজা সেবন এখন বৈধ। যদিও ফেডারেল আইনে বলা হয়েছে ড্রাগ গ্রহণ অবস্থায় অগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না।

সাংঘর্ষিক এমন আইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন জার্সি সিটি মেয়র এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে করণীয় কী হতে পারে , তার নির্দেশনা চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়েছে। আদালতে করা আবেদনে বলা হয়েছে, জার্সি সিটির পুলিশ অফিসারকে আগ্নেয়াস্ত্র বহন এবং সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। আবার গাঁজা বৈধ করে নেয়ার ফলে , অনেক অফিসার নিয়মিত গাঁজা সেবন করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কর্তব্যকালীন অবস্থায় গাঁজা সেবন না করলেও কাজ শুরু করার ঠিক কতো সময় আগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা গাঁজা সেবন করেছেন - তা নির্ধারন কঠিন বলে আবেদনে বলা হয়েছে। ফেডারেল আইনে মাদক গ্রহণ করে অগ্নেয়াস্ত্র বহন করা ফেলোনি অপরাধ!

মেয়র বলেছেন, পুলিশ অফিসারকে কখনো কখনো এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। মাদকের প্রভাবে থাকা অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নিজের বা অন্যের জন্য মারাত্মকভাবে অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে। জার্সি সিটির পুলিশ অফিসারদের মৌখিকভাবে গাঁজা সেবন না করার পরামর্শ দেয়া হলেও পাঁচ জনের শারীরিক পরীক্ষায় ক্যানাবিস বা গাঁজা সেবনের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে মেয়র জানান। এসব পুলিশ কর্মকর্তাদের আগ্নেয়াস্ত্র বহন না করার কাজে দিতে গেলে তারা এমন দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

উপায়ন্তর মেয়র ও নগর কতৃপক্ষ নিউজার্সির ফেডারেল আদালতে আবেদন করে এ নিয়ে একটা নির্দেশনা কামনা করেছে। ফেডারেল আগ্নেয়াস্ত্র বহন আইন ও রাজ্যের গাঁজা সেবন আইনের সমন্বয় কীভাবে করা হবে , এ নিয়ে আদালতের নির্দেশনার অপেক্ষা এখন।

মার্কিন পার্লামেন্ট ভবন থেকে ৩০০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভেতরে বিক্ষোভের অনুমতি নেই। তবে বিক্ষোভকারীরা সিবিএস নিউজকে বলেছেন, ভিজিটর সিকিউরিটি চেকপয়েন্টের মাধ্যমে আইনত এবং সঠিকভাবেই তাঁরা ভবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের সেখানে জমায়েত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভ শুরু করার পরে পুলিশ সতর্ক করতে থাকে। না শোনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ প্রাথমিক তথ্য বলছে, প্রায় ৩০০ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। তবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আটকের প্রক্রিয়া চলতে থাকায় এ সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাপিটল পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জায়নিজম বা ইহুদি জাতিবাদী ধারণার বিরোধী সংগঠন ‘ইহুদি ভয়েস ফর পিস’ এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। এই সংগঠনের এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়েছে, যখন ৫০০ ইহুদি, রাব্বি (ইহুদি ধর্মগুরু) এবং হলোকাস্ট সারভাইভারদের উত্তরসূরি ‘গাজাকে বাঁচতে দাও’ বলে স্লোগান দিচ্ছিল এবং তাদের আটক করা হয়, তখন বাইরে ১০ হাজার মানুষ তাঁদের পক্ষে গান গাইছিল। যুদ্ধবিরতির দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

সংগঠনটি তাদের এক্স হ্যান্ডলে আরও বলেছে, ৭৫ বছর ধরে ইসরায়েল সরকার ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে আছে এবং ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্মূলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এখন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ সমর্থনে গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। আর এখানে আমরা ইহুদি তাদের এই অপকর্মের সহযোগী হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা কখনো তোমাদের সহযোগী হব না।

ক্যাপিটল হিলের ভেতরে বিক্ষোভ থেকে কয়েকশ ইহুদিকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল ক্যাপিটল হিলের ভেতরে প্রবেশের আগে শত শত মানুষ ক্যাপিটলের কাছে ন্যাশনাল মলে জড়ো হয়ে বাইডেন প্রশাসনকে যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

বিক্ষোভ অংশ নেওয়া একাধিক ব্যক্তি সিবিএস নিউজকে বলেন, বাইডেন প্রশাসন এই মুহূর্তে ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার রাখে। নিরপরাধ মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে এটি করতে হবে। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে। বাইডেন প্রশাসনকে চোখ খুলে তাকানোর অনুরোধ করেন তাঁরা। একজন বলেন, ‘গাজায় কী ঘটছে দেখুন। গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ দেখুন। আমি এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতির দাবি জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলসংখ্যক ইহুদি ধর্মাবলম্বী বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে নানা ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে। সেখানকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন।

রাজপথে আমেরিকার মানুষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিহিত করে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে কেউ চুপ থাকতে পারে না। এভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা ‘মানবতার জন্য লজ্জাজনক’। হাসপাতালে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় শত শত মানুষের মৃত্যুকে ‘জঘন্য অপরাধ’ অভিহিত করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইসরায়েলি বাহিনীর হাসপাতালে বোমা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাতার। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রলায় বলেছে, ইসরায়েল যেভাবে গাজার হাসপাতাল, স্কুল ও জনবহুল এলাকায় হামলা করছে এতে সংঘাত ভয়ংকরভাবে বিস্তৃত হচ্ছে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়ের এরদোয়ান বলেছেন, ইসরায়েল যে ন্যুনতম মানবিক মূল্যবোধেরও তোয়াক্কা করছে না গাজায় হাসপাতালে হামলা তার সর্বশেষ উদাহরণ। গাজায় ‘নজিরবিহীন নৃশংসতা’ বন্ধে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এভাবে নির্বিচার হামলা ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের চরম লঙ্ঘন’। মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ আল–সিসি বিবৃতি দিয়ে হাসপাতালে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘ইসরায়েলের এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইরানও। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ইসরায়েলি বাহিনী নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে গাজার নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষদের হত্যা করছে। জঘন্য এই অপরাধের মাধ্যমে ইহুদী এই রাষ্ট্রটি আরও একবার বিশ্বের সামনে তাদের অমানবিক ও পাশবিকাতেই তুলে ধরেছে।’ সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ও এই হামলাকে ‘মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে নৃশংস, জঘন্য, রক্তক্ষয়ী গণহত্যাগুলোর একটি’ অভিহিত করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। হাসপাতালে হামলার নিন্দা জানিয়েছে আরব লীগও। সংস্থাটির প্রধান আহমেদ ঘেতি বলেছেন, বিশ্ব নেতাদের অবিলম্বে এই ‘ট্রাজেডি’ বন্ধ করতে হবে।

এদিকে গাজার হাসপাতালে হামলার পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে একটি জরুরি বৈঠকে বসার জন্য অনুরোধ করেছে স্থানীয় সদস্য রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। হাসপাতালে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এমন হামলাকে ‘যুদ্ধাপরাধ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে ফিলিস্তিনের মানবাধিকার সংস্থা আল–মিজান। সংস্থাটি বলছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী হাসপাতালগুলো ‘নিরাপদ স্থান’ হিসেবেই বিবেচিত।

গাজার হাসপাতালে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস। অবিলম্বে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। গাজায় হাসপাতালে হামলার ঘটনাকে ‘ভয়ংকর’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেন, এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি আছে। কোনো হাসপাতালে এভাবে হামলা করার ঘটনা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

গাজার হাসপাতালে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ফ্রান্সও। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, মানবাধিকবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন সবার জন্য প্রযোজ্য। বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মিত্র ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের পর এবার তেল আবিব সফর করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জর্ডানে ফিলিস্তিনির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ আল–সিসির সঙ্গে তাঁর যে নির্ধারিত বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তা আর হচ্ছে না বলে জানিয়েছে জর্ডান। গাজার হাসপাতালে হামলার প্রতিবাদে জর্ডান বাইডেনের সঙ্গে নির্ধারিত এ সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করে। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যাওয়ার কথা ছিল বাইডেনের। সেখানে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল তাঁর।

টানা ১০ দিন গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। বাইডেনের সঙ্গে সম্মেলন বাতিলের ঘোষণায় জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেন, ‘যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়া এখন আর আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।’

অবশ্য জর্ডান আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার আগেই বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক বাতিলের ঘোষণা দেন ফিলিস্তিনির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তিনি আম্মান থেকে পশ্চিম তীরের রামাল্লার উদ্দেশে রওনা হন। এদিকে গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি বোমা হামলার ঘটনায় ফিলিস্তিনে তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে হামাসের মুখপাত্র ওসামা হামদান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ‘সবুজ সংকেত’ পাওয়া ছাড়া ইসরায়েলের পক্ষে এই হামলা চালানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘সবারই বোঝার কথা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন গতকাল ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টার বেশি বৈঠক করেন। এদিকে জো বাইডেনও আজ ইসরায়েল সফরে আসছেন।’

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, গাজার ওই হাসপাতালে তারা হামলা চালায়নি। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের নিক্ষেপ করা রকেটই ওই হাসপাতালে আঘাত করে। ইসরায়েলের আরও দাবি, ইসলামিক জিহাদ ইসরায়েলকে নিশানা করে রকেট ছুড়লেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেগুলো ওই হাসপাতালে আঘাত হানে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, গাজার ‘সন্ত্রাসীদের ছোড়া রকেটই’ নিশানায় গিয়ে পৌছাতে ব্যর্থ হয়ে ওই হাসপাতালে আঘাত হেনেছে।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

স্যার সিনড্রম, একজন ইমাম এবং পরিপ্রেক্ষিত

কাকন রেজা

ছবি দেখলাম তাও 'প্রথম আলো'তে, ইউএনও আর মসজিদের ইমামের কোলাকুলির দৃশ্য। কুমিল্লার লালমাইয়ের ঘটনা। ইউএনওকে নামাজের সময় কাতার সোজা করতে একটু সরে দাঁড়াতে বলেছিলেন ইমাম। ইউএনও এর ইগোতে লেগেছিলো, তাই তিনি ইমামকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন। প্রথমে সামাজিক মাধ্যমে এ কথা উঠলো, হলো প্রতিবাদ। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া গণমাধ্যম সামাজিক মাধ্যমের লেঞ্জা ধরে বাধ্য হয়েই খবর করলো। সঙ্গতই জল হয়ে উঠলো ঘোলা। অবশেষে সেই কোলাকুলির দৃশ্য। মধুরেন সমাপ্তি। জেলা প্রশাসক দুজনকে মিলিয়ে দিলেন এবং নটে গাছটি মুড়ালো। অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্নফ্রন্ট।

এর আগেও 'স্যার' না ডাকার 'অপরাধে' সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে হেনস্তা হতে হয়েছে অনেককে। হেনস্তা হতে হয়েছে সালাম না দেবার 'অপরাধে'! এটাকে আমরা বলি 'স্যার সিনড্রম'। 'স্যার সিনড্রম' বিষয়ে আমার আরো লেখা রয়েছে। এটাও একধরণের সামন্তবাদ, জমিদারতন্ত্র। সামন্তবাদ আমাদের এ দেশের অনেকের মগজে গেঁথে আছে। যার ফলেই শাসক আর প্রশাসকের শব্দগত প্রভেদটা তারা ভুলে যান। প্রশাসকের খবরদারি প্রশাসনের উপরে, অন্যদের উপরে নয়। কিন্তু তারা সামন্তবাদী মানসিকতায় প্রায়ই প্রশাসকের বদলে শাসক হয়ে উঠতে চান। নিজেদের ক্ষমতার দম্ভটা সাধারণ মানুষকেও দেখাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। শুধু সরকারি কর্মকর্তারাই কেন, এর বাইরেও রয়েছে সামন্তবাদী মানসিকতার মানুষ। যার ফলেই অন্যকে 'হাইল্লা' বলে ছোট করার প্রবণতা দেখা যায় আমাদের সোকল্ড এলিটদের মধ্যেও।

মনোবিজ্ঞানে এর অবশ্য সহমর্মী ব্যাখ্যা রয়েছে। মনোবিজ্ঞান বলে, ছোট বেলা থেকে বঞ্চিত অবহেলিত কিংবা নির্যাতিত কারো মনে একধরণের প্রতিশোধ পরায়ণতার জন্ম নেয়। যা প্রকাশিত হয়, সেই বঞ্চিত, অবহেলিত কিংবা নির্যাতিত ক্ষমতা পেলে। তার উপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের শোধ নিতে চায় সে অন্যের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং কালচারটাও তাই। যে ছেলেটা প্রথমবর্ষে পড়তে এসে র‍্যাগিং এর শিকার হয়, সেও যখন সিনিয়র হয় তখন জুনিয়রদের উপর র‍্যাগ দিয়ে নিজের সেই লজ্জা এবং রাগটাকে প্রশমিত করতে চায়। আমাদের অনেক সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কথিত অভিজাতদের অবস্থাও অনেকটা এরকম। তারা নিজেদের পুষে রাখা রাগটা অন্যের উপর দেখাতে চায়। দেখাতে চায়, 'মুই কি হনুরে'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন 'কেউ কথা রাখেনি'তে গিয়ে অবহেলিতদের ছোটবেলা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো/ লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা/ ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি ভেতরে রাস উৎসব'- এটাও সেই আক্ষেপ, ক্ষোভ। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা ক্ষোভটাকে শিক্ষা-রুচি এবং মানবিকতার সমন্বয়ে ঢাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সমন্বয়টা অনেকের বেলায়ই হয়ে ওঠে না। আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কথিত অভিজাতদের অনেকেই পড়াশোনা করেছেন কেবল চাকরি বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়, মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য নয়। সমস্যাটা এইখানেই।

যাকগে, সরকারি কর্মকর্তা বা কথিত অভিজাতদের কথা বললাম, ইমাম সাহেব বাদ রয়ে গেলেন। সেই ইমাম সাহেবের কথাই বলি। তিনি বলেছিলেন, ইউএনও সাহেবকে তিনি চিনতে পারেননি। এখন যদি প্রশ্ন করি, চিনলে কী করতেন, সরে যেতে বলতেন না, কাতার সোজা করার প্রয়োজন হতো না? জানি, এই প্রশ্নের জবাব দেয়া আমাদের অনেক ইমামের পক্ষেই কঠিন। তারা ইমাম শব্দের মানেটাই আত্মস্থ করতে পারেননি। ইমাম মানে নেতা। তিনি যখন মসজিদে নামাজ পড়ান, সেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, আমলা সবার তিনি নেতা। এই বোধটা আমাদের অনেক ইমামের মধ্যেই নেই। মন্ত্রী থেকে আমলা সবার কাছেই হাতকচলাতে দেখেছি এমন অনেককেই। তারা তাদের স্বাভিমান ও নিজের অবস্থান ভুলে স্রেফ সাহায্যপ্রার্থীর চরিত্র ধারণ করেছেন সেসময়। কেউ স্বীকার করুন আর না করুন এটাই বাস্তবতা।

ইমাম থেকে আসি আমাদের ইসলামি এক্টিভিস্টদের ব্যাপারে। তাদের অনেক ব্যাপারই আমার চিন্তায় ধরে না। এই যে হামাস আর ইসরায়েলের সংঘাতের কথাই ধরি। এখানে মূলত যুদ্ধটা ধর্ম নিয়ে নয়, ভূমির দখলদারিত্ব নিয়ে। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অনেক খ্রিস্টানও রয়েছেন। আমাদের আবেগটা হয়তো ধর্ম সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অন্য ধর্মালম্বী অনেকেই ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানভূতি প্রকাশ করেন, তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে শামিল হন। তাদের এই সহানুভূতি নিজ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদকৃত নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের প্রতি, ধর্মের প্রতি নয়। সুতরাং আমাদের কিছু ইসলামিস্টদের একচোখা হিসেবের অনেক ঊর্ধ্বে ফিলিস্তিনিদের এই সমস্যা এবং তাদের প্রতি সমর্থনের কারণ। বিস্ময় নয় বলতে পারেন একধরণের বিভ্রান্তির জন্ম দেয়, যখন দেখি আমাদের ইসলামিস্টরা বিশাল বিশাল সমাবেশ, মিছিল করছেন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে। অথচ নিজ দেশে যখন একজন মুসলমান, তিনি হতে পারেন একজন ইমাম বা মোহতামিম, একজন শায়খ কিংবা একজন ইসলামি চিন্তাবিদ হেনস্তার শিকার হন তখন কিন্তু তাদের এই কর্ম-তৎপরতা দেখা যায় না। কেন যায় না, সেই মিছিল বা সমাবেশ করলে হেনস্তার ভয় আছে বলে? সেইজন্যই কি নিরাপদ মনে করে দূরদেশের ফিলিস্তিনিদের জন্য এত উচ্চস্বর, এত বড় প্রোটেস্ট!

শেষ করি 'স্যার সিনড্রম' এর একটি নমুনা দিয়ে। আমার জেলায় একজন সরকারি আমলার কাছে ফোন করেছিলাম একটা বিষয় জানার জন্য। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে বাধ্য হয়েই আমার সাংবাদিক পরিচয়টা দিতে হলো, যা প্রয়োজন না পড়লে সাধারণত আমি দিই না। কিন্তু সেই আমলা'র কথা শুনে রীতিমত বেকুব হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি রেগুলার সাংবাদিক নই। রেগুলার হতে হলে তার বা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের কাছে সশরীরে সাক্ষাত দিতে হবে। পদবিতে তিনি একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। জানি না, টিম সেবাস্তিয়ান যদি কোনো কারণে তাকে ফোন করেন, তাহলেও তিনি তাকে সাংবাদিকের মর্যাদা দেবেন কিনা, যেহেতু সেবাস্তিয়ান তার সাথে দেখা করেননি!

আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পরিবেশ

আফতাব চৌধুরী

পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সমুদ্রস্রোতগুলো একত্রে এক বিরাট ফ্লাইং হুইল বা কনভেয়ার বেল্টের কাজ করে। কখনও হিমশীতল পানি বয়ে আসে মেরুপ্রদেশ থেকে, কখনও উষ্ণ পানি প্রবাহিত হয় নিরক্ষিয় অঞ্চল থেকে উত্তর ও দক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন হয় নিম্নচাপ বলয়গুলোর (লো প্রেসার বেল্ট)। পরিবর্তন হয় অসংখ্য সমুদ্রস্রোতের যার একটির নাম এল নিনো, যেটি পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর বুকে তৈরি হয় আবার হারিয়েও যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বিষুবরেখার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের যে অংশ রয়েছে তার পূর্ব প্রান্তের পানির তাপমাত্রা পশ্চিম প্রান্তের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে কম। তাপমাত্রার এই পার্থক্য প্রায় দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মহাসাগরের এই প্রান্তে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, ইকোয়েডর ও চিলির উত্তরাংশ। সমুদ্রের গভীর থেকে মাছের খাদ্যসমৃদ্ধ শীতল পানি উঠে আসার ফলে সাগরপাড়ে এই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর সুবিখ্যাত মৎস্যচাষ কেন্দ্র। বাণিজ্যিক বায়ুর (ট্রেইড উইন্ড) প্রভাবে শীতল পানির স্রোতে (পেরু স্রোত) দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে এসে বয়ে যায় বিষুবরেখা বরাবর এবং ক্রমশ এই পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণ পানি গিয়ে সঞ্চিত হয় ইন্দোনেশিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে।স্বাভাবিক নিয়মেই পানি বাস্পীভূত হয়ে সৃষ্টি হয় মেঘপুঞ্জের। নেমে আসে বৃষ্টিধারা। আবার দক্ষিণ মেরু অঞ্চল থেকে বয়ে আসে হিমশীতল স্রোত। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তটে ধাক্কা খেয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে আবার বিষুবরেখার সমান্তরালে পূর্ব থেকে পশ্চিমাভিমুখে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এভাবেই চলতে থাকে। প্রতি পাঁচ থেকে দশ বছর অন্তর আসে পরিবর্তন। কোনও অজ্ঞাত কারণে বাণিজ্যিক বায়ুর ক্ষমতা অনেক কমে যায়। অনেক সময় বিপরীতমুখীও হয়। বায়ুর প্রবাহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে নাহয়ে হয় পশ্চিম থেকে পূর্বে। ফল স্বরূপ উষ্ণ পানি এসে সঞ্চিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। এতে ঠান্ডা পানির মাছের মৃত্যু হয়। অবনতি হয় মৎস্য শিল্পের। যে সমস্ত পাখি মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে তারা মরতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। মাছ ও পাখির শরীর নষ্ট হয়ে যে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয় তাতে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে এরা বন্দরে ভিড়তে পারে না। সৃষ্টি হয় সামগ্রিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার। এর সঙ্গে অনেক সময় আসে মহামারী। যে রকম ১৯৮২-৮৩ সালে পেরু, ইকুয়েডোর ও বলিভিয়ায় এসেছিল ম্যালেরিয়া, অতিবৃষ্টির কারণে। এই এল নিনোই টনক যা নড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের। সারা পৃথিবীজুড়ে ক্ষতির অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩০০ কোটি ডলার। মৎস্য শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও আঘাত এসেছিল জলবায়ুর উপর। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো ছিল অস্ট্রেলিয়ায় বালির ঝড়, তাবিতি দ্বীপে (প্রশান্ত মহাসাগর) সাইক্লোন, আফ্রিকায় অনাবৃষ্টি, ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে বন্যা ও ভারত, বাংলাদেশ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস। ইন্ডিয়ান মেটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল স্যার গিলবার্ট ওয়াকার অনেকদিন আগে লক্ষ্য করেছিলেন এল নিনো বছরগুলোতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর বায়ুচাপের তারতম্য হয়। মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে ঘন উচ্চচাপ তৈরি হলে পূর্বে নিম্নচাপ। এই ঘটনার তিনি নাম দিয়েছিলেন সাউদার্ন ওসিলেশন। এল নিনো ও সাউদার্ন ওসিলেশন-এর ক্ষেত্রে নামকরণ হয় এনসো এবং পরবর্তীকালে এনসোর সাহায্যেই জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন ধরে ফেলা সম্ভবপর হয়েছে।

গত গ্রীষ্মে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রখর গ্রীষ্ম বা তাপপ্রবাহের খামতি। বিগত বছরগুলো তাপপ্রবাহের তুলনায় ২০১১ সালের তাপপ্রবাহের সংখ্যা অনেক কম। সাধারণত কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে সূর্য লম্বাভাবে কিরণ দেওয়ায় স্থলভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় ও শক্তিশালী নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ু হিসাবে প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা সমুদ্রতল থেকে জলীয় বাষ্প সহ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালো মেঘ ঢেকে যায়, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হয়, শুরু হয় বর্ষাকাল, যার আরেক নাম মৌসুমি বিস্ফোরণ। কিন্তু এ বছর এই 'শীতল গ্রীষ্ম' কি মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী, গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠ অত্যধিক গরম হওয়া স্বাভাবিক বর্ষার অন্যতম শর্ত হলেও, সেটাই সব কিছু নয়। শীতল গ্রীষ্মের সঙ্গে স্বাভাবিক বর্ষার ছন্দপতনের কোনো নির্দিষ্ট গাণিতিক সমীকরণ নেই। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা কম থাকলেও স্বাভাবিক বর্ষা হতে পারে।

আমাদের দেশে দিনদিন বনাঞ্চলের পরিমাণ তীব্রগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। নিধনের এ হার অব্যাহত থাকলে আর ক'বছর পর আমাদেরকে মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অবশ্যই বন নিধন বন্ধ করতে হবে আর যেখানেই সম্ভব বিশেষ করে মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাস্তার পাশে যত বেশি সম্ভব গাছের চারা রোপণ করে বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। আর এ কাজ করতে হবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাহলে হয়ত মরুভূমির এবং জলবায়ুর পরিবর্তনে যে ক্ষতি হওয়ার কথা তা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

আপনাদের প্রয়োজনেই 'সংখ্যালঘু' থাকাটা প্রয়োজন

শিতাংশু গুহ

বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে হিন্দুরা 'সংখ্যালঘু' ছিলোনা। বৌদ্ধ বা খৃষ্টানরা সংখ্যালঘু ছিলোনা। ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন হলেও সবাই বাঙ্গালী ছিলো, মনেপ্রাণে বাঙ্গালী না হলেও চেষ্টা ছিলো, সরকারি সাপোর্ট ছিলো। এরপর জিয়াউর রহমান সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে 'বিসমিল্লাহ' আমদানী করলেন। এরশাদ সংসদে ১০মিনিটে 'রাষ্ট্রধর্ম' বিল পাশ করে, 'ইসলাম' সংবিধানে পাকাপোক্ত করে দেন্। সংবিধানে ৫ম ও ৮ম সংশোধনী বহাল থাকলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-আদিবাসী-নৃতাত্বিক গ্রূপগুলো 'সংখ্যালঘু' হয়ে যান। সুপ্রীমকোর্ট সুযোগ দিয়েছিলো বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার, আওয়ামী লীগ সানন্দে সেটা প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগের কাছে জিয়াউর রহমান 'হারাম', কিন্তু জিয়ার '৫ম' সংশোধনী এবং এরশাদের ৮ম সংশোধনী 'আরাম'।

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলেছেন, 'আপনারা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাববেন না'। নেতারা অনেকেই এটি বলতে পছন্দ করেন। হিন্দুরা তো সংখ্যালঘু হতে বা থাকতে চায়না। তাঁদের জোর করে সংখ্যালঘু বানানো হয়েছে। এমুহূর্তে পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, আওয়ামী লীগ চাইলে সরকার এমুহূর্তে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে আসতে পারে, তাতে হিন্দুরা আর সংখ্যালঘু থাকবে না। কেউ সাঁধে সংখ্যালঘু হতে চায়না, আর ৯০% মুসলমানের দেশে 'সংখ্যালঘু' হবার যন্ত্রনা তো হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বাংলাদেশের 'জগাখিচুড়ি' সংবিধান হিন্দুদের 'সংখ্যালঘু' বানিয়েছে, সংখ্যাগুরুর সদিচ্ছা থাকলে পুনরায় বঙ্গবন্ধু'র প্রদর্শিত পথে ফিরে আসতে পারেন।

'মদিনা সনদে দেশ চলবে'-একথা জনগণ বহুবার শুনেছে। সরকার ইসলামের জন্যে কি কি করছে একথা বলতে বলতে নেতা-মন্ত্রীদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে। এ তালিকাটি অবশ্যই বেশ লম্বা। সরকার কি বলবেন গত ১৫বছর আপনারা হিন্দুদের জন্যে কি করেছেন? বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের জন্যে কি করেছেন? এমন একটি তালিকা কি তৈরী করবেন? এমন একটি তালিকা তো সরকারের হাতে থাকা উচিত। না, এমন লিষ্ট করা সম্ভব নয়, কারণ গত দেড় দশকে সরকার কিচ্ছু করেনি। সত্য

> 'মদিনা সনদে দেশ চলবে'-একথা জনগণ বহুবার শুনেছে। সরকার ইসলামের জন্যে কি কি করছে একথা বলতে বলতে নেতা-মন্ত্রীদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে। এ তালিকাটি অবশ্যই বেশ লম্বা।

হচ্ছে, ১৯৪৭-র পর কোন সরকার হিন্দুদের জন্যে কিচ্ছু করেনি। এটাই বাস্তবতা। বর্তমান সরকার হিন্দুদের জন্যে যা করেছে তা 'মুখে মুখে'। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের এই সরকার শুধু হিন্দুদের জন্যে কিচ্ছু করেনি তা নয়, এই সরকার প্রগতিশীল শক্তির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চ-সহ সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধ্বংস করে দিয়েছে।

এজন্যে এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হেফাজতের সাথে আপোষ করতে হয়? অথচ প্রগতিশীল শক্তি মাঠে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এমনিতেই পালাতো। প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিটি সংঘাতে সরকার মৌলবাদীদের পক্ষ নিয়েছে। মুক্তমনারা খুন হয়েছে, দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, অথবা ভয়ে ঘরে বসে গেছে। এতে মাঠ খালি হয়েছে, সেই জায়গা দখল নিয়েছে মৌলবাদী শক্তি। সরকার যাদের দুধকলা দিয়ে পুষেছে, সামনের নির্বাচনটি সুষ্ঠু হলে তাঁরা সেই ঋণ শোধ করবে এবং সরকারকে পথে বসিয়ে দেবে। আজকের বাংলাদেশের চেহারাটা অনেকটা আফগানিস্তানের মতো? মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এটি ঘটেছে। দু:খটা সেখানে, শেখ হাসিনা'র আমলে দেশটা একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হলো! আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যতটা উন্নতি হয়েছে, ঠিক ততটা নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে।

পুরো দেশ চোর, বাটপার, তোষামোদকারীতে ভরে গেছে। এথেকে মুক্তির কোন রাস্তা আপাতত: দেখা যাচ্ছেনা। নির্বাচন নিয়ে দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, সামনে হয়তো অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হবে? গুজবে দেশ ছয়লাব, সকল পক্ষ গুজব ছড়াচ্ছে। ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার এই সংগ্রামে সংখ্যালঘুরা ভীত, কারণ সংখ্যালঘু হিন্দুরা 'স্কেপ-গোট'। তাঁরা বলছেন, কে ক্ষমতায় গেলো বা না-গেলো তাতে আমাদের কি, হামলা তো হবে হিন্দুর ওপর? সদ্য রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, 'সরকার চাইলে দুর্গাপূজায় হামলা হবে, না চাইলে হবেনা'! নির্বাচনের জন্যেও একথা প্রযোজ্য। রাশেদ খান মেনন কিছুকাল আগে বলেছেন, 'হিন্দু শিক্ষককে জুতার মালা পড়ানোই যায়'! চারণ কবি হিন্দু রাধাপদ রায় (৮০)-কে পিটানোই যায়? এই কবিকে হিন্দু বললে অনেকে 'মাইন্ড' করেন, বলি এই কবি হিন্দু না হলে কি তার গায়ে হাত পড়তো? বাগেরহাটের রামপালে গ্রাম্য হিন্দু মহিলা রূপালী দাস, ৪৫-কে ইসলাম অবমাননার দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়াই যায় (মামলা নং পেনাল কোডের ১৫৩/২৯৮/৫০৬ ধারা)। জিএমকাদের-এর ভাষ্যমত (৭ই অক্টবর ২০২৩) সরকারি দলের নেতারা হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করতেই পারেন! দুর্গাপূজার আগে একের পর এক মূর্তি ভাঙ্গাই যায়? ভাইজান, সংখ্যালঘু আছে বলেই আপনারা এখনো নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি করছেন না! কাজেই 'সংখ্যালঘু'-দের অস্বীকার করে লাভ নেই, আপনাদের প্রয়োজনেই 'সংখ্যালঘু' থাকাটা প্রয়োজন।

কবিগুরু আপনি চুপ হয়ে যান, বন্ধ করুন আপনার মুচকি হাসি!

শিব্বীর আহমেদ

বাঙালির ইতিহাস, মতান্তরে পাঁচ থেকে দশ হাজার বছরের ইতিহাস। প্রাচীন রোমান ও গ্রিকদের কাছে এই অঞ্চল গঙ্গারিডাই নামে পরিচিত ছিল। মতান্তরে পাঁচ সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলা সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হয়। অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের কমপক্ষে চার হাজার বছর পেছনে ফিরে যেতে হয়। প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে লৌহযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আজকের বাংলাদেশ, অতীতে যা 'বাংলা' 'বঙ্গ' 'গৌড়' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল তার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। উন্নত সভ্যতা, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা এ জনপদকে গৌরবান্বিত করেছে। আর বাঙালির এই গৌরবান্বিত ইতিহাসের সাথে বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুটি নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে যেমন বঙ্গবন্ধুকে চিন্তা করা যায় না, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিলে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ থাকেনা। অন্যদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। বাঙালির জীবনের অংশ, বাঙালির উপলব্ধির সকল ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। বিশ্বসভায় বাঙালির গৌরব, ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার গর্ব, প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, চেতনা ও গান কিভাবে রাজনীতির কবি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর চিন্তা ও চেতনাকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল বাঙালির মহাজাগরণ সৃষ্টিতে যার সফল পরিণতি ১৯৭১ সালের বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই বাংলা এবং বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে সুমহান মর্যাদায় হাজির করেছেন, একজন সাহিত্য দিয়ে অন্যজন রাজনীতি দিয়ে। 'বাঙালি' বলে যে জাতির কথা রবীনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই জাতিকেই আবিষ্কার করেন 'সোনার বাংলায়'। একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই বঙ্গবন্ধু ভাবতেন। বঙ্গবন্ধু পরার্থপরতায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সংগ্রামশীল মহাজীবন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক মহাসমুদ্রের মতো; যে কোনো দিকে তাকালেই যাঁর বিবিধ রূপ সহজেই ধরা পড়ে। তাঁর মহাপ্রয়াণের ঠিক ত্রিশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম হয়। আর এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন এমন আর এক বাঙালি কালের বিবর্তনে যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি; এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ডিঙিয়ে। ঠিক যেমনটা ইংরেজরা উইনস্টন চার্চিলের গলায় শ্রেষ্ঠ ইংরেজের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন শে·পিয়ারের মতো আরেক কালজয়ী মানুষকে ডিঙিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে এক কথায় অভিহিত করা যায় দেশপ্রেমের অবতার হিসেবে। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কিংবদন্তীতুল্য। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কত শত সংগ্রামের শীর্ষ যিনি রচনা করেছিলেন, বাংলাকে তাঁর মতো আর কে ভালোবেসেছে? তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'হে মহানায়ক, আপনার শক্তির উৎস কোথায়? তিনি উত্তর দিয়ে বলেছিলেন 'বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, সে-ই আমার শক্তি।' আবারো তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আর আপনার দুর্বলতা কি? তাঁর উত্তরে তিনি বললেন, 'বাংলার মানুষকে আমি বড় বেশি ভালোবাসি, সেই আমার দুর্বলতা।'

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালোছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।

উপরোক্ত চোদ্দটি লাইন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতা থেকে নেয়া। চৈতালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ। এটি আশ্বিন, ১৩০৩ (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট ৭৮টি কবিতা রয়েছে। 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি বইয়ের ৩৬ নাম্বার কবিতা হিসাবে বইটিতে স্থান পায়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার 'চিত্রা-চৈতালি পর্ব'-এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সং অফারিংসে 'চৈতালি' থেকে ১টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

ভারতে ব্রিটিশ রাজের সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গমাতা' কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতার শেষ লাইন 'রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি' এই লাইনটিকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাঙ্গাত্বক লাইন হিসেবে ধরা হয়। আর এই লাইনের মধ্য দিয়ে তিনি অনেক সুন্দর ও চমকপ্রদভাবে বাঙালির সমালোচনা করেছেন। বাঙালির আত্মমর্যাদায় আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন। বাঙালি সমাজকে আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালিরা বঙ্গদেশের প্রতি

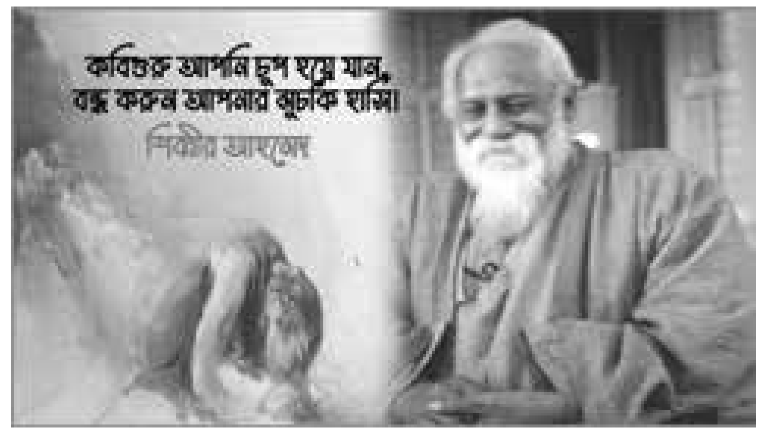

তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে এই কামনা করেন যেন, বাঙালিরা বঙ্গদেশের প্রতি কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে। বাঙালির বৃটিশ ঘেষা মিনমিনে স্বভাবকে কটাক্ষ করে তিনি আরো লিখেছিলেন, 'বাঙালি চিরদিন দালালী করতে পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না।' কবির এসব উক্তিতে নিজ জাতিসত্তা নিয়ে এহেন অসম্মানসূচক মন্তব্যে আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগতো বৈকি। বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গমাতা কবিতাটিকে বর্তমানে আবারও প্রাসঙ্গিক হিসেবে ধরা হয়।

একটি জাতিসত্তার বিকাশ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যদি সাংস্কৃতিক উপাদান যুক্ত না হয় তাহলে জাতিসত্তার যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন মূলত ছিল রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন, এ আন্দোলনের সঙ্গে যখন ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন একীভূত হলো তখন বাঙালির রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য ছিল ভাষার অধিকার, পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকার আদায় কিন্তু দূরবর্তী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বাঙালির স্বাধীন একটি ভূখন্ড। বাঙালির নিজস্ব ভূখন্ড অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের সবাই আন্দোলনের মিছিলে আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব পেয়েছি একইভাবে কবি গুরুর প্রেরণাদায়ক উপস্থিতি পেয়েছি। প্রতিটি মিছিলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। দেয়ালের লিখনে যখন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি উঠে এলো তখন বাঙালির দেশপ্রেমের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে গেল। নিরস্ত্র বাঙালি যে বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে আধুনিক ট্যাঙ্ককে প্রতিহত করতে গেল সে ছিল অপার দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের ৫৯ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জনগ্রহণ করেন এবং এর পরে তিনি যখন তার সৃষ্টি সম্ভার বাঙালি জাতিকে উপহার দেন তখন বাঙালির স্বাধীন ভূখন্ডের বিষয়ে কেউ লক্ষ্য স্থির করা তো দূরের কথা, স্বপ্ন দেখাও বাস্তবতার নিরিখে অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার স্বকীয়তা, বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গ্রাম বাংলার অপরূপ বর্ণনা তুলে ধরেছেন তার সাহিত্যকর্মে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিটি সাহিত্যকর্মে বাঙালির জন্য ভবিষ্যত দর্শন রেখে গেছেন। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবাই আন্দোলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি চেতনায় অবস্থান করে জাতিসত্তার বিকাশে সাহস জুগিয়েছেন। সেই সাহস, সেই চেতনাকে ধারণ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু যখনই কারাগারে যেতেন তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে থাকত রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। সে সঞ্চয়িতার কারাগারের সেন্সরের অগণন সিল পড়েছিল। স্বাধীন বাংলার মাটিতে রবি ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসবকালে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এ কথা জানিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ৮ মে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের অগণন পদক্ষেপ থেকে অনুধাবন করা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনন্য এক আদর্শ ছিলেন। সংগ্রামী জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রতিপদে যখন ছিল পাকিস্তানি শাসকদের হিংসাত্বক অত্যাচার, যখন দুঃশাসনে কারাগারের লৌহ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর হাতছানি তার জীবনকে যন্ত্রণায় বেঁধে ফেলত, তখন বেদনার মুহূর্তগুলোতে রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী বঙ্গবন্ধুকে শান্তনা দিত বলেও উল্লেখ করেন বেগম মুজিব। বঙ্গবন্ধুর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

কবিগুরুর আসন বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তঃস্থলে। রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন ও দুঃখ-দৈন্য সব মুহূর্তে তাকে দেখতাম, বিশ্ব বাণী আবৃত্তি করতেন- বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি আমি ভয়। কিংবা যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। প্রভৃতি অসংখ্য গানের টুকরো তিনি আবৃত্তি করে যেতেন- দুঃখ, দৈন্য আর হতাশায় ভরা অতীতের সেই দিনগুলোতে। বেগম মুজিবের স্মৃতি চারণের বরাতে দৈনিক বাংলা পত্রিকা লিখে- 'সময় সময় আমার মনে হতো তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে আবেগময় আবৃত্তি, যেন তার জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় আছে কবিগুরুর প্রভাব। পাকিস্তানের কবলে নিক্ষেপিত বাঙালি অন্তরকে বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদের সঞ্জীবনী সুধায় উজ্জীবিত করেছেন।' কবিগুরুর প্রার্থনা ছিল- 'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান।' বিশ্বকবির প্রার্থনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ২৩ বছরের লড়াইয়ে অন্যতম প্রেরণাদাতা ছিলেন রবি ঠাকুর। তার সাহিত্যের নানা শাখা এবং সংগীতের বাণী ও সুর-মূর্ছনা মানুষের হৃদয় তন্ত্রীতে যে অনুরণন ঘটাত তা ভালোবাসা ও বিপ্লবী চেতনায় মানুষকে উজ্জীবিত করত। আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে তার বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গ্রহণ করার পেছনে মূল ভূমিকা রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ন্যায় এ সংগীতের প্রতিটি শব্দ এবং অন্তরা দেশপ্রেম এবং ভালোবাসার চাদরে আচ্ছাদিত। আর সে কারণে বঙ্গবন্ধু যেখানেই কোন বড় আয়োজন থাকত- শিল্পীরা থাকতেন, তিনি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাইতে অনুরোধ করতেন। শিল্পী জাহিদুর রহীম ও অজিত রায় বহু জনসভায় বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে এ গানটি পরিবেশন করেন। অসহযোগ আন্দোলেনের সময় এ গানটি অলিখিতভাবে বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে।

কবিগুরু স্বাধীন বাংলাদশের বাস্তব রূপ দেখে যেতে পারেননি, স্বাধীন ভূখন্ডের আন্দোলনেও তিনি শামিল হতে পারেননি। তিনি অন্তরে যে অনিন্দ্য সুন্দর বাংলার স্বপ্ন দেখতেন সে স্বপ্নকে তার কবিতা, ছোট গল্পসহ অন্যান্য সৃষ্টি সম্ভারে এঁকে গেছেন। কবিগুরুর অঙ্কিত ছবিকে বঙ্গবন্ধু নানা আন্দোলন ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যম বাস্তবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'কবিগুরুর সোনার

দ্বিতীয় কিস্তি পরের সংখ্যায়

শেলী জামান খান

"তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, এখন আছি অল্প"

আমার কখনও সূর্যোদয় দেখা হয় না। আমি ভোরের পাখি নই। কখনও ছিলামও না। বরং নিশাচর পেঁচার সাথে আমার কিছু মিল আছে। রাত জাগায় আমার কোন ক্লান্তি নেই। রাত যত গভীর হয়, আমার এনার্জি তত বাড়ে। মানুষ হয়ত জন্ম থেকেই এমন দুই কিসিমের হয়।

ভোরের পাখিরা বলেন, পৃথিবীর যত সৌন্দর্য তা নাকি সূর্যোদয়ের সময়ই ফুটে ওঠে। পৃথিবীর যত শান্তি, তা নাকি অতি ভোরেই অনুভব করা যায়। তারপর ধীরে ধীরে যখন মানুষের কোলাহল শুরু হয়; শান্তি হারিয়ে যায়। মোদ্দা কথা হল, মানুষই হল পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং শান্তি বিপন্নকারী একমাত্র প্রানি। যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে বা নিষ্ক্রিয় থাকে পৃথিবী শান্ত থাকে। সেই অবসরে পৃথিবী তার ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেয়ার অবকাশ পায়।

পৃথিবীর দিবা-রাত্রি পরিক্রমার দু'টো সন্ধিক্ষণ আছে। এক; যখন রাত্রি বিদায় নেয়। ধীরে ধীরে পৃথিবী দিনের বলয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সময়টিকে আরবীতে 'সুবেহ সাদেক' বলা হয়।যা বাংলায় অতি-প্রত্যুষ্য কাল। অন্যটি হল; যখন দিন বিদায় নিতে শুরু করে। অথাৎ পৃথিবীর একটা গোলার্ধে যখন আলো কমে আসে। সেই ঘণায়মান আলো-আধারি সময়টুকুর নাম সন্ধ্যা। এই দুটো সন্ধিক্ষণই বড় কোমল, মায়াময়। বড় স্নিগ্ধ, পবিত্র!

তবে আমি দিন বিদায়ের মূহুর্তটি সচরাচর হাতছাড়া করি না; ঘনায়মান মায়াবী সন্ধ্যা বা গোধূলী লগ্নটা আমি প্রাণভরে উপভোগ করি। এই সৌন্দর্য্যের কোন তুলনা হয় না। অতিভোরের অপার্থিব সৌন্দর্যটুকু জীবন থেকে হারাতে হয় বলে, বহুবার নিজেকে ভৎসনা করি। সকালে ওঠার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। যদিও প্রতিজ্ঞা খুব কমই রক্ষা হয়।

গতকাল রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয়ত ঘুমও খানিকটা হয়েছিল। তাই ঘুম ভেঙ্গে গেল রাতের শেষ-প্রহরে। আমার বিছানা থেকেই দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখা যায়। দেখা যায় আটলান্টিকের ঢেউ আর বালুময় সৈকত। আমার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কাকডাকা-ভোর। প্রকৃতির এই অপার রূপ দেখে থ বনে গেলাম। জানালার সামনে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ।

সমস্ত চড়াচড় তখন নিস্তব্ধ। দিনের আলো তখনও ফোটেনি। রাত্রির যবনিকা তখনও নামে নি।অনুভব করলাম, এই সেই মহার্ঘক্ষণ। দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণ। মেঘশুন্য স্বচ্ছ আকাশ জুড়ে তখনও তারা'র মেলা। তারা'দের এমন জ্বলজ্বলে রূপ আমি আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

'তারা খসা' বলে একটা কথা প্রায়শই কবি, লেখকদের লেখায় আমরা দেখতে পাই। আসলেই কি তারা'রা কখনও খসে পড়ে? কিংবা ছুটে চলে? বহুক্ষণ আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে বিভ্রম সৃষ্টি হল। দেখলাম, কিছু তারা যেন জায়গা বদল করল। এদিক থেকে ওদিক ছুটে গেল।দু'একটি তারা টুপ করে ঝরে পড়ল।

এমনও কী হয়?

আমার জীবনে এমন প্রভাত খুব কম এসেছে। খুবই কম। সাগর আর আকাশের এই উন্মুখ রূপ। সাগরসঙ্গমে, লাজরাঙা নববধূর মত সূর্যের ইষৎ জেগে ওঠা; এই মাধুর্য শুধু অনুভবের। এই অপার্থিব দৃশ্য বর্ননা করার ভাষা মানুষের জানা নেই।

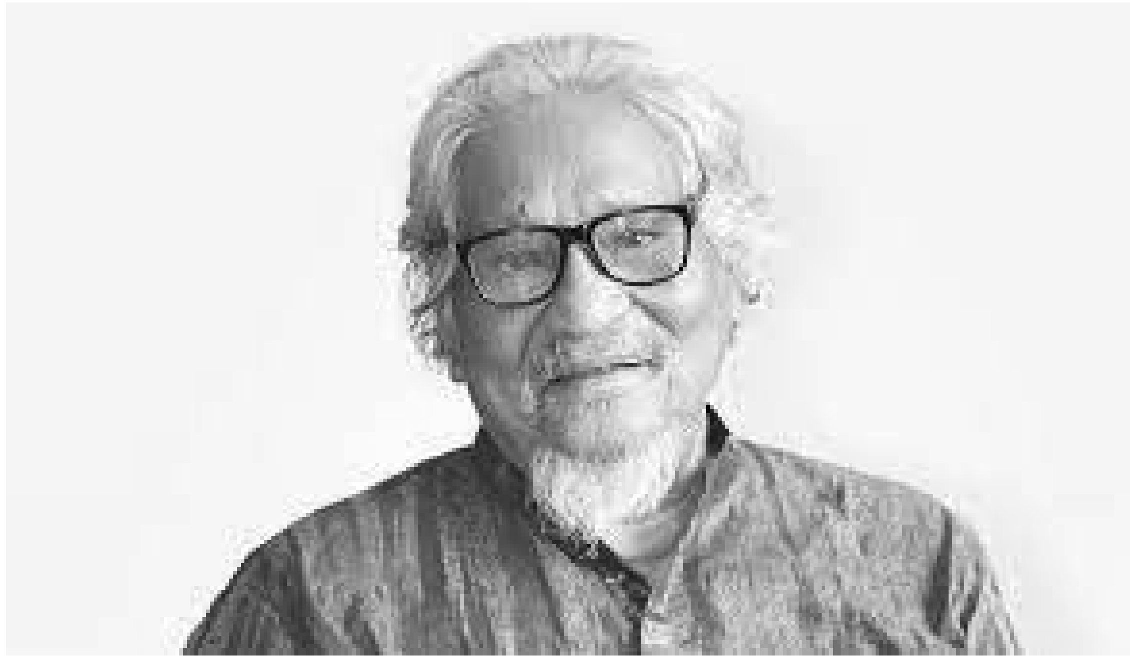

প্রাতকৃত্য সেরে, হাতমুখ ধুয়ে, আনন্দচীত্তে ফোনটা হাতে নিয়ে সবে বসেছি, ফেসবুকে চোখ পড়েছে কী পড়েনি; তখনই হাসান মাহমুদ ভাইয়ের একটা পোস্ট চোখে পড়ল। গত সেপ্টেম্বর থেকেই হাসান ভাইয়ের পোস্টগুলো একধরনের শঙ্কা নিয়ে পড়ছি। শুধু হাসান ভাই-ই নয়, অনেকেই কবি আসাদ চৌধুরীর শারীরীক অসুস্থতা, হাসপাতাল, চিকিৎসা বিষয়ক পোস্ট লিখছেন। নানা আপডেট দিচ্ছেন। ভাবলাম, এটাও হাসান ভাইয়ের একটা সেইরকম আপডেট হবে।

কিন্তু খবরটা আমাকে হতবিহ্বল করে দিল। মানুষটা সত্যিই চলে গেলেন? কী বলব! যাবার সময় যে ঘণিয়ে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল; দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত। শুধু বয়স নয়; নানা জরা-ব্যাধি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছিল। প্রতিদিন একটু ভালর সাথে দু'টো শংকার খবরও থাকত। তার ক্রমশ শিথিল হয়ে আসা, স্তব্ধ হয়ে আসার খবরগুলো যেন মনের ভেতরে বিসমিল্লাহ খাঁর শানাই বাজাচ্ছিল।

হ্যা, কবি পরিবার, তার কন্যা শাওলি, নাদিম, কালাচাঁন কিংবা শানুভাবী নিজেও হয়ত একটু একটু করে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি সেই অমোঘ সত্যকে মোকাবিলা করার। মেনে নেয়ার। আমরা মানুষরা জন্ম এবং মৃত্যুর ব্যাপারে এখনও খুবই অসহায়। একে স্বিকার না করে যে উপায় নেই।

আসাদ চৌধুরির যখন দূরন্ত যৌবনকাল। তখন তাকে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। রেডিওতে তার সতেজ, সাবলিল কণ্ঠ শুনেছি।টেলিভিশনে প্রাণবন্ত হাসিমুখ দেখেছি। অনেক পরে দূর থেকে মন্চে দেখেছি। খুব কাছ থেকে তাকে দেখার, পাশে বসে দু'টো কথা বলার সুযোগ এল আরও অনেক পরে।

সেদিন একুশে বইমেলায় আমার প্রথম উপন্যাস 'আমি কাদম্বরী'র প্রকাশনা উৎসব ছিল। দেখলাম, নতুন বইয়ের প্রকাশনা মন্চ থেকে কবি আসাদ চৌধুরী নেমে আসছেন। আমি আমার পালার অপেক্ষায়। আমার হাতে ছিল 'কাদম্বরী'র কয়েকটা কপি। কি মনে করে, একটু সাহস করে, আমি আসাদ চৌধুরীর দিকে এগিয়ে গেলাম। কুশল, সম্ভাষণ শেষে তার হাতে এক কপি কাদম্বরী তুলে দিলাম। অনুমতি নিয়ে ছবিও তুললাম। উনি বইয়ের নাম দেখে জানতে চাইলেন,

'ইনি কোন কাদম্বরী? রবি ঠাকুরের নতুন বৌঠান?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, 'হ্যা, নতুন বৌঠানকে নিয়েই আমার এই উপন্যাস। '

তিনি বিস্মিত হলেন। আনন্দিত হলেন। বললেন, 'আমার খুব ভাল লাগার বিষয় নিয়ে আপনি লিখেছেন। কাদম্বরীর ব্যাপারে আমার একটা দুর্বলতা আছে। প্রবল আগ্রহ আছে। আমি পড়ব। অবশ্যই পড়ব।'

তারপর পেছনের মলাটের লেখক পরিচিতি পড়ে বললেন, 'তুমি নিউ ইয়র্কে থাকো? তাহলে তোমার ফোন নম্বর বইয়ে লিখে দাও। নিউ ইয়র্কে গেলে তোমায় ফোন করব। এই উপন্যাস নিয়ে তোমার সাথে কথা বলব।'

আমি মূহুর্তেই আবেগাপ্লুত হলাম। কি সহজে, কত আন্তরিকতা নিয়ে তিনি কথা বললেন। মূহুর্তেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'র আসনে আমায় বসিয়ে দিলেন।

এর ক'মাস পরই তার সাথে আমার টরন্টো বইমেলায় আবার দেখা হল। সেদিন, তার সাথে আমার একই মন্চে, তারই পাশের আসনে বসার সৌভাগ্য হল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, 'ডায়াসপোরা এবং অনুবাদ সাহিত্য' নিয়ে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন,

'বললেন, তোমার সাথে আমার ঢাকায় দেখা হয়েছিল না? '

'জী, দেখা হয়েছিল'।

তিনি খানিকটা উসখুশ করলেন।তারপর বললেন, 'তোমার হাতের বইটি আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। দেখি?'

আমি উপন্যাসটা তার হাতে দিলাম। বললাম, 'আমি এই বই আপনাকে দিয়েছিলাম। ঢাকায়।'

তিনি অবাক হলেন। বললেন, 'তাইতো। কিন্তু বইটিতো আমার কাছে নেই।'

আমি বুঝতে পারলাম, বইটি সম্ভবত তিনি ভুলে ঢাকায় ফেলে এসেছেন। শুধু 'কাদম্বরী'র নামের গুণে এবং মলাটে রবি ঠাকুরের স্কেচের কারনে বইয়ের কথা তার মনে গেঁথে রয়েছে। তিনি বইটি কোলে নিয়ে বসে রইলেন। অন্যদিকে আলোচনা শুরু হয়েছে।

আলোচনা শেষ হতে আমরা সবাই মন্চ থেকে নেমে এলাম। আমি কবির হাত ধরে তাকে নামতে সাহায্য করলাম। এবং প্রথম সারির আসন থেকে তার মেয়ে শাওলি হাসিমুখে এগিয়ে এসে কবিকে ধরে তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

কবি শাওলিকে বললেন, ভাবীর সাথে আমায় পরিচয় করিয়ে দিতে। শুধু ভাবী নয়, একে একে তার পুরো পরিবারের সাথেই পরিচিত হলাম।একজনকে অনুরোধ করায় তিনি আমাদের গ্রুপ ছবি তুলে দিলেন।

আমি হাসতে হাসতে শাওলিকে বললাম, 'এই বইটি আমি আসাদ ভাইকে আগেও দিয়েছিলাম। ঢাকা বইমেলার সময়। কিন্তু আসাদভাই তা হারিয়ে ফেলেছেন। এবার যাতে না হারায়। তুমি সাক্ষী রইলে কিন্তু। আর বই হাতে একটা ছবিও থাকুক আমাদের।'

শাওলি খুশি মনে কবির সাথে আমার ছবি তুলে দিলেন। আসাদ ভাই বললেন, 'এবার আর হারাব না। সত্যিই পড়ব। পরে আবার যখন দেখা হবে, তোমার সাথে কাদম্বরীকে নিয়ে গল্প করব।'

আসাদ ভাই সবসময় তার চোখমুখে এক চিলতে আনন্দ ধরে রাখতেন।তাই তার সঙ্গে কথা বলার সময় সেই আনন্দ অন্যকেও সংক্রমিত করে। মন ভাল হয়ে যায়। মানুষকে আপন করে নেয়ার মত এক বিরল গুণ ছিল তাঁর। অহমিকা কিংবা হামবরা ভাবের লেশমাত্র ছিল না তার আচরনে।

এরপর আরও কয়েকবারই দেখা হয়েছে। দীর্ঘসময় গল্প হয়েছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি আমার নামটাও মনে রেখেছেন। দেখা হলেই ডেকে পাশে বসাতেন। হয়ত 'কাদম্বরী'র গল্পে চোখ বুলিয়ে ছিলেন, হয়ত কিছু পাতা উল্টেপাল্টে দেখে থাকবেন, সেখান থেকেই, দু'একটি প্রসঙ্গ টেনে কথাও বলতেন। আমার খুব মন ভাল হয়ে যেতো। আমি জানতাম, এই বয়সে, শারীরীক নানা সমস্যা নিয়ে, একাগ্র চিত্তে পড়া বা লেখা কোনটাই সম্ভব না। তবুও তার আগ্রহটুকুই ছিল আমার জন্য আনন্দদায়ক!

আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে একবার দীর্ঘক্ষণ আড্ডার সুযোগ হয়েছিল আমার সহপাঠী বন্ধু, লেখক সালমা বাণীর বাসায়। টরন্টো বইমেলার পরদিন বাণীর বাসায় সেদিন জম্পেশ আড্ডা বসে ছিল। সাহিত্য জগতের অনেকেই ছিলেন সেই আড্ডায়। আসাদ ভাই ছিলেন আড্ডার মধ্যমণি। সেই আড্ডা যে কী অসাধারণ, কতটা উপভোগ্য ছিল সে কথা ভোলা যায় না। পুরোটা সময় আসাদ ভাই, কবি জায়া, কবি ইকবাল হাসান ভাই, দিলারা হাফিজ আপা, বাণী, মৌ মধুবন্তি, শাওলি, শাওলির হাসবেন্ড নাদিম ইকবাল, কবিপুত্র কালাচান্দ সবাই মাতিয়ে রেখেছিলেন। পানে-খাওয়া-খাদ্যে, গল্পে, কথায়, হাস্যরসে, বিপুল আবেগ-উচ্ছাসে এক অবিস্মরণীয় রাত ছিল সেটা। বয়স, নাম-যশের এত ব্যবধান টপকিয়ে এতটা বন্ধুবৎসল হতে ক'জন পারে? আসাদ ভাইয়ের হাসি, কথা এবং কণ্ঠস্বরে একটা কিছু সম্মোহনী শক্তি ছিল। যা তার চারপাশের মানুষকে বিমোহিত করত।

শুরুতেই বলেছিলাম, আজ সুবেহ সাদেকের সময় ঘুম ভাংঙ্গতেই নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখেছিলাম। তার থেকে দু'একটি তারা টুপ করে ঝরে পড়তেও দেখেছিলাম। সেই খসে পড়া তারা'দের একটি হয়ত ছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী। তখন তা জানতে কিংবা বুঝতে পারিনি!

'তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, এখন আছি অল্প।' কী এক অনিবার্য কথা , কী কঠিনতম এক উপলব্ধি আপনি আমাদের জানিয়ে গেছেন আসাদ ভাই! আমরা সবাই মানুষ হিসেবেই জন্ম নেই।কিন্তু বড় হতে হতে সেই মনুষ্যত্বটুকু সবাই বজায় রাখতে পারি না। লোভ-লালসা, ক্ষমতার দাপট আমাদের মনুষত্ব্যকে হরণ করে।আমরা পরিনত হই ঊণমানুষে!

শব্দের ভিতর জীবনের শাশ্বত বন্দনা আসাদ চৌধুরীর কবিতায়

রুদ্র সুশান্ত

মানুষের মনে অন্তর্নিহিত ভাবের ছন্দ, প্রকৃতি প্রেম, ব্যক্তিগত উৎকণ্ঠা, মনের ভাবসম্মিলন, নিত্য মিলনের কল্পনা এবং আপন কৌতূহলের চরম প্রকাশ হলো কবিতা। একজন কবি তাঁর কবিতায় মনের নিজস্ব ভাব, মন মন্দিরে আশ্রিত শব্দকে শিল্পের পরমাত্মিক পর্যায়ে রূপায়ণ করেন। হারিয়ে ফেলা কোন কিছুকে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিজস্ব প্রেমে বশীভূতকরণের বহিঃপ্রকাশ হলো কবিতা। কবিতার মঙ্গলচরণে একজন কবি ঘোর অমাবস্যার মধ্যেও শব্দের অমুদ্রিত কল্পনায় পূর্ণিমার অপরূপ এবং মনমুগ্ধকর রূপশ্রী কল্পনাচিত্তের অনিবার্য স্পষ্টতায় প্রতিফলন ঘটান তাঁর লেখনীতে। কবিতায় সুস্পষ্ট মিলনের উপস্থাপনা থাকে। একজন কবি কলকারখানার শ্রমিকের মতো হাতুড়ি পেটা করে শব্দকে ভাঙেন আবার মহামন্ত্রের উচ্চারণে শব্দের নতুনত্ব গড়েন। কবি মূলত শব্দশ্রমিক। মনের পবিত্র উচ্চারণ এবং কলমের কালিতে শিল্পীর রঙের মতো কবিতায় নিজস্ব ভাবনা, চেতনা জাগ্রতবোধ, সমসাময়িক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক অবস্থা ,দেশপ্রেম, প্রকৃতি, যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জীবনের ধারনা, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনবোধ, জীবন চেতনাবোধ এবং সংসারের প্রত্যাহিক চিত্র তুলে ধরেন।

পান খেয়ে গাল লাল করা আসাদ চৌধুরীও তেমনি একজন জাগ্রত জীবনবোধের কবি, যিনি প্রকৃতিকে এবং দেশমাতৃকাকে কলিজায় আত্মস্থ করে ভালবেসেছেন।প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নামে তিনি "তবক দেওয়া পানির কবি" হিসেবে পরিচিত লাভ করেন (তবক দেওয়া পান, কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশিত-১৯৭৫ সালে, ইংরেজি)। আসাদ চৌধুরী একজন প্রকৃতিপ্রেমী কবি, তাঁর কবিতায় মানব প্রেমের আবহ আছে, মানুষের ভালোবাসা আছে। শ্রদ্ধা, প্রেমপ্রীতির গল্প আছে, প্রণয়ের পরিণতি আছে, ভালবাসার আত্মতৃপ্তি আছে। সত্য-মিথ্যার গল্প আছে। তিনি মানুষের ভিতরে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্র সত্যের খোঁজ করেছেন সংগোপনে। কাগজে কলমে, নাটকের সংলাপে, প্রণয়োদ্দীপ্ত রমণীর প্রেমভরা চাহনিতে, সংবাদপত্রে, রাজনীতিতে, এমনকি পরীক্ষা পাশের সিলেবাসে, পরীক্ষা পদ্ধতিতেও তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন। তাই "সত্য ফেরারী" কবিতায় তিনি লিখেছেন-

"কোথায় পালালো সত্য?/ দুধের বোতলে, ভাতের হাঁড়িতে, নেই তো/ রেষ্টুরেন্টে, হোটেলে,

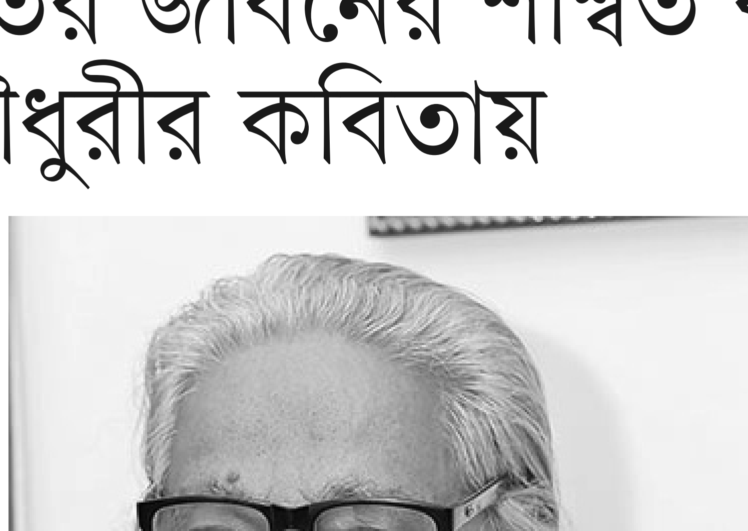

সেলুনে/ গ্রন্থাগারের গভীর গন্ধে/ টেলিভিশনে বা সিনেমা, বেতারে/ নৌকার খোলে, সাপের ঝাঁপিতে নেই তো!"

সত্য ফেরারী- কবিতায় বর্তমানে আমাদের সমাজের লোকজন যে কপটতা এবং শঠতায় ডুবে গিয়ে জীবনের পরম সৌন্দর্য সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। সত্য থেকে দূরে সরে গেছে মানুষ। সত্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেটা কবি মানুষের অন্তরে আর দেখতে পান না। কবি বলেছেন প্রেম প্রীতি ভালোবাসা কিংবা কালোবাজারেও সত্য নেই। এটা তাঁর সাহসী উচ্চারণ এবং বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

স্মৃতির গহীন ভিতরে, স্মৃতি-বিস্মৃতির সংকল্প আছে, আছে কবিতার ভিতর গতিপ্রকৃতি। কবিতার ভিতরে শব্দের আকুতি আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, চাওয়া পাওয়ার মনোবৃত্তি আছে, কবিতার ভিতর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। পূর্ণিমায় প্রস্ফুটিত চাঁদের আলোর মতোন কবিতার বুকে ভালোবাসার বিচরণ আছে। সহজ সরল ভাষায় হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতোন চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারেন কবি আসাদ চৌধুরী তার কবিতায়। কবিতাকে তিনি আপাদমস্তক ভালবাসতে পেরেছেন। যৌবনের নাটকীয় প্রেম এবং মনস্তাত্ত্বিক মিলন থেকে কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর "প্রেম" কবিতায় লিখেছেন-

"কোন ঘাসে ছিল/ দুঃখ তোমার/ কোন ঘাসে ছিল/ প্রেম/

কোথায় ছিলেন/ রূপোলি জ্যোৎস্না/ ঢের সূর্যের হেম।"

তাঁর কবিতার ভিতর শক্ত লোহার তীব্রতা আছে। কাঁচারোদের সোনালি আভা আছে, শরতে ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যাওয়ার মনোরম মনমুগ্ধতা এবং আত্মতৃপ্তি আছে, আছে কবিতার স্তবকে স্তবকে নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা। কবিতায় সহজ-সরল ভাষার প্রয়োগে ছোট ছোট শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছেন। শব্দে শব্দে অনর্থক বিতর্ক কবিতায় আনেননি।

কবিতায় তিনি মানুষ, দেশপ্রেম, সবুজে শ্যামল প্রকৃতি, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং শহীদদের কথা বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা স্মৃতি নিয়ে কলম যুদ্ধে শামিল হয়েছেন তিনিও। কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, আবার সন্ধির চিত্রও এঁকেছেন। দেশমাতৃকার প্রতি প্রেম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এবং বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশকে তিনি নিজের সন্তানের মতই, নিজের পিতার মতই ভালোবেসেছেন। কবিতায় লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে সহজভাবে তুলে ধরেছেন, শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে লেখা কবিতা প্রজন্মের কাছে খুবই পছন্দের এবং কবিতাটি সবসময় আধুনিক।

"তোমাদের যা বলার ছিল/ বলছে কি তা বাংলাদেশ?/ শেষ কথাটি সুখের ছিল/ ঘৃণার ছিল, নাকি ক্রোধের, প্রতিশোধের/

কোনটা ছিল? (কবিতা - শহীদদের প্রতি)

মনের মাধুরী মিশিয়ে জাগ্রতচিত্তে বৃন্দাবনের নির্মল বাঁশির সুর তুলেছেন তিনি কবিতার বুকে। শব্দের যেকোনো অনুভূতিকে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করার সক্ষমতা ছিল তাঁর কবিতায়। সেজন্য তিনি কবিতাকে নিজের মতো করে সাজাতে পেরেছেন। কবিতার মানুষপটে শব্দকে দারুণভাবে গেঁথে রেখেছেন । তাঁর কবিতায় আগুনের স্ফুলিঙ্গের খোঁজ পাওয়া যায়। কবিতার ভাষায় তিনি সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন, তাঁর কলম প্রতিবাদে সবসময় সোচ্চার ছিলো যা আমরা দেখতে পাই তাঁর "তখন সত্যি মানুষ ছিলাম" কবিতায়-

"নদীর জলে আগুন ছিলো/ আগুন ছিলো বৃষ্টিতে/ আগুন ছিলো বীরাঙ্গনার/ উদাস—করা দৃষ্টিতে।"

কবি আসাদ চৌধুরী ইতিহাসের বর্ণিল চিত্র এঁকেছেন কবিতার বুকে, অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনিপুণভাবে, সুচারুভাবে এবং পাঠ-মাধুর্যে তিনি শব্দের প্রয়োগ করেছেন চমৎকার মুন্সিয়ানার মাধ্যমে। প্রতিটা কবিতায় আলোচনার আলাদা ক্ষেত্রপঠ তৈরি করার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন তাতে একজন কবি হিসেবে তিনি সার্থক। তিনি সবসময় প্রকৃতিপ্রেমে মজেছেন। বাংলাদেশ এবং প্রকৃতিকে নিদারুণভাবে ভালোবেসেছেন। তাই "জানাজানি" কবিতায় বলেছেন-

"বাংলাদেশের পাখি কেন মধুর সুরে ডাকে, জানো?/ জানি জানি জানি/ পাখির ভাষার মান দিতে যে / বাঙালি দেয় জান/ পাখি যে তা জানে/ তাইতো পাখি পাগল করে/ বিহান বেলার গানে।"

কবিতার পায়ে ষোড়ষী প্রেমিকার নূপুর বেঁধেছেন তিনি পরম যত্নে। তারপর কান পেতে সেই নূপুরের কঙ্কণ ধ্বনি কবিতার পাতায় অলংকারে সুশোভিত করেছেন। শরতে ঘাসের বিন্দুর ঝলমল উপস্থিতির মতোন শুদ্ধচিত্র কবিতার মানসপটে সুনিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় শিল্পের কলাকৌশল, শব্দের নন্দনতত্ত্ব, রাজনৈতিক দর্শন, কাহিনীর রূপকল্প, রচনার আলাদা ভঙ্গি, বাক্যের সুস্পষ্ট প্রকাশরীতি, কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে সোনার কাঠির মতোন ছড়িয়ে আছে। আবহমান ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও আপন করে নিয়েছেন কবিতার বন্দনায় । 'ইলা মিত্র এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন-

"স্বপ্ন ছিল/ এখন স্মৃতির ভার/ ব্যর্থতার ভার/ কোনখানে পেতে রাখি/ রাত্রির প্রণাম!"

কবি আসাদ চৌধুরীর কবিতায় প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব রাজত্ব আছে। কবিতায় তিনি কখনো বৈরাগ্য বেশে মান্ধাতার আমলের শব্দ প্রয়োগ করেছেন আধুনিক রূপে। অক্ষরে অক্ষরে দেশপ্রেম আর সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন, আবার যুবক প্রেমিকের মতো বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যতা এনেছেন কবিতায়। গাল ভরা পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে তিনি কবিতাকে ভালোবেসেছেন। শব্দের ভিতর জীবন আঁকার শাশ্বত বন্দনা রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার ছন্দ এবং গতিপ্রকৃতি যে কোন পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আসাদ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের একজন সফলতম কবি। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের অন্তরে নিজ মহিমায়।

শুভময়ী

নাদিয়া নওশাদ

রজত আর পারমিতার বিয়েটা পারিবারিকভাবে হলেও

বিয়ের পর তারা দুজন দুজনকে প্রচন্ড ভালোবাসতে শুরু করে। কলকাতার যাদবপুর এলাকায় নিজেদের আদিবাড়িতে বাবা, মা, রজত ও পারমিতার বসবাস। একই শহরের বারুইপুরে পারমিতার বাবার বাড়ি। পরিবারে মা আর এক ছোট ভাই রয়েছে। রজত একটা স্থানীয় ব্যাংকে ম্যানেজার হিসেবে চাকরিরত। সংসারের যাবতীয় কাজ আর শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-শুশ্রূষা দেখাশোনা করে পারমিতার দিনাতিপাত হয়। বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যের একটি সংসার।

দেখতে দেখতে কয়েটি বছর কেটে গেল। এরইমধ্যে পারমিতার কোল আলো করে পৃথিবীতে এলো তাদের কন্যা শুভময়ী। দেখতে ভারি মিষ্টি। মায়াভরা দুটো চোখ, নরম তুলতুলে গাল, সারাক্ষণ হাসিখুশি থাকা একটি শিশু শুভময়ী।

সময়ের সাথে হাসিখুশি শিশুটি যখন সবে কৈশোরে পদার্পণ করলো, হুট করে একদিন তার বাবা মারা গেল। ব্যাংক থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় রজতের মৃত্যু হয়। শুভময়ী তখন রাশমণি মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস সেভেনের ছাত্রী।

সময়টা পারমিতার তখন প্রতিকূলে, রঙিন পৃথিবী ধূসর, অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিঃসঙ্গতা, টিকে থাকার লড়াই-সবই প্রয়োজন হয়ে উঠল। এরপর পরিবার চালাতে অনেক কষ্টে একটা স্কুলে চাকরি যোগাড় করে পারমিতা। দিন-রাত স্কুল, সংসার নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম তার। রজতের ইন্সস্যুরেন্সের টাকা, পারমিতার মাইনে আর শ্বশুরের একসময়ের জমানো কিছু টাকায় সংসার চলতে থাকে।

রজতের মৃত্যুর পর তার মা অনেকটা বদলে যায়। পারমিতাকে তার সহ্য হয় না। তার ধারণা, রজতের মৃত্যুর জন্য কোন না কোন ভাবে পারমিতা দায়ী। পারমিতার বাবার বাড়ির কেউ অথবা স্কুলের সহকর্মীদের কেউ দেখা করতে এলে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'খুবতো নিজের লোকদের কাজু, কিশমিশ দেয়া বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। যতসব বাড়তি খরচ।'

এসব শুনে পারমিতার চেয়ে বরং তার মেয়ে শুভময়ী বেশি কষ্ট পায়। সে মায়ের একাকিত্ব, লড়াই অনুভব করে। মায়ের জন্য কিছু করতে চায়। কিন্তু ছোট বলে সেও যে আজ অসহায়, অপারগ।

পারমিতার স্কুলের সহকর্মী সুজয়। ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যে খুব ভালো। পারমিতার ব্যাপারে সবকিছুই জানে। সে পারমিতাকে পছন্দ করে। পারমিতার সম্মতি পেলে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে আপন করে নিতে চায়। একসময় সে পারমিতার শ্বশুরবাড়িতে দেখা করতে আসে। পারমিতাকে বিয়ে করার বিষয়টা জানায়। সব শুনে পারমিতা বেশ অবাক হয়। তবে শুভময়ী বেশ খুশি হয়। পারমিতার শাশুড়ি যথারীতি আপত্তি জানিয়ে কটুকথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু

ছোট শুভময়ী মা'কে বোঝায় যে, বাবার মৃত্যুর পর তারও নিজের জীবন উপভোগ করার অধিকার আছে। তাই সে মন্দিরে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রমতে মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে দেয়। বিয়ের পর পারমিতা শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করতে গেলে তার শাশুড়ি যথেষ্ট অপমান করে। শুভময়ীর ইচ্ছা ছিল মায়ের সাথে চলে যাওয়ার কিন্তু তার ঠাকুমা শুভময়ীকে নিজের কাছে রাখতে চায়। পারমিতা বুকে পাথর চেপে শুভময়ীকে

বোঝায়-'ঠাকুমার বয়স হয়েছে! তার কাছে থাকো, ঠাকুমাকে দেখভাল করো।'

আজ শুভময়ী অষ্টাদশী। এতোগুলো বছরে মায়ের সাথে যদিও ঠিকঠাক দেখা করতে পারেনি। লুকিয়ে মাঝেমাঝে মাকে দেখে আসতো, টুকটাক ফোনালাপ চালিয়ে যেতো। আজ, এখন আর কেউ আইনত পারমিতা ও শুভময়ীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। সুজয়ও শুভময়ীকে খুব স্নেহ করে। এবার খুব ধুমধাম করে সুজয় আর পারমিতা শুভময়ীর জন্মদিন পালন করেছে। সত্যিই মায়ের জীবনের অভিনব আনন্দ ফিরিয়ে দিয়ে শুভময়ী সমাজে এক উজ্জ্বল ও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রাক্তন পৌষ

মুহম্মদ আল-আমীন

১.

ইংরেজি দিনপঞ্জিতে ২০০৭ সাল। রোবায়েত সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। দু'টি প্রকাণ্ড নারকেল গাছ সগৌরবে বেণী করা চঞ্চলা মেয়ের মতন মাথা দোলায়। এরই নিচে আয়তাকার শ্রেণীকক্ষ। ষষ্ঠের পড়ে সপ্তম, সপ্তম পেরিয়ে অষ্টম। তারপর প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। এরপর কার কক্ষ, সে কথা আপাতত অমূলক।

পৌষের ঠোঁট-ফাটা সকালে সবার আগে শ্রেণীকক্ষে হাজির রোবায়েত। মায়ের হাতে বানানো ভাপা পিঠা খেয়ে এসেছে সে। তাই খানিকটা খোশমেজাজে রোবায়েত। ইংরেজির মাস্টার সাহেব রোল কল করে একে একে পড়া ধরছেন। পড়ার টপিকস- Aim in life, মানে জীবনের লক্ষ্য। যে যার মতন বলছে- ডাক্তার, ব্যাংকার, পুলিশ, শিক্ষক।

রোবায়েতের সিরিয়াল এখনও বাকি। এরই মাঝে কি মনে করে সে মাস্টার সাহেবের দিকে একটু তাকিয়েছে। অমনি তিনি রোবায়েতের মাথার চুল বামহাতের তালুতে ধরে ডানহাতের লাঠি দিয়ে পুরো শরীরে মিনিট খানেক পেটালেন। পুরো কক্ষ স্তব্ধ। কয়েক জোড়া ভয়ার্ত চোখ চেয়ে আছে রোবায়েত এবং মাস্টারের দিকে। রোবায়েত নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েও পারেনি। শুধু বোকার মতন কাঁদতে পেরেছিল।

মাস্টার সাহেব কিসের রাগটা রোবায়েতের ওপর দেখিয়েছিল, সেটার উত্তর খুঁজে পায় না সে।

বউয়ের সাথে ঝগড়া করে মন-মতি খারাপ নাকি রোবায়েত বাদে শ্রেণীকক্ষের বাকি বন্ধুরা মহামান্য সেই মাস্টার সাহেবের কাছে প্রাইভেট পড়তো; সেটাই রোবায়েতের অপরাধ?

২.

ঋতুচক্রে তখন শীতকাল

রোবায়েত দশম শ্রেণীর ছাত্র। কয়েকদিন বাদে নির্বাচনী পরীক্ষা। তার মানে পিটি'তে দাঁড়ানো রোবায়েতের জন্য জরুরি নয়। পরীক্ষার ফি জমা করতে অফিসকক্ষের দিকে যাচ্ছিল সে। সেই সময় গণিতের মাস্টার সাহেব স্কুলের মাঠে পিটি'র উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাদের গায়ে স্কুল ড্রেস নাই, তাদের বেদম পেটাচ্ছেন। সৌভাগ্যবসত রোবায়েত সেদিন স্কুল-ড্রেস পরে আসেনি। ব্যস! গাণিতিক হিসেবে তিনটা লাঠির বাড়ি বসলো রোবায়েতের পিঠে।

৩.

পৌষের সন্ধ্যায় অফিস শেষে সোডিয়াম বাতির মোলায়েম আলো গায়ে মেখে মেসে ফেরার পথ খোঁজে উন্নয়নকর্মী রোবায়েত। প্রায় একযুগ বাদে আজ হঠাৎ সেই তিক্ত অতীত হানা দিচ্ছে তার মনে। 'অনিয়ম'কে 'নিয়ম' জ্ঞান করা সেই মাস্টার সাহেবরা এখন কেমন আছেন? বেঁচে আছেন?

প্রকৃতি আমার শিক্ষক

এইচ বি রিতা

ফ্লাশিংয়ের পথ আমাকে টেনে নিয়ে যায় ভিন্ন এক প্রকৃতির রূপনগরে। খুঁড়িয়ে চলা পথে পাতার মরমর ধ্বনি, আমার কানে বাজায় কাব্যির সেতারের সুর আর রূপকের উপস্থাপনায় বলে যায় জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা। আমি মুগ্ধ হতে হতে হারিয়ে যাই কখনো প্রাণে কখনো প্রকৃতির বিশুদ্ধ ঘ্রাণে।

ঋতুর সাথে পাতার ঝরে পড়া, পরিবর্তন, জীবনের প্রতিনিয়ত বহমান জটিল অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। বুঝতে পারি, পাতাদের এই মরমর ধ্বনি আর পরিবর্তন, অস্তিত্বের একটি মৌলিক অংশ।

দিনশেষে সময়ের দাবীতে সবুজ সতেজ পাতাগুলি যখন শুকিয়ে যায়, উপলব্ধি করি জাগতিক কত কি নিয়েই না অস্থিরতা বাসা বাঁধে আমার মনের গহীনে। কী হবে এতো অস্থির হয়ে যেখানে জীবন স্থির নয়, ছিল না কোনকালে! বরং আজকের মুহুর্তটুকুই না হয় উপভোগ করি, প্রশংসা করি নিজেরটুকু যা রক্ষিত আছে শুদ্ধতায় বা অশুদ্ধের ঝুঁকিতে!

অদ্ভুত বর্ণনাতীত সুন্দর শরৎঋতুর দিনে, বৃষ্টি আর মেঘের খুনসুটিতে গায়ে মাখি উত্তুরে বাতাস। চোখে পড়ে, বাতাসের ঝাপটায় বারবার স্থানচ্যুত হওয়া পাতাদের। লক্ষ্য করি, দলবদ্ধ পাতা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েও দোলতে থাকে, খাপ খায় নতুন পরিবেশে মনের আয়েশে। এ যে জীবনেরই স্থিতিস্থাপকতা।

আরো দু'কদম সামনে বাড়তেই প্রকৃতি আরো উন্মুক্ত হয়। দেখি, গাছের ছাউনিতে পাতার সম্মিলিত ঝাঁকুনি, যা আন্তঃসম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ যে বৃহত্তর বাস্তুতন্ত্রের একটি অংশ।

মহাবিশ্বে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী হলো-চাঁদ। মানুষের প্রতিবেশী যেমন-তাদের ছায়া। গোল থালার মত দেখতে ডিম্বাকার এই চাঁদকে নিয়ে কত কবি রচণা করেছেন প্রেম বিষাদের কবিতা। চাঁদের আলোয় কতজনের মনে এসেছে রোমান্টিকতা, সৃষ্টিশীল অভিনব কিছু। অথচ, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের ওপর পড়ে প্রতিফলিত হয়ে যখন পৃথিবীর দিকে আসে-তখন সেটাকেই আমরা ভাবি চাঁদের আলো।

ভাবতে তো মানা নেই। সুন্দর স্বচ্ছ ভাবনাগুলি হোক না মিথ্যে বা ধোঁয়াশা, ক্ষতি তো নেই! এই যে চাঁদের গায়ে এত এত খাদ-যাকে কলঙ্ক বলেই জানি, তারপরও চাঁদের আলোয়-ই আমাদের মুগ্ধতা দেয়, প্রেম-বিরহ-শোকে মনকে ভাবায় নানান ভাবে।

যে মানুষ আমরা চাঁদের কলঙ্ক উপেক্ষা করে আলো আর সৌন্দর্য নিয়ে ভাবি, সে মানুষ-ই কেন ব্যর্থ হই 'মানুষের' মন্দটা রেখে ভালোটা নিয়ে ভাবতে? কারণ-চাঁদ স্থির আর মানুষ অস্থির। চাঁদ বলে না, আলো ছড়ায়। মানুষ বলে আবার ছড়ায়ও-তবে সবটাই যে আলো তা নয়; কালোটাই বেশি।

বয়স ঠিক কতদূর এগিয়েছে, তা ভাবার কী সময় এসেছে? এখনো বিদেশি সমবয়সী বন্ধুদের বিয়ের দাওয়াত কিংবা বেবিশাওয়ারে যেতে হয়। তবু বেলা তো কম হলো না! এখন না হয় প্রকৃতিকে ভালোবেসে চাঁদের মতো গায়ে কলঙ্ক নিয়েই আলো ছড়াই। হোক না সূর্য থেকে ধার নেয়া, তাতে কি? আলো তো!

এভাবেই প্রকৃতি হয়ে উঠে আমার শিক্ষক। আর আমি হয়ে উঠি প্রকৃতির পর্যবেক্ষক। প্রকৃতি আমাকে শেখায় অমরত্ব এবং নশ্বরতার পাঠ। প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ট সংস্পর্শ, পৃথিবীর রহস্যের মধ্য দিয়ে যেতে আমার দৃষ্টিকে করে তুলে অনুপ্রবেশকারী।

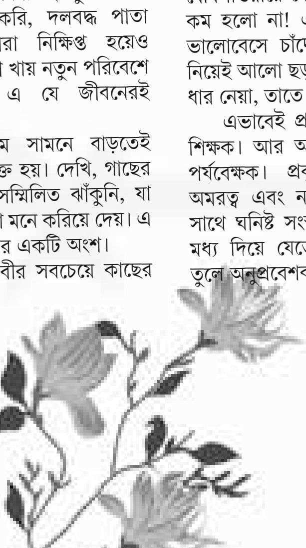

টুনির নীল জামদানি

সোহানা নাজনীন

দুপুর থেকেই অস্থির চেহারা নিয়ে টুনি একটু পর পর বারান্দায় নামছে। গ্রিলের বাইরে হাতের তালু মেলে ধরে হতাশ চেহারায় আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। এর কোন মানে হয়! সেই সকাল থেকে বৃষ্টি, থামার নাম গন্ধ নেই। আজও সূর্য ওঠেনি, ধূসর আকাশ ছেয়ে আছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে। বারোটার দিকে বৃষ্টি একটু কমেছিল কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু আবারো সেই ছ্যাঁচড়া তালে পড়তে শুরু করেছে। মুখটা আমের আটির মতো লম্বা করে টুনি মায়ের কাছে গেল। জিজ্ঞাসা করলো, 'মা, আজ কি তাহলে বড় ফুপুর বাসায় যাওয়া হবে না?'

অন্য সময় হলে টুনির এই আহাম্মকি প্রশ্নে মা খ্যাক করে উঠতেন। কিন্তু আজ তা করলেন না, দপ করে জ্বলে ওঠা রাগটাকে বাগিয়ে ধরলেন। পাঁচদিন আগেই মেয়েটার পানচিনি হয়ে গেছে, আর কয়দিন পর বিয়ে। মেয়েটা চলে যাবে পরের বাড়ি, তাই খামোখা বকা-ঝকা বন্ধ। মা রয়ে সয়ে বললেন, 'দেখছোই তো, সারাদিন থেকে একবারের জন্যও বৃষ্টি বন্ধ হয়নি, এরকম চলতে থাকলে হয়তো আজ যাওয়া হবে না।'

উত্তর শুনে প্রায় আঁতকে উঠলো টুনি। জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু আগে কিন্তু থেমেছিল, বোধহয় বিকালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তখন কি আমরা বের হতে পারবো মা?'

মা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে তাকালেন। এই বাইশ বছরের মেয়েকে কে বোঝাবে? যা একবার মাথায় ঢোকে তা আর বের হয় না। জুন মাসের টানা বৃষ্টি, দুদিন ধরে বাইরে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে মেয়ের বায়না বড়ফুপুকে দেখতে যাবে। আসলে ওসব কিছু না! নতুন শাড়ি পেয়েছে, আঙ্গুলে নতুন আংটি, তাই মনটা একটু ছটফট করছে।

ছেলের বাড়ি থেকে আংটি পরিয়ে যাবার পর হঠাৎ করেই টুনির আচরণ বদলে গেছে। কেমন যেন উড়ু উড়ু ভাব, লম্বা দুই বেণী দোলানো, চোখে ভারী কাচের চশমার সেই টুনি আর নেই। শুধু বিয়েটাই বাকি, এরপর বড়দের গ্রুপে ঢোকার অনুমতি পেয়ে যাবে টুনি। কথা আর না বাড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে টুনির মা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টুনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালো। পড়া বইয়ের কিছু পাতা উল্টালো অলসভাবে। আকাশের আঁশটে মেঘের মতোই তার মুখের রং পাল্টে গেছে ইতোমধ্যে।

দুপুরে ভাত খাবার পর বৃষ্টির ছন্দে একটুখানি চোখ লেগে এসেছিল টুনির মা'র। খসখস শব্দে সেই ঘুম ছুটে গেল, উনি তাকিয়ে দেখলেন টুনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছে। পরনে পানচিনির নীল জামদানি, তার উপরে সবুজ আর সোনালি জরির কল্কে করা ডিজাইন। কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই মেয়েটা শাড়ি পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি। তারমানে আজ টুনিকে ঠেকানো যাবে না কোনভাবেই। আজ সে বাইরে যাবেই যাবে, টিপ টিপ করে সারাদিন বৃষ্টি পড়লেও যাবে।

টুনি তার মায়ের সাথে যখন গলির মোড়ে দাঁড়ালো, আশ্চর্যজনক ভাবে তখন বৃষ্টি উধাও। গাব গাছের কচি লাল পাতা চুইয়ে পানি পড়ছে, সাবধানে জামদানি শাড়ির কুঁচি সামলে নিয়ে রিকশায় উঠলো টুনি। অনভ্যাসের কারণে বার বার কাঁধের কাছে হাত রেখে আঁচলটা ঠিক করে নিচ্ছিল।

রিকশা সাত মসজিদ রোড থেকে বায়ে মোড় নিয়ে ধানমন্ডির ভিতরে ঢুকে গেল। এসব রাস্তায় রিকশা আর প্রাইভেট গাড়ি ছাড়া অন্য কিছু চলে না। দুপাশে বড়লোকদের নিকানো পোছানো বাড়িঘর, সামনে ফুলের বাগান, গেটের পাশে মেহগনি গাছের সারি। পাতার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে ঝকঝকে একেকটা বাড়ি। কোথাও কোন সুন্দরের ছন্দপতন নেই, অসামঞ্জস্যতা নেই, নেই কোলাহল-ভীড়ভাট্টা। রিকশার উঁচু সিট থেকে ওসব বাসার ভিতর বারান্দা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় বেতের চেয়ার বসানো, কিনারায় ফুলের টব।

মা তাকালেন টুনির দিকে, অন্যরকম এক টুনি বসে আছে তার পাশে। আজ আর বোধহয় বৃষ্টি নামবে না, আকাশটা একটু ধরেছে। শেষ বিকেলের হলদে চাপা রোদ ছড়ানো চারিদিকে। সেই আলো মেখে বসে আছে টুনি, কানে সবুজ পাথরের ছোট্ট দুল, লম্বা চুলগুলো হাতখোপা করা। হাতের অনামিকায় রুবি বসানো একটা ফুলেল আংটি, এটিই সম্ভবত তার বড়বেলার জীবনের প্রথম সোনার অলংকার। লেখাপড়ার চাপে টুনির কোনদিন সাজগোজ করা হয়ে ওঠেনি, সাজগোজের আয়োজন নেই তার। তবুও আনাড়ি হাতে ঠোটের উপরে হালকা লিপিস্টিক ছড়িয়েছে, চোখে কাজল দিয়েছে। পুকুরের মতো গভীর চোখ মেলে দেখছে শহরের যত ব্যস্ততা। বৃষ্টি শেষে ধুয়ে মুছে যাওয়া এক শহর, এখনও পাতারা একপ্রস্থ ভেজা। যেন কোথাও কেও নেই, একলা টুনি বসে আছে চলন্ত রিকশায়। কনে দেখা আলোয় টুনি এক ফুটন্ত নীল অপরাজিতা।

অভিবাদন ও অভিনন্দন

আমাদের আত্মপরিচয়ে অহংকারের দীপ্তি পরিয়েছে ‘কবিতার এক পাতা’। ৫ম বর্ষ পূর্তি ও ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণের আনন্দঘন দিনে কবি ও কবিতাপ্রিয় মানুষগুলি যাঁরা আমাদের জয়যাত্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। সম্পাদক— কবি ও লেখক ফারুক ফয়সলকে অভিবাদন ও অভিনন্দন। বাংলা কবিতার এই বিশ্বমানের আয়োজনকে আমরা আগামীর দিকে, সেরার সেরা হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এই প্রত্যয় আমাদের! ঢাকায় আমাদের সঙ্গে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত আছেন, তাঁরাসহ আপনাদের সকলকে আমাদের বুক ভরা ভালোবাসা।

ইব্রাহীম চৌধুরী
সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

কবিতার অমৃতলোকে ‘কবিতার এক পাতা’

বিশ্ব বাংলায় বাংলা কবিতার অনুরাগী এবং অগ্রসর পাঠকের কাছে নিয়মিত চর্চার প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ এবং সারাবিশ্বের বাংলা সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে তা পৌঁছে দিতে 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা' যে কাজ করে চলেছে তা অনন্য। আমার ধারণা, 'কবিতার এক পাতা'র সম্পাদক ফারুক ফয়সল যেভাবে পরম নিষ্ঠায় তা পালন করে যাচ্ছেন তা একদিন অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় নিজ কর্মগুণেই ঠাঁই করে নেবে।প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এ পাতায় এ যাবত যাঁরা তাঁদের উত্তম কবিতাটি দিয়েছেন সে কবিগন ও সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

শামীম আজাদ

আনন্দবার্তা

‘কবিতার এক পাতা’র পঞ্চমবর্ষপূর্তি হতে চলেছে। বিষয়টা উদ্যোক্তাদের জন্য আনন্দের, পাঠকদের জন্যেও। বিশেষ করে আমরা যারা সাহিত্যকর্মী তাদের জন্য তো বটেই। এজন্য যে, ‘কবিতার এক পাতা’র বেশ কয়েকটি সংখ্যা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে এবং কয়েকটি সংখ্যায় আমার কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে।এতে যে কবিতাগুলো ছাপা হয়, তা সুসম্পাদিত।
কবিতা মানসম্পন্ন হলেই কেবল মনোনীত হয় বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।তার একটা কারণ হতে পারে, ‘কবিতার এক পাতা’র সম্পাদক নিজেও একজন বিশিষ্ট কবি— ফারুক ফয়সল। ফারুক ফয়সল দীর্ঘদিন সাহিত্য চর্চ্চার সাথে যুক্ত আছেন। সুধীমহলে তাঁর আস্থার একটি স্থান তিনি আগে থেকেই করে নিয়েছেন;বাংলাদেশে থাকতেই।
আমরা জানি, কবিতা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কবিতা নির্বাচনই একমাত্র বিষয় নয়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন কবিতার যে পাতা বিভিন্ন ভালো কাগজে প্রকাশিত হয়, তার উপস্থাপন কৌশল আলাদা। তাকে হতে হয় দৃষ্টিনন্দন, মনোগ্রাহী। সেটা সাহিত্যের অন্য লেখার বেলায়ও প্রযোজ্য বটে, কিন্তু কবিতার বেলায় অনিবার্য শর্ত। ফারুক ফয়সল সম্পাদিত ‘কবিতার এক পাতা’ সে-অর্থে আকর্ষণীয় ও শোভন উপস্থাপনা, যা এসব শর্ত মেনে পাঠকের মনোগ্রাহ হয়ে ওঠে।
আমার আনন্দ যে, ‘কবিতার এক পাতা’র পঞ্চবর্ষপূর্তির এই মুহূর্তে দু’কথা বলে আমার অভিব্যক্তি এবং আনন্দ প্রকাশ করতে পারলাম।

বিমল গুহ

‘কবিতার এক পাতা’

অগণ্য পাতা ছড়িয়ে যাক

আমেরিকা প্রবাসী কবি ও প্রাবন্ধিক ফারুক ফয়সল সম্পাদিত 'কবিতার এক পাতা' নামে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত মাসিক আয়োজন ৫ম বর্ষ পূর্ণ করে ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল! এই ঘটনাটি বিরল না হলেও সম্পাদকের নিষ্ঠা আর কাব্যচর্চার প্রতি অবিরল ভালোবাসার জন্য সুন্দরতম অভিনন্দন যোগ্য তো বটেই! নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হলেও এই এক-পাতা কবিতায় শুধু নিউইয়র্কের বাংলাভাষার কবিই নয়, বরং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বাঙালি কবির কবিতাই এখানে ঠাঁই পায়।
সম্পাদক ফারুক ফয়সল নিজেও একজন কবি বলে কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। ভিন্ন স্বর, ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন শৈলী, নতুনতর ব্যঞ্জনা এবং নন্দনতত্ত্বের সন্ধানে তিনি অক্লান্ত।

কবিতা প্রেমের শক্তি, ভালোবাসার অবলম্বন কিংবা দ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু কবিতা দিয়ে যে পেটের ভাত জোটে না এ কথা কে না জানে! বরং কবিতা নিয়ে পড়ে থাকলে পেটের ভাত হজম হয়, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। আর কবিতা পত্রপত্রিকার সম্পাদকের তো রাতের ঘুম, দিনের আরাম সবই হারাম হয়! কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা বনের মোষ তাড়াতে ভালোবাসেন, কবি ফারুক ফয়সলকে এই গোত্রের মানুষ বলা চলে। তবে তা শুধুই প্রবাদের রূপকার্থে। প্রকৃতপক্ষে তিনি মোষের রাখাল নন, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র কিংবা নন্দনতত্ত্বের নন্দন। কারণ তাঁর সম্পাদিত কবিতার পাতাটি যারা নিয়মিত পড়েন, অনুসরণ করেন, তাঁরা জানেন সেখানে কী ধরনের কবিতা প্রকাশিত হয়। ফারুক সেই সোনার তরীর মাঝির মত, কবিকে নয়, তার কাজকে যাচাই করেন! প্রকৃত কাব্যচাষীর সোনালি সুন্দর পুরুষ্টু কবিতা-শস্যকেই তার তরণীতে ঠাঁই দেন। আমি দেখেছি, কবিতার এক পাতা-র প্রতি সংখ্যায় সর্বোচ্চ দশটি কবিতা থাকে, প্রতিটি কবিতা সুনির্বাচিত। প্রবীণ বিখ্যাত কবির চেয়ে ফারুক বেশি গণ্য করেন নবীন, নিভৃতচারী, একনিষ্ঠ কবিকে। এসমস্ত কবির কণ্ঠস্বর ভিন্ন, নির্মাণশৈলী আকর্ষণীয়, বক্তব্য-বিষয় ভাবনা উদ্রেককারী। সময়ের সাথে কীভাবে কবিতা নিজেকে নতুন ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করতে পারে, কীভাবে নতুন বার্তা দিতে পারে, এই সুলুক সন্ধান যারা জানেন, ফারুক তাঁদেরকে খুঁজে নেন।

ফারুক ফয়সলের বিনয়ও অসামান্য, নান্দনিক। আজকাল কপি পেস্ট ফরোয়ার্ডের যুগ হওয়াতে তথাকথিত সম্পাদকগণ একটি লেখা-আহ্বান বা বিজ্ঞপ্তিকে গণহারে কপিপেস্ট অথবা ফরোয়ার্ড করতে থাকেন। এতে না থাকে সৌজন্য, না থাকে গুরুত্ব। সম্পাদক হিসেবে ফারুক ফয়সল এক্ষেত্রে একেবারেই আলাদা। তিনি লেখকদের কাছে যে ভাষায় ও মনোভঙ্গিতে লেখা প্রত্যাশা করে চিঠি লেখেন, তা শুধু সৌজন্য ও বিনয়মণ্ডিতই নয়, অত্যন্ত নান্দনিকও। বিদেশের মাটিতে বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যাঁরা করছেন সম্পাদক ফারুক ফয়সলও সেই কাতারে একজন অক্লান্ত কর্মী। ৬ষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ মুহূর্তে এই পাতার সংখ্যা হয়েছে কমপক্ষে ৬০টি। কবিতার সংখ্যাও নিশ্চয়ই ৪৮০ হয়ে গেছে। এই কবিতাগুলো নিয়ে সম্পাদক একটি সমন্বিত সংকলন প্রকাশের কথাও ভাবতে পারেন। সে যাই হোক, ৫ম বর্ষ পূর্তি ও ৬ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ লগ্নে কবিতাপত্রটির সম্পাদক সহ ‘প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা’ সম্পাদক এবং সকল কবি ও সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

‘কবিতার একপাতা’র জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক। জয় হোক কবিতার।

ঝর্না রহমান

অনুরণনের অংশী

বাংলাভাষার সাহিত্যের কেন্দ্র বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ বাংলাভাষী অঞ্চলে থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাম্প্রতিক কয়েক দশকে এর সম্প্রসারণ ঘটতে শুরু করেছে। বাংলা অঞ্চলের বাইরে থেকেও কেন্দ্রের দিকে অভিমুখ রেখে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বাংলা ভাষার সাহিত্যের আরেকটি ধারার জেগে ওঠার।

ভাবপ্রবণ জাতি বলে যেখানেই বাঙালি জনসমাজ গড়ে ওঠে, সেখানেই উচ্ছ্রিত হয় কবিতা! কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসে সাধারণত তা কবিতা কেবল নামেই, তাতে নেই উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা–কবিনাম জারি হবার আনন্দেই এর রচয়িতার তুষ্টি! কিন্তু প্রথম আলো উত্তর-আমেরিকার 'কবিতার একপাতা' এতেই তৃপ্ত নয়! তার চাওয়া এর চেয়ে বেশি। কয়েক দশক ধরে কবিতা রচয়িতার চৈতন্যে পরিপ্রেক্ষিতের যে বদল, ভৌগোলিকতার যে ব্যাপ্তি, সংস্কৃতির যে অন্তর্ভুক্তি চলছে তারই চিহ্নবাহী হতে চায় 'কবিতার একপাতা'। বাংলার বাইরের সাংস্কৃতিকতার পরিপ্রেক্ষিত এখানে যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় তেমনি চায় উৎসসাংস্কৃতিকতাকেও হৃৎবশেই রেখে দিতে! বহু বছরের দেশোৎকেন্দ্রী এর কাণ্ডারী ফারুক ফয়সলের হৃদয়-অলিন্দ দুই বর্ণতরঙ্গেই স্পন্দ্যমান-আন্তরিক। অগের বছরগুলোর মতো 'কবিতার একপাতার' পঞ্চমবর্ষ পূর্তির লগ্নেও ধ্বনিত হচ্ছে তারই অনুরণন।

আমিও অংশী এই অনুরণনের!

আহমাদ মাযহার

কবিতার এক পাতা

এ ন্যারেটিভ অব স্যাক্রিফাইস

কবি মহাসময়ের ক্ষণে, পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ও পরিবেশেই তার শরীর ও মনের বিকাশ ঘটে।সেই সময়ের বা সেই সমাজ-বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যেই গড়ে ওঠে তাঁর চৈতন্যলোক। তাই বলা চলে যে-কোন কবির সৃষ্টিসম্ভার প্রকারান্তরে তার স্থান কালের ভাষ্য। তবে কারো-কারোর মেধা ও মননের গুণে এই যুগভাষ্য শিল্প সুষমায় কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন হয়ে ওঠে। মনুষ্যপ্রজাতি নিরন্তর পরিপ্রাজক। বহুমাত্রার ভ্রমণ তার। ইতিহাসের গভীরে তাঁর সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ভ্রমণ, অবচেতনের গগনে তার সত্তা-অন্বেষণের আধ্যাত্মিক ও ইন্দ্রিয় ভ্রমণ । আর বাস্তব পৃথিবীর নানান ভূগোলে তার সশরীর গমন-অভিসার। এই বাস্তব শরীর যাত্রায় মানুষ তাঁর জন্মস্থান ও অভিবাসিক স্থানের দ্বৈরথের দোলাচলে কম্পমান। আর এরই সাথে চলমান থাকে নিজেকে খনন করে উপলব্ধির অন্যতর আরেক যাত্রা। কত জন্মের ভুলে-যাওয়ার স্মৃতি-বিস্মৃতির অক্ষরে রচিত হয় তার আন্তরিক আলেখ্য। নানান স্তরের এ যাত্রাপথের সঞ্চয়ই কবি বা শিল্পীর সৃজনকৃতির উৎস। তাই কবির বর্তমান অবস্থিতি কোন স্থির গন্তব্য বা নিবাস নয়; তার স্থান-কাল-পাত্র বহুমাত্রার, তার ভাষাও বহুস্মরিক। শিল্প-সংগীত-কবিতা এক অনির্দেশ্য সৌন্দর্যের পানে ধাবমান, তাই কবিতাক্রান্ত মানুষগুলো অকারণ আনন্দের খোঁজে নিরন্তর মনোভ্রমণের বিহ্বল পথিক। তার ভাষা বিশ্ববোধের, তার দেশ সর্বমহাদেশ। কবির কথায়, ‘যতদূর বাংলাভাষা ততদূর এই বাংলাদেশ’।

বাংলা এখন চতুর্বাংলা। বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, ও উত্তর-পূর্ব বাংলার (আসাম, শিলচর-ত্রিপুরা) সীমানা ছাড়িয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অভিবাসী বাঙালিদের সমবায়ে গড়ে উঠেছে চতুর্থ বাংলা। বাংলা ভাষা ও কবিতার এই চতুর্ভূমির সুফলা এক উর্বর ক্ষেত্র হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ‘কবিতার এক পাতা’ যার নির্মাতা কবি-প্রাবন্ধিক, বাংলাপ্রেমিক ফারুক ফয়সল।

বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক কবিতার একটা প্রাণবন্ত সংকলন প্রতিমাসে আমাদের সামনে তুলে ধরেন তিনি। ঢাকার, চট্টগ্রামের, সিডনির, সিলেটের, নিউইয়র্কের, বগুড়ার, বরিশালের, টরন্টোর, লণ্ডনের, মন্ট্রিয়লের, কোলকাতার— বিশ্ববাংলার এক তারা ঝলমল কবিতার উঠান যেন এ পাতাটি। প্রতি মাসে ‘এক পাতা’ কবিতার আয়োজনের মাধ্যমে ফারুক ফয়সল এই বিশ্ববাংলার কবিতাকে তাঁর জাদুকরী সম্পাদকীয় দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলছেন। কবিতার এই পাতাটি তাই একটি নতুন ধারণা এবং নয়া অধিযুগের সূচনার সাক্ষ্য বহন করছে। স্বদেশ আর বিদেশ মিলে একাকার এক যাপনপ্রদেশের চিত্র ও স্বপ্ন আমরা এখানে পাই। বর্তমান এখানে মিশে যায় অতীতে ও ভবিষ্যতে, দেশ মিশে যায় বিদেশে। এই আন্ত-মহাদেশীয় মানসের ডায়াসপোরা বাংলাদেশের কবিতার অনিবার্য সম্প্রসারণ । ‘কবিতার এক পাতা’ এভাবেই একটি কাব্য আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

কবিতার জন্য সমস্ত দুর্গমতাকে অতিক্রম করে দূরদেশে প্রবাসী জীবনের নিদারুণ টানাপড়েনের মধ্যে নিজের শ্রম-ঘাম-মেধার সমস্তটুকু ঢেলে দেয়া, এও কবিতারই মোহগ্রস্ততা, কবিতার জন্যই আত্মত্যাগ। তাই ‘কবিতার এক পাতা’র আয়োজন যেন এক ‘ন্যারেটিভ অব স্যাক্রিফাইস’। এ আয়োজনকে অভিবাদন না জানিয়ে পারা যায় না। আন্তরিক অভিবাদন জানাই সম্পাদক কবি ফারুক ফয়সলকে, আর ‘কবিতার এক পাতা’র জন্য উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

খলিল মজিদ

কবিতার এক পাতা

৫ম বর্ষপূর্তি

বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৩

এই সেদিন যেন তদানীন্তন আবাসিক সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী প্রস্তাব করলেন আমাকে। আহমাদ মাযহার উৎসাহ দিলেন তাঁকে। দায়িত্ব নিলাম মানসম্পন্ন একটি কবিতা-পত্র সম্পাদনার। আজ 'কবিতার এক পাতা' পঞ্চম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আমাদের এই আনন্দদিনে কবিতা-পাগল সাংবাদিক ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীকে আমার ও 'কবিতার এক পাতা'র কবি ও পাঠকদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা, উৎকৃষ্ট কবিতা চর্চার ও বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার একটি প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে।

তিন পাতায় পাঁচজন বিশিষ্ট কবি ও লেখকের পাঁচটি গদ্য লেখা এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, ভারত ও বাংলাদেশের ১৬ জন কবির ১৬ টি বিষয়ের ভিন্নতায় নানা মাত্রিক ও ব্যঞ্জনার কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে ৫ম বর্ষ পূর্তির এই বিশেষ সংখ্যা। আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, এ আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করতেই পারি। আপনাদের সকলের জন্যে এক বুক ভালোবাসা।

ফারুক ফয়সল

শিরোনামহীন

শিহাব শাহরিয়ার

১.
তুমি তো সুন্দরই
তুমি তো সুন্দরী

২.
তুমি তো আলোই
তুমি তো ভালোই

৩.
তুমি তো যন্ত্র না
তুমি তো যন্ত্রণা

যোজনাতীত

তুষার গায়েন

পাপড়ি মেলেছে কাঁঠালিচাঁপা
হরিদ্রাভ সাদা বাহুর আনগ্ন পেলবতা
বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে
আবেশ জড়ানো সুগন্ধ ভেসে আসে
যেসব কথা বলেছিলে নির্ঘুম রাতে
দূরাকাশে ফুটে আছে তারা হয়ে সব
তাদের দূরত্ব মাপি নৈঃশব্দ্য দিয়ে --

আর যত অনুক্ত কথা ভবিষ্যতে
ডানা পাবে ব'লে হারালো কোথায়
কোন অরণ্যানী গিরিখাদে?যেখানে
ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু
প্রতিস্পর্ধী হয় আকাশের তারাদের সাথে
সমস্ত স্ফটিক জ্বলে অন্তঃক্ষরণ থেকে
কোন অভিমানে?

নৈঃশব্দ্য নিজেই যদি না জাগে নিজের আঘাতে
কে পারে আর জাগাতে তারে?

কাঞ্চনবর্ণ নিদ্রাসমগ্র

শামীম আজাদ

এ ভেজা শরতের রাতে
আজ আমার নিদ্রাসমগ্র লিখবো
কম্প্যূটার আর কাফকার কাঞ্চনবর্ণ পাতায় পাতায়
আমার এ ব্যথিত বুকখানা বিছিয়ে দেবো।

ঐ শুরু হয়েছে হাওয়ার হুড়োহুড়ি,
আমাকে সে রাগমালা দিয়েই রঙন ছুঁড়তে হবে।
বাহুতে বেদনা, নিঃশ্বাসে নিন্দাজল ছড়িয়ে
পাতায় পাতায় পয়মন্তী হতে থাকলেও
নিদ্রাকুসুম কোথায় যে রাখি!

এই মাত্র সিথানে ঢুকে গেল এক কামেল কবুতর
জানালায় জিব্রাইলের যৌবন
ঘুমের জামা আর স্লিপার জায়নামাজে
এসবের জন্য আসলে ঐ হাওয়ার হুজ্জতিই দায়ী
এ বেহায়া বেতমিজ ব্যবহার জানেনা
এমন শরতের রাতে
বড় জোর বিহব্বলতা খোলা যায়
সেমিজ ও সাজ খুলে নেয় কেউ? আশ্চর্য!

পায়ে পায়ে প্রেম, বালিশে ব্রজবুলি
ওহে শরত, হে মোহন শরত
এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে
কি করে কেউটে হয়ে কামড়াচ্ছ আমাকে
আর আমি ফালাফালা হয়ে ভাবছি এইতো সময়-
ও বোকা বৃষ্টি, ও বাঁকা জল
পায়ে পায়ে পন্নগের মত উঠে এসো
এতেই নিদ্রাসমগ্র হবে
এ ভেজা শরতের রাতে
আমাদের বুক প্রিন্ট হবে।

বোধন

মারুফুল ইসলাম

আকাশ থেকে নামি পাহাড়কোলে
ঘরোয়া মেঘ চোখে কাজল পরে
নদীর জল রোদ-ঝিকিয়ে দোলে
ভাটির দেশ ভাসে অক্টোবরে

এখান থেকে ওখান কত দূরে
কোনখানে যে এই দুটো পা রাখি
কোন ছন্দে বাজবে কথা সুরে
পরানমাঝে গা ঝাড়া দেয় পাখি

তোর বিহনে বুঝি না কোনো কথা
অবশ হয়ে থাকে চিন্তারাজি
বিশ্ব হেথা আজ্ঞাবহ যথা
জীবন নিয়ে মিছেই ধরি বাজি

অমল ছবি হিমালয়ের হাসি
ফড়িংছানা নাচে কোমল ঘাসে
হাওয়ার ঠোঁটে হারিয়ে-যাওয়া বাঁশি
তোর ভাবনা নিবিড় হয়ে আসে

দরজাখোলা ব্যাপ্ত এ-নিখিলে
তোকেই আঁকি আশ্বিন-প্রভাতে
মহাশূন্য মাথা নোয়ায় নীলে
আমার দিন ডুবেছে তোর রাতে

ভ্রমণাখ্যান

শিবলী মোকতাদির

ভ্রমণে ভয় থাকে না শীতে
অনুশোচনাহীন চিত্তে নিম্নবর্গীয় ফুলেদের কথা
অর্থান্তরে লিখে রাখা যায় ডায়েরিতে।

সত্যের অধিক চোখ চেনে তারার খেলা
ভাষার ছলে- কৌশলে
জড়িত রেখেও বিযুক্ত করি
প্রিয় রিলকে, তোমার এ গোলাপ-বাগে, অনুরাগে

মদ, মেয়োনিজ, অশ্বরব স্থিতু হলে
তাবু ঘিরে রাত জেঁকে বসে
আগুনের চারপাশে যতই উষ্ণতা থাক
ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে,
তোমার শূন্যতা হায়েনার হাহাকারে হাসে!

ভ্রমণে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হলে
মনে ও মাসল্-এ গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

বিশ্রাম

রুদ্রশংকর

ভাবছি, একটু বিশ্রাম নিয়ে তোমার কথা ভাবব
মন খুলে রাগারাগির পর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন
তবেই ভিতরে ভিতরে বৃষ্টি হবে, রাস্তায় জল জমবে
আর কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেব আমরা

ভাবছি, একটু বিশ্রাম পেলে আমরা শুয়ে থাকব
কিন্তু ঘুমোব না
সুযোগ পেলে নদীর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলব ঝগড়া
পাহাড়ের সঙ্গে মুছে ফেলব বদমেজাজি সম্পর্ক
যাতে দশ আঙুলে জড়িয়ে, মুখ তুলে
আবার আমরা ভালোবাসতে পারি।

শিশুসুলভ

মাসুদ খান

কত কিছু উড়ে এসে পড়ে শিশুদের ফাঁকা মনে
আর উড়ে যায় পরক্ষণে!
নবীন মানব তাই চিরকালই অস্থির, চঞ্চল।
তাই কি তাদের বোল ফোটে অসংলগ্ন, দ্রুত, অনর্গল!

প্রশান্ত ঘুমের মধ্যে ঝলকানি দিয়ে ওঠে
নির্দন্ত মুখের হাসি, স্ফুরিত অধর.....।
এভাবেই ঘুমন্ত শিশুর অবয়বে
দুলে ওঠে দেয়ালা-ভাষার রীতিবিধি--
স্বচ্ছ, সাবলীল।

এতসব কি মায়েরা জানে?
--জানে। তবে সব তো জানে না
শিশুর ভাবনার সঙ্গে তাই প্রতিনিয়ত সংলাপ চলে মায়ের বোধের।

অস্থির, অসম সে-সংলাপকালে, মাঝে-মাঝে, নবীন শিশুর
আচমকা-ধারালো ভাবনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে
বেমক্কা কয়েক পাক ঘুরে ওঠে মায়েদের, বাবাদের বোধ।

উকিয়ো-এ

কুমার চক্রবর্তী

ভাসমান জগতের ছবি, আমাকে গোপন-ডাক দিয়ে যায়
বলে, যেন আমি বিভ্রমের ছলে সকল রূপকে ছেনে
জন্ম দিতে পারি, অরূপের, যা পৃথিবীকে শেষবার
উপহার দেবে এক দেহাতীত খাজুরাহো-প্রাণ।

আমি চুপে থাকি।

জগতের সব মধুবন, সূর্যমাঠ, মিথুনভাস্কর্য আজ
স্থির জীবনের দিকে চুকিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যার সমস্ত দান, রাতের সমস্ত খাজুরাহো,
আমি আজ রংতুলি নিয়ে চুপিচুপি ভাসমান জগতের দিকে চলে যাই ,আর
ছবি আঁকি অদৃশ্যের, অধরার, মমতা-মাখানো স্বরে ধরি অপূর্ণের তান।
হাওয়ায় ভেসে ভেসে শুনি, বের হয়ে আসা এক গহনের গান
পূর্ণ হতে এ জীবন, ভাসমান জগতের ছবি অবশেষে রেখে যায় শেষ আহ্বান!

জীবন তো এক লুব্ধ খাজুরাহো— কেবলি রহস্যে, কেবলি স্তব্ধতায়...
বলে, এইখানে আসো কোন অপার্থিব ছলে, গাও গান
কোনো এক বেদনায়, সুরের ধারায়

কবিতার এক পাতা

৫ম বর্ষপূর্তি

বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৩

অপঘাতের অভিশাপ

মঈনুস সুলতান

জনপদের বিনম্র পরিব্রাজক হয়েও
বারংবার ফিরে যাই গৃহে—
নির্জনতার নিবিড় এবাদতে হই গৃহকোণবাসী,
আমার ভেতরে দারুণ দোলাচল
কিছু প্রত্যাশা পল্লবিত হয় নওল
দম্পতির ঘরকন্নায় মত্ত হয় পাশাপাশি;
কিছু ঠুমরি রঙিন মাছের বর্ণ বিচ্ছুরণে
আমার কাচপুকুরে সাঁতার কাটে সারাবেলা,
ভ্রমণের কথা ভাবি ফের
রাগ হংসধ্বনি শোনা তো হলো ঢের—
ভালোবাসার কঙ্কনে নীলার রোশনি ছড়ায় অবহেলা;
সোনালি-সবুজ ডানার পতঙ্গ আটকা পড়ে আমার কটেজে
জানালা খুঁজে উড়ে উড়ে দিশেহারা,
ক্ষত বিক্ষত ডানা ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন ছড়ায় সতেজে—
অপঘাতের অভিশাপে আমি হই আজ সর্বহারা।

ভাঙা খেলনা

লায়লা ফারজানা

কেন যে তোমার কথা মনে পড়ল —

অবিরাম কথা, ফুটপাতের বিদেশী কোলাহল আর
কবিতার অনুবাদের মত দুর্বোধ্য—
চলন্ত রেললাইনের মত দূরবর্তী।
মানুষের সহানুভূতির সীমাবদ্ধতায় বিবর্ণ
কোরালের মত সমস্ত করুণ যুক্তি-তর্কে

ফয়েলের জোছনায় প্লাটফর্মে দাঁড়ানো আমি :
শহরের আলোর আড়ালে ক্লান্ত ল্যাম্পপোস্ট
একাকিত্বের প্রতিশ্রুতি, নির্বান্ধব পুরুষের ক্ষয়িষ্ণু তালিকায়,
কৌতুহলের তরল ব্রিফকেসে পাতলা বাদামি চুল।

সোরেলের গা বেয়ে পিচ্ছিল সোনা রং
আমার কাঁধে প্রবঞ্চক চাহনির মত
অলসভাবে ঢলে থাকা তার অবসন্ন মুখ —

তার হাতের স্পর্শের আশ্বস্ততায়

‘জীবন তো কেটেই যেত জীবনের মত
কেন যে তোমার কথা মনে পড়ল’ —

শীতল গোধূলি ভেদ করে কমলা মৃত্যুর দিকে

ক্যামোফ্লাজ

মিলটন রহমান

পিলসুজে সাজানো আমার মৃত্যুফুল
ঢেকে আছে নেকাবের মতো অন্ধকার
জলের মতো হিম শিরায় শিরায় কথা কয়
স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে মগ্ন ক্লান্ত ছায়া
ছেঁড়া মেঘের গর্জনের মতো জিজ্ঞেস করে
বয়স কতো পিলসুজে সাজানো সান্ধ্য প্রদীপের?
বিশীর্ণ আঙ্গুল চিরে পয়গম্বরি নামতার সূত্রে
মৃত্যুফুলের প্রতিটি শিরায় শিরায় পরিমাপ যন্ত্র সাজাই
কিন্তু এ এক আশ্চর্য ক্যামোফ্লাজ
হাজার বছরের নির্জনতা এসে শারদ মেঘের মতো
বলে গেলো, মৃত্যুফুল প্রতি বছর ফোটে
সে বেঁচে থাকে মৌসুম পাল্টানো বৃক্ষের মতো!

আমাদের অক্ষরগুলো কাঁদে

(প্রিয় মানুষ, কবি আসাদ চৌধুরী স্মরণে)

রাকীব হাসান

আমাদের উঠানের পাশে নদী
মৃদু ঢেউয়ের সাথে নিরবধি
হেমন্তে ঝরা পাতা মৃত্যুর গান গায়
যেমন করে ‘দুঃখীরা গল্প করে’ যায়!

উইপিং উইলোর মতো শোকে নুয়ে পড়ে
কবিও যে হায় ঝরা পাতার মতো ঝরে —
তার মুখে হেসে ওঠে ব্যালে নৃত্যের চাঁদ
নদী ভাসে, নদী ডোবে পরান-উন্মাদ
তার মাঠ-মাটির পথে গহীন ধুলা ওড়ে
আমাদের মন কবিতা পড়ে, দুঃখ পড়ে।

মেঘনা, এই নদী, স্রোতে মগ্ন-অধীর
কবির আঙুলে যেমন কবিতার নগ্নতা,
নদী মানে না ‘মেঘের জুলুম পাখির জুলুম’
বাঙালির মিছিলের স্রোতে নদী বয়
কবির মৃত্যু হলে ‘নদীও বিবস্ত্র হয়’!

কবিতার মাটিতে উর্বর বাংলা
যুদ্ধের গলায় বারুদ আর ক্রোধের সাইরেন,
এখনও যে যুদ্ধের মাঠে কবিতা পড়েন।
মৃত্যু, ধর্ষণ এবং উদ্বাস্তুর হিসেব —
কবিতায় গুণে শেষ হয় না সংখ্যা;
তার কবরে লাল সবুজের অক্ষরগুলো,
হাত ধরে কেঁদে ওঠে আচমকা!

জলের শাড়ি

সজল আশফাক

ছায়ার মতন নৈ:শব্দে রাতের নিশ্চুপ নদী
দরজার ফ্রেমে স্থির জ্যোৎস্না, গোল হয়ে
ছড়িয়ে যাচ্ছে পরিধি, দিগন্ত অবধি।
সিঁথিতে সিঁদুরের মতো রাঙ্গামাটি পথ বেয়ে
বুকের পাঁজরে বেড়ে ওঠে তৃণ প্রেম।
নরম পাখির মতো বুলিয়ে যায় তার সুতৃপ্তি।

ফিকে স্মৃতিগুলো মেঘের দরজা খুলে হাতছানি দেয়,
আকাশের অধিক দূরের আকাশে শৈশব।
অবিরাম হেঁটে যাই সে ঝরা পাতার ভীড়ে
শিঁকেয় তুলে রেখে ঝুলঝাল বার্ধক্য, জৈবিকতার ডিঙ্গা।
দৃষ্টির আলোয় ফিরে দেখি, ধুলি ওড়া রুক্ষভূমি,
চোখের কাচে একঝাপটা পলাতক সুখ।
নদী খুলে রেখে হিরণ জলের শাড়ি
হারিয়ে গেছে কোথায়!
বুকের ভেতরে দেখি, তার কষ্টের ঢেঁকি
শুধু ওঠে আর নামে।

দেরি

মনিজা রহমান

কেন যে শুধু দেরি হয়ে যায়
সাজতে বসে লেপটে যায় চোখের কাজল!
কোথা থেকে যে এতো জল আসে চোখে?
এমন তো নয় দেরিতে গেলে
দেরি করে ফেরা যায়!
আমার যে সব সময় দ্রুত ফেরার তাড়া থাকে,
দেরি করে যাই,
আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই
দুই অসম্ভব অমিলের মধ্যে
ঘুরপাক খায় গোটা জীবন!
যে দিন দেরি হয়ে যায়
এক্সপ্রেস ট্রেনটা হয়ে যায় লোকাল
ধীরে ধীরে বুকের রক্তক্ষরণের আওয়াজে চলে সে।
কেনো যে শুধু দেরি হয়ে যায়,
তদুপুরি জানা নেই বাড়ির ঠিকানা,
কি রঙের বাড়িতে সে থাকে!
নিয়ন আলোয় খুঁজি ফিরি তার বাড়ির জানালা-
যেখান থেকে দূরে নদীর
সোনালি রূপালি আলো দেখা যায়,
যৎসামান্য ধারণা নিয়ে
সারারাত ঘুরি পথে পথে।

দাবানল

জেবুন্নেছা জোৎস্না

মাউয়ের দাবানলে ছড়িয়ে গেলে এ পোড়াদহে
প্রাগৈতিহাসিক চিহ্ন হারিয়ে আমি এক ধ্বংসের স্তুপ !
রিয়েলএস্টেটের আর্কষণ তুমিহীন এ বিরান ভূমি —
বাতাসের রন্ধ্রে এখানে মাংসের পোড়া গন্ধ ভাসে —
ক্রুদ্ধ মেঘের ঘর্ষণ —জলবায়ু কণার হ্রাস বজ্রপাতে !

কাঁচা-পাকা রোদের দাবীতে — ঘন ঘাসের অরণ্যে
যে বুনো জানোয়ারেরা মশাল মিছিলে আগুন জ্বালালো—
মাৎস্যন্যায়ের চিতায় ওরা ফটাফট পোড়ে জীবন্ত - পার্পল!
প্রত্নতাত্বিক যাদুঘরে সজ্জিত — সে সকল জীবাশ্মের নির্দশন!

দেহ-মনের সে প্রয়োজন, পাপ নয় তা জেনেও -
সৌন্দর্যের আকর্ষণ ততক্ষণ, যতক্ষণ সে দূরের —
ঐ রাতের চাঁদ দিনের আলোর সমঝোতায় যে চলে —
সামাজিক কৌলিন্যের দ্বিধা দ্বন্দ্বের সংঘাতে
তুমি চলে গেলে ঘোর উষ্ণতর দিন উপেক্ষাতে !
নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনায় সংজ্ঞায়িত করবো না তোমাকে !

এ পোড়া বৃক্ষরা জানে শিরীষ পাতার ক্লোরোফিলে
কতো প্রেম জমেছিল আমাদের কিউটিকল প্রণয়েতে !
তোমাকে পেয়েছি আমি — সূর্যাস্তের অলৌকিক তিরোধানে !

অনুশোচনায়

আল ইমরান সিদ্দিকী

ঝড়ের মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
বনসাই বৃক্ষের মতো হয়ে আছি।
অনুশোচনায় একবার ছোট হয়ে আসো।
কালো পাখি হয়ে ডালে এসে বসো।

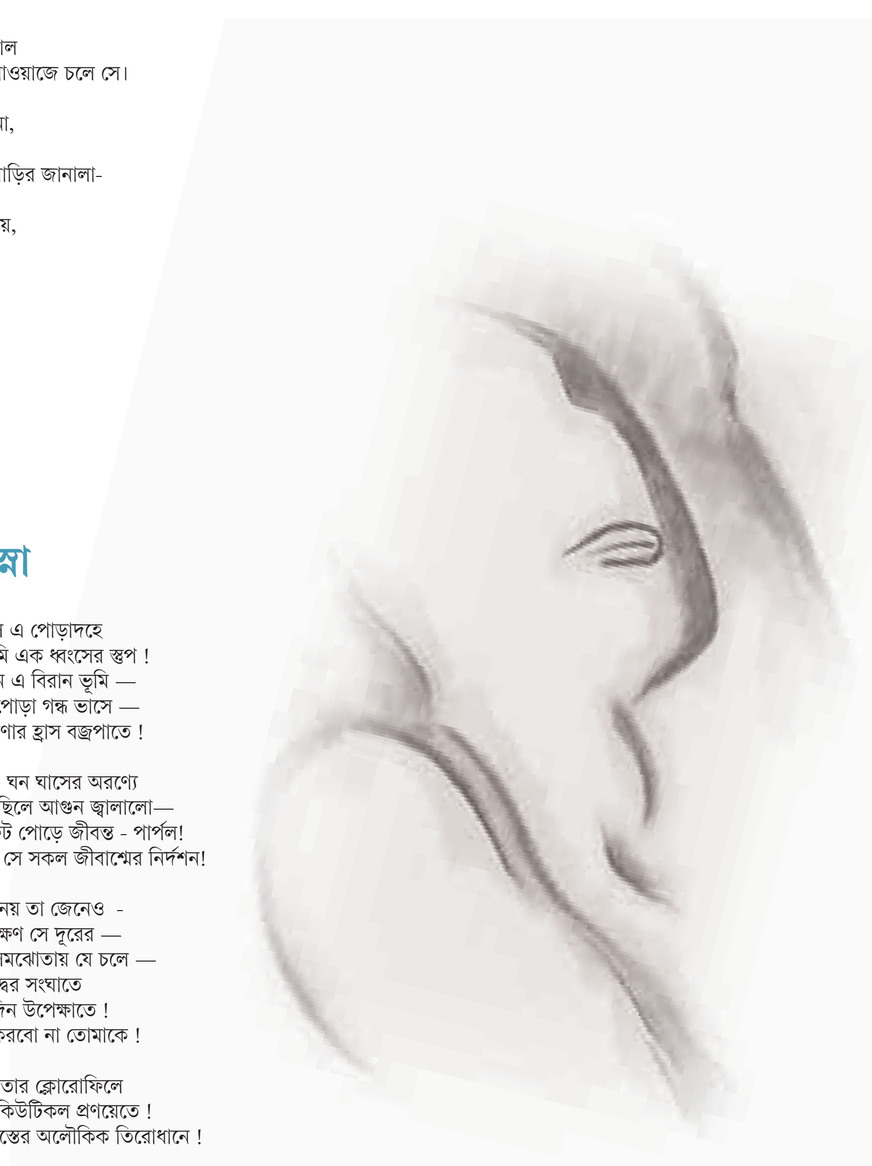

গীতিকবি
রশিদা আকতার
এর
প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের
প্রকাশনা
উৎসব
ও গ্রন্থালাপ
রশিদা আকতার
অতল সুরের সন্ধানে
রশিদা আকতার
হৃদয় ছুঁয়ে
রশিদা আকতার
অগ্নিপথ
আপনি আমন্ত্রিত
২১ অক্টোবর ২০২৩, শনিবার
২টা থেকে বিকেল ৪টা
কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরি প্লাজা
৮৯-১১ মেরিক ব্লুভার্ড, জ্যামাইকা, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক
718-990-0620, 646-577-0412
ARRANGED BY :
QUEENS PUBLIC LIBRARY
প্রথম আলো
PROTHOMALO FOUNDATION

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
19 October 2023, Thursday, Issue 344
১৯ অক্টোবর ২০২৩, ৩ কার্তিক ১৪৩০, ৪ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

সিল পিটিয়ে জাপার হাওলাদারকে এমপি বানানো হয়েছে

বললেন আ. লীগ নেতা

ঢাকা অফিস

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকী) আসনে জোটের শরিক নেতা হিসেবে সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমিন হাওলাদারকে সিল পিটিয়ে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এক আওয়ামী লীগ নেতা। রুহুল আমিনের আমলে কোনো উন্নয়ন হয়নি বলেও মন্তব্য করেন এই নেতা। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ক্লিপ ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৪ সালের নির্বাচনে অনিয়ম হওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

মোবাইল হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ চুরি!

অভিনব জালিয়াতি

ফোনে থাকা ব্যাংকের অ্যাপস হ্যাক করে প্রতারক চক্র ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে।

মনজুরুল হক

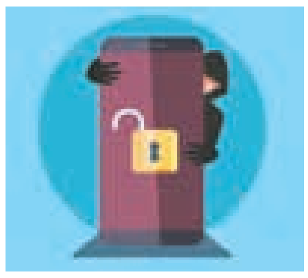

মোবাইল হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ চুরির ঘটনা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কোভিড মহামারির পর থেকে নিউইয়র্কের বহু প্রবাসীর ব্যাংক থেকে ডলার হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াত চক্র। জমা অর্থ হারিয়ে ব্যাংক এবং পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়ে দফায় দফায় হয়রানির শিকারও হচ্ছেন গ্রাহকরা। স্মার্ট ফোন হ্যাক করে গ্রাহকের পরিচয়, ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংক হিসাব-সবই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে প্রতারকরা।

বেশ কিছু ভুক্তভোগীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে ফোন হ্যাক করে অর্থ জালিয়াতি করার অভিনব বিবরণ। দেখা যায়, হঠাৎ করেই সেল ফোনের নেটওয়ার্ক চলে গেছে। গ্রাহক মনে করছেন তার ফোনে বা নেটওয়ার্কে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাংক থেকে জমাকৃত অর্থ নাই হয়ে যায়। কারণ হিসাবে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, তাদের স্মার্ট ফোনে ব্যাংক হিসাবের ঘণ্টার ডাউন লোড করা থাকে এবং অ্যাপস ভিত্তিক অনলাইন ব্যাংকিং চালু থাকে। সেখান থেকে অ্যাপস এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

টক অব দ্য উইক

‘প্রহেলিকা’ সিনেমার প্রিমিয়ার শো’র দর্শক দেখে আমি অভিভূত

চয়নিকা চৌধুরী/নওশাবা রুবানা

সোহানা নাজনীন

“আমাদের চাওয়া থেকে অনেক বেশী পেয়েছি। এজন্যে দর্শকদের প্রতি ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। আমি কখনও ভাবিনি সিনেমা হলে উপচে পড়া দর্শক হবে। সিনেমা দেখে দর্শকদের ভালো লাগলে সেখানেই আমার পরম পাওয়া, কষ্ট সার্থক হবে। প্রতিটা সিনেমার ভিতরে একটা মেসেজ থাকে, এই সিনেমার মধ্যেও সেটা আছে। ওই মেসেজের মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রসার হয়, নতুন প্রজন্ম আমাদের দেশ সম্পর্কে জানতে পারে। বায়োস্কোপ কে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা উদ্যোগের জন্যে। হলিউডের মতো আমাদের সিনেমার পোস্টার কবে দেখবো এরকম একটা স্বপ্ন ছিল আমার বরাবরই। বায়োস্কোপ আমাদের চলচ্চিত্রকে প্রবাসে এনে দিয়েছে।" উওর আমেরিকায় মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমা “প্রহেলিকা" নিয়ে নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী ও নওশাবা রুবানা রশীদ।

গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রথম

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

ইলা মিত্র নাচোলের রানীমা, তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু

রোমেনা রোজী

ইলা মিত্র

ইলা মিত্র একজন বাঙালি মহীয়সী নারী এবং সংগ্রামী কৃষক নেতা। তিনি মূলত তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সংগ্রাম করেছেন। ভোগ করেছেন অমানুষিক নির্যাতন

১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় ইলা মিত্র ছিলেন ইলা সেন। তার বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বৃটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউন্টেন্ট জেনারেল। তাদের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোরের ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। বাবার চাকুরির সুবাদে তারা সবাই কলকাতায় থাকতেন। এ শহরেই তিনি বেড়ে ওঠেন, লেখাপড়া করেন কলকাতার বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজে। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে স্নাতক শ্রেণিতে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ১৯৫৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। কৈশোরে তিনি খেলাধুলায় তুখোড় ছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় তার অংশগ্রহণ করা হয়নি। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

ইলা সেন যখন বেথুন কলেজে বাংলা সাহিত্যে বি.এ সম্মানের ছাত্রী তখন থেকেই রাজনীতির সাথে পরিচয় ঘটে। নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার রাজনীতিতে প্রবেশ। সময়টা ছিল ১৯৪৩ সাল, ইলা সেন কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হলেন। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে ঐ বছরই মহিলা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

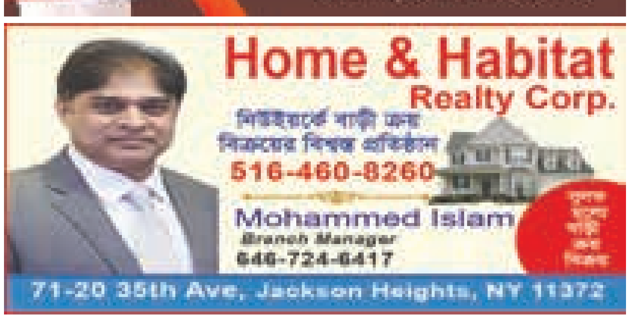

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল:** **নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com